বামাবোধিনী পত্রিকা।


"জনান্যের পাক্ষীয়া সামাজীয় নিষ্ঠুরতাবিহীন।"
কথাকেও গুলান করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

খরার মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কবর্স্ক প্রবন্ধিত।

11শ কলা। ৩য় ভাগ।

গানের কল্পনিকী।

হোড়াইহৈবর—একতরা।

তুমিনা তোমার অভয়—বাণী

যুচিল বেদনা—আলা,

নিভিল সকল চিত-রহন,

যুটিল কুস্ম-মালা।

দুরে গেল মোহ—তিমির—ভার,

ঘুচে গেল ভয়, ছুটিল জাখার,

(……………শ)।

শান্তি—কমল গুড় অমল

করিল জীবন আলা।

সংসার-পথে বিচিরিত স্থানে,

তোমার ডাকিয়া স্বীকৃত শুধু শোকে,

নির্ভরে আমি গাই যাব গান,

জীবন—পায়ে দিব ডালা।

(আজ) জুঁক নাহি মোর, বেদন নাহি,

আনন্দে আজি সব মূখ চাহি,

আনন্দে আমি তব গান গাই—

গায়ি হরি—ফুল—মালা।।

কথা—শ্রীরুপ নিব্যেলচন্দ্র বড়াল বিএ, এ।

স্বর ও কল্পনিকী—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্ত।
আহারী

II গলা - সাঁ। হো কপা কপা। কপা কপা কপা। পাঁদা - পা। জুনি যা তো মা র অ ভ র বা০০ সী

II কপা কপা জা। পদা পা পা। পাঁদা - আ। সা - আ। পুটি লে সে হ না আ ০০ লা ০০

II গলা গলা গলা। দূর পা পা। সা - জা। জা জা জা। নিভি লে স ক লে টি ০ জ হ ন

II কপা লা পা। কপা কপা কপা। পাঁদা - আ। সা - আ। পুটি লে কু হ ম মা ০০ লা ০০

চিন্তা।

II দা মা মা। দা পা পা। পাঁদা সা সা। পাঁদা - পাঁদা। নু রে গে লে মো হ তি মি র ভা০০ ব

I জা জা জা। জা মা সা। জা জা জা। জা সা সা। পুটি চে গে লে ভ য ছুটি লে জা ধ ব র

II পা পা পা। কপা পা পা। পাঁদা পা পা। পাঁদা পা পা। পা - আ। সা - আ। পুটি লে কুই বন আ ০০ লা ০০

পাখায়।

II গলা - সাঁ। দূর দূর পা। গু সা জা। জা জা জা। লা ০০ সা০০ র প সর বি চ রি বি খ দে
হিন্দুর তীর্থ ন্যায়।

(পূর্বপ্রাপ্তিতে পর)

কাশীবাসীর সামাজিক দুর্বল উভয় দিকে করিলে ভূতের ভয় আর থাকে না। ইহার দৃষ্টি-ভৈরবের মন্দির আছে। ইহাকে কেহ বলতে পারে। ইহার কেবলমাত্র মন্দির ও মূর্তি পূজা পূজা করিয়া থাকে। ইহাকে পুজো করিয়া হায়, অবশিষ্টলুম্বর অপেক্ষায় আবৃত।
সাহাবীর পত্রিকা। (১২শ ক-৩য় ভাগ)

আগা নাম-মহানো বড় গণেরের মদ্ধিক আছে। ইনি আত্মাই এসাইল। বড় সড়ক হইতে একটি গলি চলিয়া গিয়াছে। তাহার কোণে আগালোকের মদ্ধিক। এথানে ভিতর মদ্ধিক আছে। দক্ষিণে আগালোক, 

বামে বলত ভাব, এবং মধ্যে তাহাদের তাহির সড়ক। প্রথম দুইটির হয়ের কৃষ্ণ প্রায় আছে, বিষ্ণু এক পিন নাই। শেষোকটি রসদপশিইন। গলির অংশ কোনের একাধারে দুইটি নতীয়িটি অবিষ্ট। পূর্বকালে যে-দুইটি রমণী নাটি হইয়াছিল, এই মূর্তি তাহাদেরই ম্যানক। বড় গণেরের মদ্ধিক গণেরের মূর্তি দৃষ্টি হয়। ইনি হইতুকি বিশিষ্ট, চতুর্ভাক।

এইর হয় ও পান লোপনিষিদ্ধ। মদ্ধিক- মধ্যে চারিটি দ্বার। দোশুলামান।

সাহের বাহিরের পশিম দিকে পিয়াচ- 

মোচান নামে একটি স্থান সেখার আছে।

ইহার তটে অনেকগুলি মদ্ধিক দৃষ্টি হয়।

পিয়াচমোচান হিসাবমানের একটি একনিষ্ঠ দীর্ঘমাত্র। বারাতীয়তে অগ্রবাখ্যের এথানে আঘাত হয়। সাহের লোকেরা।

বৎসরে একদিন এথানে আঘাত করে। এবার এইসময় না, এথানে আঘাত করিলে পিয়াচ মোচানের তাজিক পাত্র থাকে না। অর্থাৎ এইসময় না, একবার পিয়াচ পরিবর্তনের গণার মধ্যে ভরা ভরা ভরা পরিবর্তন করিতেছিল। পিয়াচ -

মোচানের গণের অধিকাংশ-দেবতাগণ তাহার পাকুরহ করেন। সত্যাগ্রহ, ঘৃণার ঘৃণা পুনরায় হয়। যদিও পিয়াচ মোচানই কয়লিয়া করে। কং সে পিয়াচমোচানের হাত পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই হাতে সাহের কোরোনায় সৃষ্টি সংগঠন হয়। ফলে ঐরাণাক পিয়াচমোচান মন্ত্রে করে।

অতঃপর তিনি সেই মুভ সিংহ বিশেষের নিকটে আসল করেন। মূল্যে সেই সিংহ হইলেও কাজতুলে হয় নাই। সেই কাটাকু বিশেষের এক করিয়া এই বর প্রায়শ্চিত্ত না তাড়াইয়া পিয়াচমোচানের নামে যেন একটি পুরুষরী খনন করা হয় ও প্রায়শ্চিত্ত এখানে যেন প্রথমে আসিয়া স্থানে শুরু করে। মহাদেব 'ভাড়া' বলিয়া ছাড়ে।

ঘটনের উপর মদ্ধিকের কোণে পিয়াচমোচানের প্রত্যেক মুখের দেখা যায়। সাহেরের মধ্যে যার পূর্বে পিয়াচমোচান না দেখা। ঘটনে তার মনীষী পিয়াচমোচানের মত আচরণ করে। ইহাতে যাত্রীদের কোন হয় দেখিয়া গয়তে পিয়াচমোচানের একটি বাণ হয়।

সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে। সাহেরের প্রস্থতত্ত্বে দুইটি মদ্ধিক আছে।
মিলের নিবন্ধিত ও তাহার সরিষে নিশাচ-মোচনের মুখ রক্তিত দেখা যায়। ইহার
পরেই বিশ্বাসী অবস্থিত। ইনি চতুর্ভুজ।
এক হস্ত শ্বগ, অপর হস্ত পাথ; হৃতার্ণ
হস্তে গাল এবং চতুর্ভুজ হস্ত চক্র। ইহার
গলে বন্ধু-হার। যিনি প্রথমবাপক তিনি বিধৃত।
বিষ অর্থে গৰুবেশ, অশ্লীল উ চৈতন্য।
(বিষাক্ষে ব্যাপৃত বিষাক্ষীরিতি)। বিখ্যাত
বিখ্যাত পরমায়তকে বিধৃত বলা যায়। ইহার
বঞ্চনে যে কোনও মনি আছে, তাহাই চৈতন্যদান,
হলদসমায়া, যাহাতে জগৎ মোহিত রহিযাছে।
জিববসাবটি বন্ধুলার্গপ্ত নানাভাবে পাশিত।
হৃদযশ্লীলাঙ্গ অর্থে হস্ত তেজঘর্ষণ পীতবসান।
হা শয়নী প্রতিশ্রুতি তারার, সাংখ্যেতের অতিপ্রাঙ্খয়ে স্বত্রমূখে।
ধর্ষ, অর্থে কাম, মাহ্য, চতুর্ভুজর্গে
প্রিয়তাং চতুর্ভূজ। আমার উপায়বীতেই
চতুর্ভুজ লাভ হইয়া থাকে। তড়িৎ সঞ্চালন
থাকিয়া দেখার মোক্ষর্গপ্র এক হস্ত হইয়াছে।
তঞ্চালন স্বদী তত্ত্বশাস্ত্রের অর্থবাঙ্গ
রূপে ইহার বিনিয়নে হই। হৃতার্ণ হস্তের
রচনানুসারে তত্ত্বসার-পুস্তকে পরিণত।
প্রাগুতপ্রণ অক্ষরগুলী গুটি মূলমূলী
ধর্ষর্গপ্রে চতুর্ভূজক হইয়াছে। সকাম
ও নিকাম, উভয় কথাই ইতুঘুঘুঘ। ইথিয়ন
পরমন্ত মন্ত্য। রাম রাম রাম, চৈতন্য
বহন করিয়া সর্কুরলাভবিত। রাঝা আর
কৃষ্ণ ভাই মূলা। ধর্ষ ও আর ইহাই চামর
সংলাভ পার্শ্বে উপস্থিত। গৰু গৰু গৰু;
কারণে বেদবস্ত্র পরমায়তর সর্কুরলাভ
কারণ করিয়া চিত্রকীর্ণ সর্বপ্রকাশ পায়।
জানন্দু কর্মলাই চিত্রকীর্ণ সর্বপ্রকাশ।
পূর্বের ভাষাতে শাই ও পৃথ্বী-পুজো করো, তখনই যে কুঠোরা হইতে মুক্ত হইবে। শাহ ভাষাই করে। এইগুলি পুরুষের নাম শান্তাধিত।

স্থানাংশকের নিকট একটি কুঠা মন্দিরের অঞ্চল-প্রবেশের ভাগ মূল্য অবশ্য। ওরুজের ইচ্ছায় ভয় করেন।

সহরটির এই নেহাত একখানের মন্দির আছে। এবার একজন খনি। নক্ষত্রের মধ্যে ইহার স্থান। মন্দিরটির নিবিড়তাকে দেখায়া।

* * *

মানমন্দির-ঘাটের কাছে কিছু প্রথমালি আছে, তাহ। কোল মন্দির-প্রবেশের অঞ্চলের জন্য। পাহাড়শুদ্ধের মন্দিরটি অবস্থিত। অক্ষশীল, সুস্থ, মান-মন্দির নির্মাণ করেন। যে গলি দিয়া গমন করিয়া ঘাটে যাওয়া যায়, ভাষাতে দালাল-ক্ষেত্রের মন্দির অবস্থিত। উক্ত দেবতার মেঝের উপর ক্ষমা অধিক। দেবতার তৃণাদি-মেঝে অবস্থিত। তাহ জালায় নিমজ্জিত থাকে। দালালকের মন্দিরের সংলগ্ন চন্দুর শীতল। এবং অন্য দেবতা আছেন।

নিকটেই যে মন্দিরের মন্দির। স্থান অর্থে চল্লে। ইহার মন্দিরের অন্তর্গতে ভাসাই-দেবীর মন্দির।

মানমন্দির ভিত্তিগত, যাদা হইতে, চাক্ষুষ, বিগত খাদ্য প্রতিষ্ঠা আনেক এখানে আছে।

এখান হইতে অন্য দেবীর নেপালি মন্দির অবস্থিত। নেপালি মন্দিরের সহিত কোন সৌরাঙ্গস্তীর আদিরাক্ষিকর স্থান না থাকিলেও এবং হর্ষনিবিড়ম্বনের মন্দিরের কাংশতে আর নাই। ইহার লিঙ্গ-ঘাটের উপর অবস্থিত। মন্দিরের উপরিভাগে দেওয়ার চৌকোড়া ও উত্তরের সারখি-করা কলস দেখা যায়। বারাশার ধারে বননবাসীর স্থান ঘটা মুক্তিতেছে। সেই ঘটাগুলি বায়ানবিটালিত হইয়া মর্ম বাচিতে থাকে। সম্ভব বড় নাই দৃষ্টি হয়। মন্দিরের নিকটে নেপালিগণের খাঁড়িকার আসা ধর্ষশালা আছে।

* * *

মানমন্দিরের দশেম দশামেহের ঘাট। এই ঘাটে সর্ব্বারোহ অধিক পবিত্র বলিয়া লোকদের বিশেষ। রাজা রাজার পরিচ্ছদের মধ্যে দশাশিদেশের একটি। অপর চারির নাম অনিবার্য, মনিলিফটিক, পঞ্চগজ। বক্রশাসন। তীর্থকারিণীর অতি-ঘাটে ধর্মীয় ক্ষেত্রদিক করিয়া দশাশিদেশ-ঘাটে আসে, এবং তথায় পূজা করিয়া মানসিকবিষয়ার গমনপূর্বক কুপ সাজ করে। এখান হইতে তাহারা পঞ্চগজায় গমন করিয়া পরে বক্রশাসন সমাগত হয়।

দশাশিদেশ-ঘাটের প্রবাদ। এই যে, একদিন হর্ষার্থীর মন্দিরচনে উপরিত আছে।, এমন সময়ে মহাশের মন সহায় উত্তেজনা হইল।

কান্তি তখন দিবাসের হতাহত। সম্ভব দেবতাই কান্তি হইতে বিদ্যতে হই। মহাদেব তখন বক্রাকে শরণ করিলেন।

ক্ষেত্রিও তৎসংকাল্য উপস্থিত হইলেন। তিনি ক্ষেত্রে বারাশার সংবাদ আনিতে ও রাজা দিবাসকে রাজা সারাবাত করিয়া উপার্তিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। ক্ষেত্রে মহাদেব হংস আনিয়া উপস্থিত হইল। রাজা।
সন্ধিপরিসরের সমাপন করিয়া অধ্যা
দীলেখনে, তিনি যে-কার্যে আসিয়াছিলেন সে কার্যের কিছুই হইল না। এদিকে রাজার তীব্রতাকে সমাধিতর সহিত তীব্রতা অক্ষর একটি মন্দির-নির্মাণ করিয়া দিলেন। বধন তখন কাতিতেই বালি করিতে লাগিলেন। শিবের নিকট তিনি আর অর্থার্থ হইলেন না। 
বধন হিন্দুর একটি প্রাধান্য দেবতা। শহরের আবার কেবলমাত্র পরহিংসা অর্থ্ব আর অবহি ছিলেন। তিনি আপনার নিত্য 
হইতে প্রকৃতি পুকুর-পুকুরি এক বিরাট 
পুকুরের প্রকাশ করেন। সেই পুকুরই প্রথম। 
তিনি আপনি তাঁকে ভাহা হইয়া মৃত্যু ও পুকুরহর উৎপন্ন হইলেন। পরে ঐ স্থানে সঞ্চয়-ধারার 
বিভিন্ন রাস্তা হইতে করেন। ইহার অভিপ্রেয় 
স্বীকৃতি-পুরোহিতের অস্থায়ী-বিশিষ্ট 
বধন কথা-হরণ-প্রস্তাব কথিত হইলেন। 
ইহা মুক্তিরায়। 

gোধরামন্দিরের দ্বিতীয় মন্দির আছে। 
মন্দিরদের প্রথমার্থ অদ্বৈত্ত। তথায় একটি 
মন্দিরের নাম নীচের। উঃহার মন্দিরের তলায় 
চূড়ান্ত নাম একটি লোপ হইয়াছে। তুলনা 
পুথিয়াম এখানে লোপ ঘটিয়া। হইয়া 
চূড়ান্তের পুষ্প। মন্দিরচিহ্ন দেওয়ালের 
চূড়ান্তে একটি চূড়ান্তের মূড়ি আছে। 
ঈহার এক হস্তে পথ, অক্সাডের আগ্নে, চূড়ান্তে সিংহের উপর এবং চূড়ান্তে মহিলের উপর। 
ধরানার পাদপাণে গোধরামন্দির মন্দির 
অবস্থিত। ইছকি সঙ্ক্রান্ত। সক্তামন্দির 
মন্দিরের সক্ত-নিশ্বাসের প্রথমে আছে। 
সক্তামন্দির মন্দিরের সেন্ধে একটি মুপ আছে। 
এখানে আশ্বায়বলকের শাস্তায়ন করিয়া
কবি-কুঞ্জ ।

(১) কবি-কুঞ্জ, মায় এই কি সুধার স্থান;
বায়রীর লীলাবল্ল; সুধার উদ্যান !
হেথায় বয়ম ধরে, কেলিক বৃহৎ মোহে, পাকিয়া লালিত গায়, সুধার কেমনে !
সুধার ধরে সবে সুধার মুখল পতন !

(২) হেথায় সুধার সুতে গৌরব বিলায়;
নাগিতের তীর্থবাগী ভারুক মায়;
হেথায় আনাক-বারে কটি চর্চা পরকাশে,
সুধিমল রশি-রাশী করে বিতরণ;
চক্রের কায়ি গায় সুধার নিমগন !

(৩) প্রকৃতির কুঞ্জে এই বৃত্তার দল
ফল-ফলে নৃশোভিত সুধার সরল ;
লতিক। আনন্দে কেদি পরিণাম তরক-বহে,
সুধার-সম্বন্ধের মুখে ভরন-গুগন !—
মায় কি সুধার ধারা আশ্র-রঞ্জ !

(৪) বায়ীর নিকুঞ্জ এই বিকা ময় সুল,
রাত্রি চরণে তাঁর শেষে স্বাদেল !
হেথায় বীণার তার বন্ধন্য। অনিবার কি সুধার ধারা কেরি বরেন্দ্র এত, জুড়ায় জীবন !

(৫) ঝায় রাগ মৃত্তিকতী শ্যাম মাগিশী,
বায়ীর বরণ কের দিবন-নায়িনী ;
বায়ীর তায় কবি, প্রকৃতির সুরল ছুড়ি,
উত্সব আসবে সব মূল্য অনিবার,
অমৃতের নরী হেথে সুধার আখার !

(৬) শোক তায় নাহি ভাবে, সব তুলি যায়,
অগনি মাটিয়ে রসে সবারে মায় ;
সবাই অনন্দ হেথায়, নাহি কিছু মনে বায়ী,
অনন্দ-আশ্রম এই দুঃশ নিকৃণন;
বায়ীর নিকুঞ্জ এই তিনিদ্বন্ধ !

(৭) মানসিক হীরা-মুক্তা, সুৱীপ্ত কাকন,
হেথায় লজ্জিত কাছে বায়ীর চরণ ;
হেথায় মায় প্রতিভার, ঐশ্বরিক কদম্বার,
হেথায় কবির রায়া, বায়ীর আবার,
কবির গৌরব সদা প্রতিপালি হির !

শ্রীনৃন্দননাথ দোহার।
আজ্জাবিসঙ্কর্নি
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিতীয় অঙ্ক।
প্‌থম দৃষ্ট।
(নবাবলালবাবু বাঠি)
(নবগল ও ঘটকের অবেশ।)

নদ। কিন্তু, একটা মেয়ে তেমনো গোলাড় কত্তে পারে না।

gতক। সে কি মশাই? এত মেয়ে দেখানো ডুই। আপনি ক কোনটাতেই মনোন্নয় করেন না।

নদ। ছেলের বিয়ে দোব। জান কি, যেটা একটা ছেলে, তা‘র মনের মতন ঠিক না হলে ত বিয়ে পারি না। তবে বিয়েট।
আমি শীঘ্র দিতে চাই। ছেলেটা ‘বিলেত যাব, বিলেত যাব’ করে অশ্রু হয়েছে, সেই ব্যক্তি আমার এত ইচ্ছে যে বিয়ে দিয়ে তবে বিলেত পাঠাই।

ঘট। কেই, সেটা বড় দেখতে পাওয়া যায় না। আগে সেটা হ’তবে বট। সেকালে সেকালে বিবাহের জিয়ে জীবন হতে, মেয়ে বিয়ে করেন ফরর্থ; ফিরে এলে খানুন শাহের সান্তব।
কিন্তু আজকাল ছেলেদের মন সেকালে নেই।

ঘট। আজ হতে যে যে হয়ে গেলো, তারপরে যা হয় করা যাবে।

ঘট। আজকে, তারা বলছেন, ছেলে তারা দেখেছেন না। ছেলে কিনের ভাইয়ের সান্তবে একাকী পড়ে, ছেলে তাদের দেখে আছে। তারা আরও বলেছেন, আপনার যদি মত হয়, তা হলে বেশনা-পাওনা। দিচিয়ে ছেলে বিয়ের দিন বিষয় করেনি।
নদ। দেন-পাঙ্গনা হেটামিটি আর কি? আমি ত বললেই বিদেখি, নগদ দশ হাইজার টাকা দিতে হবে। এর কথা আমি পার্কে না।

ঘট। মবাই, সে কথা আমি বললেছিলাম, কিন্তু তুমি। অনেক অহংকার-বিনয় করে বলে দিয়েছেন যে, আহ্মত করে কিছু কম ঘর করে নিন! তুমি। নগদ দুই হাজার টাকা দেবেন। অনেক মিনতি করে বলে দিয়েছেন যে, আহ্মত করে এই অব্যাকরণ হয়ে মেয়েটাকে নেবেন। আপনার চেহারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তাদের বড়ই কোঁখু পড়েছে।

নদ। হঁ,—আমার রূপ দেখে কোঁখু পড়েছে; না, আমার চেহার কোলে কোঁখু পড়েছে? এসবে বিন, এ, পাশ করেছে, বছর বছর মেয়েটাকে পাশ করে মেয়েটাকে পাচ্ছে। আমার হামার কুকুরে ছেলে। দশ হাজার টাকা তা আমি খুব করে বললেছি; দিশ হাজার টাকা বলেও অভাব হল। দশ হাজার টাকা। দিয়ে যে এর আমার পাচ্ছে, তার ভাগ্যাঙ্ক। হঁ—

ঘট। (শগত) চেলের রিয়ালে দেওয়া মর, যেন গরু হলাঙ্গল বেড়েতে বসেছেন। আমাদের যে হরপঢা রোন্দারের আর ছিল, তা এই ব্যাতীর কাঝ-মাঝাতেই সব মেয়ে বসেছে। (পরের পৃষ্ঠা) আজে, সেখানে তা হলে হবে না?

নদ। যাও, তুমি তাদের বল গে, আমার যে কথা, সেই কথা! নগদ দশ হাজার টাকা দিতে পারে ত হবে, নিয়ে তাদের অন্য অভাবকারী চেলে দেখতে বল। বিশেষ আমার চেলকে বিদেশ পাঠাতে হবে, তাতে কত বয়স হবে, তার ঠিক রেখেছে?

ঘট। যে আর্জেন্ট! আমি একটী মেয়ে আছে, সেখানে বেশ পাঙ্গনা-খোওনা হতে পাচ্ছে।

নদ। (ব্যক্তিভা) কোথা? কোথা?

ঘট। আর্জেন্ট, ঐ অর্থ, ঐ মার্বেল মেয়ের। তিনি বাচে তাঁর পাচ্ছে, যা কাতান না, তিনি তাঁর দেশন। এমন যে তিনি চেলের বিলেত চাইবার খরচ করায় দিয়ে শীঘ্র আছেন।

নদ। (কিছু বিরক্তভাবে) তবে সেখানে এতদিন কথা পাচ্ছ নি কেন?

ঘট। আপনার মেয়ে পাচ্ছে বলে যে কি না হবে, সেই মেয়ের কথা পাড়ি নি।

নদ। কেন, মেয়ে কি বড় কর্মসত্ত্ব?

ঘট। আজেন্ট না, যেন কৃষিক নয়।

নিম্ন স্তরী না হলেও মেয়েটা দেখতে নদ নয়। তবে কিনা, মেয়েটা একটু বড়। আপনি ছোট, মেয়ে রক্ষা করছেন, এ মেয়ে বছর-রোল হবে। আরো তা, ব্যাথারের মেয়ে, বিলেতের ফেরেল লোক, তিনি বাল্যের বছরের পক্ষপাতী নন।

নদ। ও, তা হেসব, তা হেসব! আসকলাকর ছেলের। জাগর মেয়েই সেই পাচ্ছ করে। আমার অংশুক বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নয়। তুমি অজ্ঞেই সেখানে গিয়ে করচু নিও। কুরুলে? তুল না?

ঘট। আজেন্ট, আমি আজেন্ট যাব। কাজ আপনি নিষেধ সংবাদ পানেন।

নদ। (শগত) কি আমার, এমন সম্ভাবনা যদি দেখি হলে ফেলতে যায! শীঘ্রির
একটা ঠিকঠাক হয়ে গেলেই ভাল হয়।
(একক্ষে) কেন অজ্ঞাত থাকলে মিয়ে যেতে পারে না?
ঘটার আচ্ছ চেটার কোর্সঃ। একের তার গাই।

[উভয় হয়ে প্রশ্ন]
[থেকে হইতে বিষয় এবং পুরুষার প্রশ্ন]

আজ্ঞাত এলাহাবাদ থেকে করে এলে?
বিষয়াল রাজর টেলে এসে পৌঁছেছি, মানীমায়া! আপনারা সব ভাল আছেন?

আজ্ঞাত | হয়ে বাংলায় তুমি ভাল আছ কি?

বিষয় | হয়ে, সংখ্যার সেনাকর জল হাওয়া বেশ ভাল, শহীর বেশ থাকে।

আজ্ঞাত | একক্ষের দেশ-ছায়া হ'য়ে পড়লুক বাছা! দেখা পাওয়া দায় হল। নৌকা আর তুমি চেলে বেলায় টাইটে দিনাজপল, একসঙ্গে পড়তে, একসঙ্গে বেড়াতে, দেখ চুটি মায়ের পেটের ভালের মতন! তুমি চলে গিয়ে স্বাভাবিক বড় করতে হয়েছে।

বিষয় | আমারও আপনাদের তর্ক তাকে যা না করেন করে। এক এক নায়ে মন হয় মাত্রা-মা, কি আর বলবো কি বড় করতে। কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু কোর্সে কি? এই ত সাঙ্গে মশা! পেটের বাচে সব করে যায়। আকাক, উকিলের মনে হোক কথা হ'য়েছে যে, কোর্সে বড় কাম্পতে হয়। বুদ্ধিমত্তে স্বাভাবিক পড়লুক মর্দ হুইছিল পাওয়া যায়, এই আশা।

আজ্ঞাত | পাছা কিছু কি?

বিষয় | যা ত সবে গিয়েছিল। এখন আকাক, উকিলের মনে, কিছুদিন থাকলে কিছু হতে পারে।

আজ্ঞাত | হলে মাকে-দৌড়ে নিয়ে যাবে না কি?

বিষয় | (হাসি) আজ পাশাপাশি কোর্সে হয়?

আজ্ঞাত | হয়। বিষয়াল। অনুরূপ তোমার শাহঝীর যাত্রা তো ভাল করা করে নি বলে তোমার মা না-কি তুমি ফিতে দিয়েছিলেন?

বিষয় | হয়। যা কি কাজটা ভাল করেছেন?

আজ্ঞাত | তা, বাছা, এখন তবে একটু ভাল করে করে হয় বাছা কি?

বিষয় | যে কোয়ার পারে কে জুড়িতে হয়। তার কি হালুয়া যায় না, তার নেওয়ে-কাজীকে ভাল জিনিস মিটবে। কেবল না কুলেলে, দেখে কি করে তা হয়েছিল, তা' অতি নয়নেই দিয়েছিল। যে ক'রে মা-কে চিটে খান। লিখেছিলেন, তা' দেখলে পাপাও গলে যাচল, তবু আমার মায়ের প্রাণে গর্ত হল না।

আজ্ঞাত | বড় শাহঝীর দিকে টেনে বললুক, বাছা। তোমার মা তোমাকে কত কতে নামান কর'লে, তোমার বিয়ে দিয়ে হুইছিল পাবে কোথায়, তা' না হয়ে তা'রা ত এক পয়সাও দিলে না, আবার তবে যদি একটা ভাল করে না করে, তা'লে মায়ের মনে কর্তৃত হয় না?

বিষয় | ছি ছি, মানীমা! আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন না। শাহঝীর দিকে টেনে বললার আমার কিনা দরকার। তে আমার কে কে বললার ভাল মনে হ'টা কথা বলতে পারি, কেন না যা আমার। শাহঝীর পর বেলাই তাকে কোন কথা বলতে পার্কন না। আর আপনি যে বলছেন,
হ্যাজ। (হ্যাজ) উনি যে বললেন, নিজে নয়।
এখনকার চেলগুলো হল কি? বাংলা-সরম একটি নেই, দুর্ঘটনার কাছে একটি সমুদ্র নেই।
(একাধিক) তোমাদের সঙ্গে কথায় পারে না।
তোমাদের চেলগুলো হোক, তখন দেখে নেও। এখন চল, একটি বাঁচানো খাবে।

[ প্রশ্নর প্রেরণ ]

প্রশ্ন। কি হে কতক্ষণ?
বিজ্ঞ। এই আসছে তাই! তোমাদের দেখা-নজি কর্তব্য।

প্রশ্ন। হঁ, দেখতেনো। কর্তব্য আসবে না কি! এখন তে তুমি বিদেশী!

বিজ্ঞ। ফি করি ভাই, পেটের জলে বড় জলো, পেটের জলে সব কর্তব্য হয়।

প্রশ্ন। তোমার আসন্ত কথা অনেক আমি সকলে বিদ্যমান। তোমাদের বাদী গিয়ে অনলুম, তুমি বাড়ি নেই। তাবলুম দেখাই। কি না নয়! 

বিজ্ঞ। অত ঠাকু কেন? তুমি তা আঘাত করলে ছাড়, তারপর দেখ। ঘাবে।

প্রশ্ন। এখন রিপুর তেল, তারপর তোমার লেকচার শোনা যাবে।

[ সকলের প্রেরণ ]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ
[ মনীষী ও পায়ারিতাদের প্রেরণ ]

পায়ার। হাঁ—হাঁ মনি। কারী মজা হয়েছে।

মনি। কি হে, বায়াপার কি?
পায়ার। আহ্ম, বায়াপার। হাঁ—হাঁ—
বায়াপার বেশ চমৎকার!
মনি। কেন? কেন? কি হ'লেছে?
পারি। হাঁ—হাঁ—ভারী মজা।
মনি। কি মজা তার নাম নেই?
'পারি। হুড় চমৎকার! হাঁ—
মনি। বাও, নাই বল, আমি চূল।

[ শ্রীথামোন্ত ]

পারি। ( মনীরের হাত ধরিয়া ) আরে ভাই, যাও কোথা? সুখপর হে, সুখপর?
মনি। তোমার পেটের কথা পেটে রইলে, তা সুখপর কি কুখপর আমি আর কি করি?

পারি। হেম ঘোষ, হেম ঘোষ!
মনি। আঁ—কি বিপদ! কি হ'লেছে হেমঘোষের? ফঁপি করেই বল না ছাই!

পারি। ভারী হুড়ের দশা হ'লেছে! সে বাবুরায়া-ছুড়ি নেই, সে বড়োহারী ঘোষাক নেই, গাড়ী নেই, ঘুড়। নেই! একটা মুট-মুখরের মধ্যে রাখায় রাখায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! ব্যাসা ঘ্যাসার দফা একবারই রয়েছিলু। একদিন আমি বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতেছিলাম।

মনি। হাঁ, ভোয়াল্কে যে কথা বলেছ, সে কাজের কি হয়েছে?
পারি। কি কাজ?
মনি। (চুপ-চুপ) তার সেই ঘেটায়কে ধরে আনুষ্ঠানিক কথা?

পারি। ( হাসিয়া ) ও!—তার জন্য আর ভাবনা কি? সে মনে কর তোমার হয়েই রয়েছে!

মনি। তাই না-কি?

পারি। আমি যে-কালে বলেছি ধরে এনে ঘোষ, তাঁ যেমন করে পারি এনে

লাগত। তাঁর এখন তোমার কোন তারকা নেই।

মনি। হাঁ, তাঁকে ধরে আনুষ্ঠানিক না পালে, আমার মনে শান্তি নেই। তাঁকে ধরে আনুষ্ঠানিক তেন আমার অপমানের
অতিশয় হবে। তবেই ঘোষের জন্য হবে।

পারি। ঘেটায়কে নিশ্চিত হ’লে থাক, দাও! নিশ্চিত হ'লে থাক। আমাকে যে-কালে এ কাজের ভাব নিয়েছ, তখন আর কোন ভাবনা নেই। আমি তাঁকে তোমার কাজে এনে দোহাই, দোহাই।

মনি। ( সহঙ্গে ) মেয়েতাকে যে ভাই, যেন ঘরের অপনী! সে মেয়েতাকে পগলে আর আমি কি চাই না।

পারি। চুপ, চুপ! কে আসছে না।

মনি। কে? [ দেখিয়া ] হাঁ, ও যে হেমঘোষেরই লোক না?

পারি। হাঁ, হাঁ, নেই ত বটে! ও বেটার যে দর্শন যেন কেউটে সাপ। মনীরের চেয়ে একটাকে ছাড়ি।

[ সরকারের প্রবেশ ]

পারি। [ অগ্রসর হইয়া ] কি হে নাননকারাবাবু! কুশল ত?

সরক। ( সহঙ্গ ) আঁ! এ আপনি আমার কোথায় থেকে জটিল? [ একাশে ] সরকারের মেয়ের অভিকর্ষ।

পারি। মহাশয়, পাল্লায় হাওয়া হচ্ছে কোখায়? মনীরের অত গড়ী-ঘোড়া সরকার। চড়ে বেড়াতেন। আজ পাল্লায় কোখায় গমন হচ্ছে? ম'শায়ের চাকরি বাকি গেছে না কি? মনির ভাবিয়ে দিয়েছে বুঝি? মুখ অত ফুতালো কেন?

সরক। [ বিরক্তিতায় ] আমি ম'শায়ের...
বামাবোধিনীর পত্রিকা।  


cf. [ব্যাখ্যা] কেন, কেন? সব তাল ত?

সক্ষর। তাল আর বলব কেন করে?

এই কেন কাঁক অহং করেছ না-কি?

লোকের তাল আছে?

সক্ষর। শাতীনির্মী এক ব্রহ্ম সভায়ই

তাল আছে, কিন্তু বাবুর মানসিক অবস্থা

বড় ভয়হয়। তোমাদের লক্ষণ প্রকাশ

পাছে। নাওয়া হাওয়া। ত নেই বলেই হবে,

থাকানো ভাল আছে না।

সক্ষর। ম'শাই! অস্বীকার করে রাখা

চালু না, আপনার সঙ্গে কথা কইবার এখন

আমার সময় নেই।

[প্রশ্ন]

প্যাগিত থাকা তেজ দেখলে?

মানি। এ তেজ শীতলিনী হবে।

প্যাগিত। বাড়ি থাক ওয়ারে ওমার

করে বেড়াতে, সে ত আজ একটা মুট-মজুর

বেড়াই হবে। ও-ব্যাটার তবুও একটা বেড়া

নি।

মানীণ। এ অংকিত বেত্বি দিন থাকেবে

না। হেম যেখানে মান-মন্দিবণ সব থাকে,--

সব থাকে, তার সাথে চুলো মুরাগুলো,

মনোরায়ের অভিশাপ বিষাপ হবে না।

[উমেরের প্রশ্ন]

[একটা হইতে প্রশ্ন ও অপর দিক হইতে

সর্বক্ষেরের পূর্ণ-ব্যবহার]

সক্ষর। এই যে আমুর বাবু! একবার

আপনার সকালেই যাওয়া হলম।
সর্কো। আপনি মেটিকেল কলেজের একখন উন্নতিশিক্ষিত ছাত্র, চিকিৎসা- ও চিকিৎসক-সংক্রান্ত আপনার অভিজ্ঞতা ও অজ্ঞানান্তর রয়েছে। কোন ক্ষারকে দেখান হাবে, আপনি বিবেচনা করে বলুন। আর,—
আপনি সঙ্গে করে আপনার কোন চেনা ক্ষারকে নিয়ে গেলে তিনি যদি করে চিকিৎসা করেন। বাস্তু অর্থিক অবস্থা কি-রকম হয়েছে, তা তা আপনি জানেন। এবং, লোকটার এখন চোলাচুল অবস্থা বড় ভয়ানক, বড় কষ্টদায়ক। আমি আর খেষে পারি না। আমি তাঁর বাংলার আমল থেকে এই কাজ করি। সব দেখেছি, সব আমি। কি করে যে আমার তাঁর অবস্থা। ফরিদু, আমি ভেবে কিছুই ঠিক করে পাঠালি না।

প্রথম আলোয়ি সার্থক সাহায্য খুঁজে পড়েছিলেন। আপনার মতন যাঁরা বাঢ়ি অভিন্ন। আপনি চেটা করলে, আমি যখন কী, নিশ্চয়ই তাঁর আবার উত্তর হবে। সে ব্যবস্থা চালাতেছি, তাঁর কি হ’ল?

সর্কো। সেখান নিয়ে একক অথচ তাঁতন, তাঁতন আমার অনন্যনবান। মহাজনরা মাল ধরে দিতে চায় না। আমি একক আঁক কী করে নি?

প্রথম দেখুন, আপনাদের মতন লোককে পরামর্শ দেওয়া আমাদের দৃষ্টিত, কিন্তু আমাদের বোঝা হয়, তাঁকে এ-সময় কোন কাজ-কর্ম বাড়ি রাখতে গোলায় ভাল হয়। অবস্থার পরিবর্তনে তাঁর মনের বিকৃতি ঘটেছে। মনের বিকার ও ব্যাপক কি উপস্থিত হবে? কাজকর্ম

ফুরুন না করে, মাঝে যদি নিষেধে হয়ে বসে থাকে, তাহলে কাজেই তাঁর মনের বিকৃতি ঘটে। হয় পাগল নয়, নয় বিগলার যায়।

সর্কো। সে কথা ত আমিও বুঝে নি পাঠাছি, কিন্তু এখন কি কাজ আর আছে? কাজ-কর্ম তাঁকে বাড়ি রাখতে করে? বিদ্যালয়ের নেবেন, ব্যবসায় বাণিজ্য নেবে, আর কোন ব্যবসায় ত উপায় খুঁজে না তবে আর তাঁকে কি কাজ বাড়ি রাখতে?

প্রথম। কাজের চাইন কি? মাঝেই দেখি ভাবনা যে কাজ পড়ে রয়েছে, এখন নেওয়াই শক্ত! আমার বিবেচনায় তাঁর এখন কোনও চালু করলে ভাল হয়। বিদ্যালয়-সম্পত্তি নিয়ে হয়ে গেল, ব্যবসা চালু হয় না;

সর্কো। এখন অবশ্য চালু করিয়ে দিবেন, তা ভাল হয়। মাঝেই আমি তাঁর জন্যে কাজের চেটা করতে পারি।

সর্কো। এখন তাঁর মত হলে যায়।

প্রথম। আঁচল আর আমি তাঁকে বলে নে।

সর্কো। নমস্কার।

[ প্রশ্ন অংশ]

(বিষয়) 
ঐচ্ছিক শীল নিষেধ।
বিলাপ-বিলাপ

(৮ সার গুরুদাস বল্লোপাস্যার মহাশয়ের পরিশোধনে)

দেব!
সত্যি কি গেছ তুমি,
আশারিয়া মাধুর-তুমি,—
তোবেছে গন্ধর জলে দরিদ্রের খন ?—
মারে রুকে হাসি ফুরি,
সত্যি করেছে ফুরি
লুকনি মাণিক তাঁর, কৌঁজ ভরতন ?

দেব!
সত্যি কি অমানিশ।
আকার করি দশ দিবা,
লজ্জ আহিরে আলো দিয়াছে নিন্দিয়ে ?—
কি শুনিত এ কূ-রব,
বিলাপ আকুল সব,
পৃথিত্রাট অহিবর, গিয়াছ চলিয়ে ?

দেব!
এখে চন্দ্র-বর্ধণ-পাত,
দেশ-যোড়া বজ্রাঘাত,
পিঙ্কীনর পবিত্র সিদ্ধাগণ,
এ যে শোক সীমাশূন্য,
হাসিয়ে গজতচুর্ণ !
তুমি নাই—নাই সেই সাথির রাঙ্গন ?

দেব!
জননীর চির-জননী,
জন-তুমি-আমারকন,
অকোক, অজ্ঞাত-শক্ত, উদার, সরল,
ধর্ষতে ধর্ষার্থা ধীর,
আনন্দী চিত্ত হীর,
বিশ্ব, অপার-বিশ্ব, নিষ্কার, নির্জন।
দেব!
দেশের গৌরব-সূচ্য, সন্তান সন্তানে পূর্ণ, 
সত্যই গিয়েছে চলি ছাড়িয়া ভুতল ?— 
সত্য তবে সন্তানশ, 
আমাদের "ওরুপসাগর" 
চলি গেছে !—ফুরায়েছে পরিচর্চ-স্থল !
দেব !
আকাশগঙ্গার করি, 
সম্ভোগ কাঠ তুরি, 
চতুর্দশ কোটি নেবে বেহ অন্ধারার।

পুরুষপ্রাক্ষিতের পর

কিন্তু তাহ। উঘোচন করিয়াই, নাসিকা সঞ্চিত করিয়া অন্ধেকিম মৃদুধারি ফিরাইয়া লইলেন। 
তাহার রাজ্যীকৃতকরখবর প্রাপ্তি করিয়া অন্ধারা গণোপরি অবাহিত হইল।
পুত্রধন নিকট তিনি তাহ অবস্থান করিয়া পারিলেন। তাহাতে কাছিতে বদলবন করিয়া অগ্রিলেন।
তাহার এই ভাবাত্মক লক্ষ্য করিয়া সকল বিদ্যালয় লাগিল, "কি হয়েছে, কি হয়েছে গো?" তত্ত্বাবধানে তিনি বলিলেন, "কি হবে তো আর! আমার সন্তানশ হয়েছে! আমার 
কপাল পৃবিত্ত হয়।"

সকল পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 
তিনি বলিলেন, "আমার দেহে, এমন আশ্র দেন কাঠিক! আর তার জন্ত কি না একটি ঘোর বালি লালিতসাহিত্য অমৃতানন্দীর অন্তর 
পেশেনীকে খেলে তো বো করে আনন্দে।
কর্ণ! বলিলেন, "অায়! অায়! মনুষ্য মিত্রনাতুল উপর ও সর্বনাশ। আমার জন্ম গালে কি চড় মেরেছে। এত জেনে বলিম-কুমারী নয়। এ ত জমিদার হরিশচন্দ্রের কষ্ট নয়। এ যে অপর লোকের কষ্ট। কি—জ্যোতিরঘূর্ণ কি সর্বনাশ। এখন উপায়।"

সকলে নিশ্চিত ভাবে বলিল, "এখন উপায় আর কিছুই নেই। এখন বোঝাকে তুলে রাত্রির ভিতরে নিয়ে যান। আর হেলেযাছে, অনেকগুলো গাছাতে বসে আছে।"

কে লইয়া। কর্ণের আশ্চর্য! গৃহীত অনিশ্চিতে না। পলীর অপর স্ত্রীলোকগণ আলিয়া। বুঝুকে হরিশচন্দ্রবাবুর বাটীর ভিতরে তুলিয়া লইয়া। সেলাই। সকলের পরস্পর কথিতে লাগিল, "থেকে লোড়, তত্ত্বেরি শান্তি হয়েছে। শৈষ বাড়িবাড়ি ভাল নয়। অনেকে হরিশচন্দ্রবাবুকে গাড়ীরভাবে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমার আর উপায় নেই। হরিশচন্দ্রবাবুকে একজন প্রতাপ-শালী জমিদার! তাঁর দান পাইবে উঠু। দান।" (সমাধু)

শ্রীনবন্ধুনাথ দেবকৃষ্ণ

আবার ।

আবার পরিচ্ছন্ন কেন বাসন। জাগি আবার কেন
মুখ কর মৌখ হেন,
আবার আবার কেন অতশেষ উতানও?
থেকাউয়া সলেতেছেন
কেন আর চান বন,
নারায়ণ, তৈনে অফ ফাঁস তাপ দাও?
ভুলাও আমারে হরি সকল ভুলাও।
হবে না, হবে না আর,—ও কি কেহ হয়?
ঐ মনোহর ছবি
টাক নাথ টাক সবি—
দেখো না, দেখিব না,—অ আমার নয় !
বিচিত্র বরণে আরক।
ঐ চিত্র থাকব টাকা—
আধারে ; যুমাও হবে হঠ আশাচ্ছ !
আর নয়, আর নয়,—ও হবার নয় !

জেগে না বসনা আর, যুমাও যুমাও !—
অগ্নিলেই দেই আলা,
বিভক্ত যাত্রা চালা !—
ওহে না—এ জয় মত যাত্রা নিজ, যাও !
হার আশা কুহকিনী
কেন দেখা দাও তুমি,
কেন রুক্ত ভেঙ্গে চুরে পরাণ পোড়াও !—
ভেঙেছে স্বপন,—তুমি স্বপনে মিলাও !

জেগে না দাঙ্গণ তুমি, নাই হেঁতে বারি !
রসনা টেন না তুমি,
এ যে গেল মরকুমি ;
আসিও না অবসান, যাও দূরে দাঁর !
চল অবসান হইয়া,
পাতায় দলি মোহ মায়া,
অভিল জীবন-প্রতি, যাও চিত্ত হাজার —
আর কেন হত অর্থ, জল বিশ্ব জ্বালি !

হইক্তিনী লো। কবরে, ধন্তবাদ তোবে,এ এই হট্ট ছায়া পেলে
এই দেখে উঠ বলে !
বাসনার বিলক্ষন, চিত্ততর রেঙে !

তবু তব বাড়ি উঠে,
শত শত ফুল ফোটে,
নিমেষেতে এ জগৎ নরমুখি ধরে !—
অপরূপ ইন্দ্রজাল !—পরাণ শিবরে !—,

সহসা চেরিলে ছায়া, ধরি বলসে তারে
অস্ত্যা বাতন্ত্র ভাবে,
'ইহা'-কে 'না' করিতে চাবে,
ছায়ারে করিয়ে মুরিয়ে আপনার জোরে ই—
বেশই ছায়া পরাইয়া
আনে সত্য গাম্বিন্য;
আগাইয়া উতাদনা, উদ্ধাঙ্ক বিকরে
বিকল করিয়া তোলে দুর্গ মানসেরে !

তারপরে অক্ষম সব মিশে হয় !
উজ্জল হুমার বিশ্ব
হয় গো বীরভূত পৃথ্বী
দুর্লভ সহস্র সহসা সহায় !

তখন শর্য ভাঙ্গে,
শত বঙ্গ রুক্ত হাঁচে,
থেমে যায় গীতি-তাছ, উঠে হায় হায় !
হতাশা পদয়ে অন্ত, বাঙ্গবায়ি-গ্রাম !

হে নবাশা, এ হয়েও হইছাছে ছাই,
তবে কেন পথ চুলে
আবার কাদাতে এলে ?
আর কেন ? আর কেন !—আর কিছু নাই !
দেখায় দুর্লভ ধন
কেন লুষ্ট কর যন ?
কাত্ত মস ছুর চিখে,—যা দেখি তা ছাই !—
কিঞ্চ অসময়ে সদা জলে মরি তাই !
যাও যাও যাও সরে, অবলাও না আর ঘোরে; 
আগিয়া ব্রহ্ম মাঝে কর বড় ক্ষতি!— 
এবার মুখাও, দাও অন্ত নিষ্ঠাতি!

মধ হও দীপ-স্বাভ, বিদ্যুত-স্বাভ, 
অজ্জ জাগরণ কিবা?—
সম সব, রাজি-দিবা।
আমায়ও দাও, নাখ, দাও তাই করে।
এখনে কামনা করি, 
দাও দাও দাও হরি,—
অসীম অন্তুট ধ্বংস দাও এ অষ্টে, 
ছিড়ে নাও চিন্তনভিত্তি টানিয়া।

আমার কি? আমি কে বা? কি হবে আমার 
কিছু নয়, কিছু নয়, মনে অথু ভূল হয়, 
মন-মাঝে মিথ্যা সাজে সাজান সংসার!— 
বাসনা, অস্তিত্ব, লোক, 
চুরাও বেনানা, কোভ তুলাও, ভালিয়া দাও—অগদি-যাপার! 
তুলাও—তুলিতে দাও, যন্ত্র। এবার।

নাও নাও নাও হরি, মম কর্ষপল—
কোথা হিসা অভিমান, 
নাও বাখা অপমান, 
নাও নাও ভগবানু অন্তর গরল!— 
গোপিনী-বসন-হারী—
নাও মম চিন্ত কাড়ি, 
হর হরি, হর-হরি—কুঠুক নকল!—
নাও প্রাণে শান্তি, হৃদে ভঙ্গি, কুঠুক বল!
পালামো-মহনা

পালামো-জ্ঞান।

রুঢ়-রুঢ় শক্তি-দৃঢ়তি
লহ নাথ, মতি পতি—
করিহ চরমখুলে আনদগমন—!
যোগ্য কর তব কাঙ্গে,—নীরের জীবন!

ঐশিনবালা ঘোষলাম।

পালামো-মহনা

পালামো-জলার অধিকাংশ স্থান নিবিড় জঞ্জল এবং পরিণত পরিপূর্ণ। ইহা পুরুষর রাষ্ট্রের একটি সতর্কনিষ্ঠ ছিল, কিন্তু এখন জলাল জালার পরিণত হইয়াছে। এই জলালের দিব্য উৎসন ভালনগণ। পালামোর দক্ষিণ রাজি, উত্তরে গাঁ, পূর্বে হাজারাধে, পশ্চিমে মিজঞ্জার এবং আরা জলালের কঠিন অংশ। এ জলাল সমতল পথ একটিও নাই বলিলেও চলে। কারণ, ভালনগণ হইতে রাষ্ট্রের রাজা যদি প্রশস্ত, কিন্তু তাহা কর্ষকই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর কথে সমানিন্ত। বেগে বেগসহ জলালের অতিরিক্ত বিপ্লবান। এখানে ঢোল ঢোল গৃহনীভূমি পুল নাই। হই সকল জল।

রুষ্ট হইলেই “বাণ আসে” এবং তখন কিছুতেই পায় হয়া যায় না। আরও হই চারিটি গাড়ি চলিবার পথ আছে, কিন্তু সর্বজনই এক অবস্থা। অধিকাংশ গবর্মেন্টের কর্ষকচারা অথচ্ছেচেছেন পরিপূর্ণ-কার্য করিয়া ঘাইয়া।

কিন্তু প্রথমে সকলকেই অস্থি হীরে হীরে চলাইতে হয়। দৌড়াইবার পথ নাই।

পালামো-মহনা জনিলেই মন হয়, কাহার সহচ “পলাতক”-কথার কিছু সম্বন্ধ আছে।

পালামো-মূর্ণ দেখিতে দেখিতে এ বিষয়ের কিছু অহসঙ্কাসণ করিয়া শুনিলাম, যে পূর্বে রাজ্যের কোন ক্ষুদ্র রাজা পালামো আগত এখকালে রাজ্য প্রাপ্ত করিয়াছেন।

পালামো দূরের গঠন এবং আরার দূরের গঠন একই হয়। এখানে আরও অনেক অধিকাংশ বিগ্রহ আছে। সে-গুলি দেখিলেও উক্ত অন্যায়ের মধ্যে যে কিছু না কিছু সত্য আছে, তাহা প্রতীক মনে হয়।

পালামো দূর ভালনগণ হইতে ১৬১৭ মাইল দূরে। এখান উহার দীর্ঘ জলের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্যাপার, তথ্য প্রস্তুতি তাহার হিসেবে অস্তিত্বের আবারোজ্ঞ।

মায়া অতিথি না। হইলে, কুমিক কৃষ জল এবং হাসের অন্যতম তথ্য যাওয়া যায় না। ঐহিতে জম্বল শুল হইলে, কোন প্রাচরে তথ্য যাইতে পারা যায়; কিন্তু বন্দুক এবং প্রদেশ হই চারিটি লোক না, লাইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। দূর্গ দুইটি।

একটি নতুন এবং একটি পুরাতন। উভয় দুইটি অপারিক রূপে পাতাড়ের পাওয়া।

বর্তমান কালে দূর্গই না হইলেও, পূর্বে ঐহা দূর্গিত ছিল।

এখন রাজ্যবর্ণের আর কেহই নাই।
ভক্তিকুপ।

এই শুদ্ধ জীবনে আমরা বাণাই দেখি যে, আমাদিগের হৃদয় কখন কেমন সরল থাকে, ঈশ্বরপূজার কেমন অস্তিত্ব হয়, ভগবানের ভক্তি যখন কথা করিয়া ভগবান যাহার ব্যাপক বিরাজ করে। আমরা কখন চরিত্রে নিয়ম করিয়া নিজেকে ঈশ্বরপূজা করিয়া নিজে স্বাধীন। তখন ভগবান পুনর্জন্ম করিয়া কথা করি।

আমারা মুখ্যমন্ত্র। এর পরস্পর বা অপরাজিত পুণ্য করিয়া আগনিয়ে জিজ্ঞাসা করি। "হৃদয়ে আমার ভক্তি কথা করিয়া কথা করিয়া কথা করি। ভগবানের ভক্তি কথা করি। আমার নাম কথা করি। আমার নাম কথা করি। আমার নাম কথা করি।" যে অবস্থা আমরা আমার অত্যন্ত আমাদিগের মধ্যে আমাদিগের চূড়াপুষ্প সময়ের মধ্যে আমরা অভিলাষ করিতেছি। এই অবস্থায় বিপর্যয়ের
ভক্তিরূপাঃ

চতুর্দশ পঞ্চম তত্ত্ব ভক্তিরূপাঃ।

হেতু যে শি, তাহ। জ্ঞান-মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। ততই আপনার অন্তরক পরীক্ষা করি, আমার হইতে অর্থত জ্ঞানকালপ ততই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে থাকি, ততই ইহার কারণ আমাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে। সে কারণটি অতিসাধারণ—"আমি যাহাঁ চাহি না, তাহা পাই না। যাহা চাহি, তাহাকে লইয়াই বদিয়া থাকি। আমার ঐ ভক্তি হইবার আকাজক্ষ। করিকাদার, ঐ ইচ্ছা। দৌরাকাল ইহার উহার মধ্যে নিরাপদের অত্যন্ত, উহার মধ্যে আমার অভাব। ঐ ইচ্ছা। আমার নিকট নয়; উহাই এক কত্ত্ব দ্বারা উদ্ভাবিত। সেখানে আমার করিয়া সংঘরে বিচ্ছেদ করিতে করিতে আমার। আমার দুষ্কর্ম সংঘরে কী হইয়া যাই, আপনার আশা হইবে যে কার্য। পরমপ্রধান সর্বজ্ঞার হয়নিতির হই আমাদিগের এবং অর্থ অসম্পর্কিত; আমাদিগকে বিরুদ্ধ হইয়া উংঃ থেকে থবিত বেশিয়া, মধ্যে মধ্যে আমাদিগের ধৰ্ম্ম অপরাপর করিতে পাই। এই ভক্তি নেই প্রমাণের কুপাঃ।

ভগবানের ঐ ভক্তিরূপ কুপাঃ সাধনের অংশ প্রাপ্ত শক্তিতে গভীর অবিশ্বাস করিতে হইবে, ইহার অর্থ নির্দোষ ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে, নিভৃত ও বিপদের সহিত ইহার অর্থ প্রতীক্ষা করিতে হইবে, ভরসা তন্ত্রে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, গন্তব্য গণনা ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে, আপনার-পরিহার-পুরুষের ইহার সহিত সাধন করিতে হইবে এবং যে প্রণয় না ততই কুপা। অবভাব হই, ততকাল সমন্ত সত্রাপণে ইহার আন্তরিক বিশ্বাস করিতে হইবে।

খনন হস্তদ্বন্দ্বে ভক্তির অস্ত্র। বা অজ্ঞান অদৃষ্ট হইবে, তখন আপনাকে বিশেষভাবে দীন হইন দরিদ্র মনে করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া। নৈদেশের ঘোর অবহারে আপনাকে নিক্ষেপ করা কর্তব্য নহে, আন্তু শোকে মুহূর্ত হওয়া ও বিধেয় নহে। জীবন-যজ্ঞ পরমেশ্বর বর্ণিত যাহা প্রাপ্ত করেন না, অনেক সময়ে, মুক্তরিপু তাহাই প্রাপ্ত করিয়া থাকেন; ভক্তের প্রার্থনায় প্রার্থনা যে কুপার রূপে তিনি রূপ করিয়া রাখেন, প্রার্থনার অবাধ্যে তাহাই উপযুক্ত করিয়া দেন। প্রার্থনার যুদ্ধতে ভক্তিরূপ অবস্থান হইত, ইহার যোগ অমাদের নিকট উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আমাদিগের হার দুৰ্ব্বল মহুয় এই কুপাঃ ধারণ করিতে পারিত না। তিনি পরম কুপাঃ, সেইখানই আমাদিগকে আহ্বান করিয়াই আমাদিগের আকৃষ্ট। উভয়ের বিদ্যমান বিচ্ছেদ করিয়া, আমাদিগকে সবল করিয়া, তীর্থার রূপালঙ্কারের উপযুক্ত করেন। এই জটিল, বোধ হয়, কুপি গাহিয়াছেন—

"যদি পাবে পাবে ছুটে যাব আমি, তত আরে। আরে ঘোরে বেবে তুমি। 
যতই না পাব, তত শেষে চাও।
ততই বড়িয়ে পিছা আমায়।" 

গীতায় দৈবতের সহিত অপ্রত্যাশিত সত্যের ভঙ্গকুপাঃ প্রায়শ্চিত্ত। করিতে হয়। তখন হস্তে কুপাঃ সহিত বিলম্বিতে থাকে।—
বাদামোদনী পত্রিকা। [ ৯৩ গুলি চামুন্ডা।]

"রেখা বসি দীর্ঘ নিশ্চিন্ত, চাহিয়া উদাহ-দিনি, উর্দ্ধমুখে কম্পিতে, নব ছুচ্ছ, নব গ্রাম, নব বিবাদ-শ্রাবণ। কি দেখিবি, কি অনিবি, না অনিবি সে কি অনিব, নূতন আঙ্গোগ আপন মন মাথে।"

আপনাদিগের মনের মন্ত্রে নির্দেশ দৃষ্টিপথ করিলে দেখা যায়, এক্ষণে শক্ত, এক্ষণে মলিন, এক্ষণে যুদ্ধগত বিখ্যাতসহ আমরা আপনাদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে সুখার্থ বিষয়ে চিন্তা করিয়া আসক্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহ। একবার চিত্ত করিলে অভয়ার্থই আপনাদিগের প্রতি আপনাদিগের বিজ্ঞাপন আসে, এবং সুখিন পারি, এ সেই মলিন আসক্ত শক্ত ভগবতীকে আমি একবার করিলে। যখন শব্দে ভক্তি অমৃত্যু হয়, অরথা গুণভাবে ইহি শব্দ হইতে অস্ত্রহিত। যায়, তখন শক্ত আন্তঃ, শব্দের মলিনতাই যে তাহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক সময় দেখা যায়, শক্ত বজ্র, যদি জগতের ঐ কাহারকে শক্ত বলা যায়, অনেক সময়ে ঐ শক্তির লাভে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই শক্তি বা বহুত শক্তার মধ্যে দূরবীত করিতে পারা যায়, এবং সুশ্রুত-কল ঐ শক্তির অভিকর্ষণা। করা যায়, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের অভিলাষিত বস্ত লাভ করিতে সম্ভব হইবে। কারণ, যে মুহুর্তে আমরা সক্সংক্রান্ত পরিপূর্ণ ঐ শক্তির আগ্রহে আগ্রহে সম্পূর্ণ করিয়া এবং না যে বস্তুত অভিলাষ করে তাহার পথে ধারিত না হয়। সমকূলে লোকে চিন্ত হইয়া, সেই মুহুর্তেই আমরা। তাহীর সহিত যুক্ত হই এবং পরমার শাস্তি উপভোগ করিতে থাকি। ঐরক্ষের অন্বেষন্তর হোয়া অপেক্ষা। অধিকতর সুখ অপেক্ষা আর কিছুতেই নাই। শব্দ যদি স্বাধীনতার বলিবার পারে, "ক্ষত্যা স্বাধীনতা, যায় মিলিতেন যথা নিজেকথা তথা করোমি। তাহা হইলে ইহা আপনা অর সুখকর অবশ্য। কেন ইহা। আমাদিগের দায়িত্ব কিছু নাই। হে ভগবন, যে কারে তুমি নিয়োজি করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি। আমি যদি, তুমি যদি। আমি কে। তোমার কিন্তু আমি উল্লম্ব মাতা। কি অন্য অন্য। ইহাই ত একুশ অবস্থা।"

যে বাক্য একাধিকের অন্তরিত আপনার সুমধুর বাসনা পরমেশ্বরের অপরাধ করে, স্বধী-সাধুর কোনো ভক্তি প্রতি অবতীর্থ অন্তর্ভুক্ত ব্যবহার হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে পারে, সেই ব্যাক্তি ভবন্ধ-রাগার অধিকারী, ভবন্ধ- ভক্তি লাভের উপযুক্ত। তাহাকে শুধু হওয়াই তাহার আসন চূড়ান্ত করেন, শুধু হওয়াই তাহার রূপ বর্ণ করেন। যখন সব ও যে পরিমাণে মানব শক্তি বস্তুত অস্ত্রহিত পরিহার করিতে পারে, যে পরিমাণে আপনার বাসনা বর্ণনা করিতে পারে, সেই তরুণ শীতলই ভবন্ধরূপ। অবতীর্থ হয়, সেই তরুণ শীতের পরিমাণেই উহ। শব্দ প্রবর্তন করে এবং সেই পরিমাণেই উহ। বিযুক্ত হওয়াই উহ। পরিবর্তন করে।

চিত্রের ভবন্ধত্তর সমগ্র হইলে, সে চিত্র আপনার সৌন্দর্যে আপনই বিযুক্ত হয়, আপনাকে চিত্রিতের আশা হইয়া। কেনেল, অনন্ত শৈলীই আপনাকে লান দেখে। তাহার দৃষ্টি আর আলোভ্য থাকে না; সে দৃষ্টি শৈলীর দৃষ্টি হয়, চিত্র এলাস হইয়া।
দেবীর জ্ঞান

পালীবাদী দ্বিজ এক মহাপুরুষ, নাম সনাতন,
বুধ-বৃক্ষ-আন্দোলন বাসনতে অনানাত-মন;
আপনার মত পরে গ্রেম-বড়ো ঢালি দিয়া প্রাণ,
সেদের মাঝারে রহি' পেয়েছিল পর্যন্ত সন্ধান।
গ্রামবাসী নিঃসন্দেহ হীনতাতে মুরভের দল
উপহাস' বিশ্বাসে, উপেলায় হাসি খলখল;——
অবেক্ষণ পাপল বলি তার পানে চাহিত না ফিরে,
ধীর বিন্দে উপেক্ষা। মনিন্দা লহিয়া নতশিরে;——
লেশুর পানে চাহি বুলেছিল হইয়া কাতর,
'হে পবিত্র ধর্মে যারা পাপস্তথা নাহি করে ভর,
অবেক্ষণ অভাগা তারা, নাহি আধুনে তোমার সন্ধান,
তারা কি সীতানাথ, তাহাদের কি পরিনাথ।'

দেই সব পাপেহরা, একদিন বিংশ নিষেধ,
অনন্ত ফিরিতেছিল নদীতার করিয়া যুথ;—
সহসা হেরিল এক ছাগ ধনুর ধ্রুব;
তুষিয়া হইয়া বাগি পান করে হইয়া একক হয়ে একমন;
হেরি উপজিলে লোভ কহিয়া শক্তি করে সেবে,
চুপি চুপি পিছে গিয়া চাপিয়া ধরিল বহরারে করে।
কুষ্ঠের সুরে চমকিয়া উঠে ছাগ আকুল চৰ্চন,
পানের বিন্দ কাপি উঠিল কি যেন আনচল।
অফ্ফ গভীর দৃষ্টি, সকুলে যোদনায় চাহি',
রহিল বাকুল পাত; যদিও রে যুধভাষ। নাহি,
নচেন ফুটে হাঘা সত্রের পুত্তবানী তারা,
বুঝিবে কে তার অর্থ, খোলে কে সে রহস্য-দুঃখার।

অভাগা অধিব তারা বুঝিল না পাপেহর দল;
রহস্য দিয়া বাইয়ে তাঁরে। সাগানিন হেরিয়া অফ্ফ করি,
রহিল বাকুল ছাগ যোদনায় উঠিয়ে পরাণ;——
মূর্তি-নির্দর করায়, কে করিবে তাঁর পরিমাণ?
ভীম অট্টহাস্য ঘোষণা প্রকার দানব-দিবস
নিষ্ঠা মানসিক-দল, নরসেবার ঘোষণা অপরাধ ! —
নাই ছাগশিষ্টাঙ্ঙের লয়ে যায় নাম প্রাপ্ত দেশে,
কালার মন্দির-দ্বারে, উত্তরিল পুষ্করিণীর রেশে !
বাংলার-সংস্কৃতির বাহ্য ওঠে পটাসে রাখল,
সংস্কার-প্রবাহে নরনারী তোলে গণগোল !
ভীম নিন্দ রত। ঘোষণ। নে পঞ্চম-উৎসব ভিতর,
সনাতন-ধর্মরত কাপী। ওঠে ধরু ধরু ধরু !

তখনো আসছে আসু। ছুঁড়-ছাগশিষ্ট-সৃষ্টিক্ষণ,।
ফিরে দেতে পারে রুদ্রি, অজননি ভক্তির সীমা।
শুক্র-সম্প ভাক দিল হেনকালে ভীম আকর্ষণ,
করিল না কেহ তারে বেদনায় নরন-সরণ !
চিংকারি উঠি ছাগ মন্দির যশার সুনে,
আর পারে হোল নুন করে মাঝে প্রাঙ্গণে !
সহসা নিমেষ-মাঝে সচরাচর শোণিত ধারায়,
রক্তক্লান্ত হইল তুলান, বর্ষা-ভরা আকাশে ;—
তৃষ্ণা-গর্ভে ছাগশিষ্ট সঙ্কুচিত পড়িল বিকট,।
কৃষ্ণত সে দেহানি পড়ি পড়ি করে ছটকট !

চেন কালে সেই দীন মহাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় সনাতন,
পথাঙ্গ উপাস্ত উপনীত দেবীর-ভবন ;
মিয়া দেখে প্রাঙ্গণেতে খন্ত ছাগ পড়িয়া লুটায়,
আর পারে হাসি। নাচ হাসি পিছাচের প্রায় !

রহিল না প্রাঙ্গণের রুদ্রিরামে বাক্য কিছু আর ;
ভীম নে কৃষ্ণ দৃশ বেঁধে ওঠে অন্তরের ভার !
মন্দির বাহিরে এক বিধ শান্ত বাটের বুটায়,
বলে মিয়া শোকালোক, ঘোরচুম্ব বক্ত ফাটি যায় !
অন্তরে ফুটিয়া। ওঠে বেহনায় তীত্র অশ্লীলতি,
মর্যাদায় কালি ওঠে যশার অলা আহরিত !
ছাগ-বাণ খন্ত সেন তারি রুক্ষ ঘামিয়া আলি,
মহামূল মানবধর্ম সনাতন সৌভাগ্যে বিকাশিত !
এদিকেতে সেই সব পশ্চিমৃদূর্বত। মূলকের দল লয়ে হলো ছাগলের মহাকাশে করি' কোলাহল, 
বীরের সমুদ্রে আসি' রাজি' দিল আনন্দ্বিন্ধন ; 
বিশেষে জননী হয়, কত আজ সহে অন্তিমাদ 
নিক্ষীয় গণের ! নদি' ওঠে বীরী-লিঙ্গহাসন, 
জলমগ্নিত-হতে কাপি খসি' পড়ে রূপান্তর ভীম !

মানবের অত্যাচারে নিরাশ্রয় পশ্চিম চিঁকায়,— 
কর্ণা গলিল বিশে ; কাপি ওঠে বক্ষ দেবতার ! 
সহায়া কৌতুকামৃত্তি ধর ধর লোলো কম্প্রহান,——
ওকি ! ওকি ! অক্ষায়, ফাটি' গেল মৃত্যি পারায় ! 
ভীম শক্তে হই কথা দেবায় মৃত্যুর পাপে দেবীতলে, 
কুদ্রিত চকিত ভাতে রোমাকিত হেরিল সকলে !

'হায় কি হইল' বলি' চাপি' হাতে তীব্র-বক্ষার, 
পায়েরা বেণীতলে লুটাইল কাল' হাহাকার !

বলে, 'মাগো আমারা যে এক পুজী' দিঙ্গ বলিদান, 
উদ্ধান অক্ষায় এত যে যা ধালিঙ্গ পরায় ; 
কি গো, একি আকি নারিনাশ হল পঞ্চ কার, 
কি প্রচণ্ড অপরাধে আজ দেবি, হেন অবিচার !

অক্ষায় বীরী হইতে দৈববানী ধনিন ভীষণ—

"রে নিশ্চিত নরপুত্র, যুদ্ধিত এ পূঞ্জা-আচারেন, 
এ নেহ অর্জনা যেবাহ — এ উৎসব শ্রুতি জলার !
নাহি দেবা দয়া-প্রেম, নেহ নেহে প্রচিঁ আমার !
রে বসরে, চোরা বাদী আপিকার পাপে তবে, 
নাহি আর স্নান যেহ ওরে মেধা এ দূরে !
দয়া, দয়া, কোঠা দয়া ! ছোটে প্রাপ্য যেখা আপেজ ;
নাতন কাঁদে যেখা, নেই সম আশ্রয় দীপল।"
আগামী গুড়কাটাইয়ের চুলটিতে, ১৩২৬ সালের ৩ই ও ৭ই বৈশাখ, হাজারোয়ার "ব্যবহারযোগ্য সাহিত্য-সম্প্রদায়" ব্যাপক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সেই সময় সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, অন্যান্য অন্তর্ভূত বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান (Exhibition) হবে। তাহারা সমিষ্টির পাঠের জন্য প্রথম লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রথম বিষয়টি সম্প্রদায়ের নিকট জানাইলেন এবং ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবর্তক পাঠক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইলেন। তাহারা প্রদর্শনের জন্য ঠিক সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারাও তত্ত্বাবধান সতর্ক জানাইলেন এবং নিষেধ নিম্নের পুনরায় অত্যধিক পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ২০ই বিষয় সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্বে অনুসন্ধানের নিকট পাঠাইতে হবে।

ভগিনী-ঈশ্বর

ভগিনী আমার। ভগিনী আমার এই ভগিনী আমার গো! কোমল কল্যাণ সত্য-সুচু অবসাদ-ভয়ে পড়েছে যে লুট, তুমি ত নিজের জীবনের দুটি, পশেছ অমৃত-লোক! সাধনা কিবা দিয়া গেলে মোরে কেমন তোমার রাজ যুক্ত ধরে? আকুল নয়ন যুক্ত নিশাচোরে, যান না কাহিনী-লোক!

ভগিনী আমার, ভগিনী আমার গো! বার বার বল, বিদ্যা কথা বলি' নিশি দিন আর কত করে দুলি? 'আসি আমীর এই তোমার সুচু' সং তুতুই 'রাখিলা প্রকাত হোক!' বিষয়া আজ করে না, মুখে প্রদান করে যুক্ত! কেমন তাঁর ডিপে রাধি যুক্ত গুলায় আপন হচে? ভগিনী আমার, ভগিনী আমার গো! বুঝেছি কেমন লোক শ্রীদেবীশানাথ চট্টোপাধ্যায়।

২১১, নগ বর্মা সিংহ পাট, ম্যাক্সিমর গ্রের অবিনাশচন্দ্র সরকারের দ্বারা প্রকাশিত।
বামারোধিনী পত্রিকাঃ

No. 666: February, 1919.

"দেহের প্রাণের ব্যাধিগত যোগাযোগের?
কষাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

শ্রীগীর মহামায়া উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রক্ষিত।

৫৬ বর্ষ। } মাস, ১৩২৫। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯। } ১১শ কাল।
৬৬৬ সংখ্যা। } ৩রা ভাগ।

উননবিততম মাসের সংখ্যার
আলিকাসনাজে উপদেশ

বন্ধুকে বন্ধুতে যখন সাক্ষাৎ করাই হয়, তখন
আমরা এতেই জিজ্ঞাসা করি, “কেমন
আছে ভাই?” কেহ বলে, “ভাই আছি, ভাই!
তুমি ভাল আছে ভাই?” কখনও বা তুমি,
একন্ন বলিবেন—“আর কি বলি, ভাই,
বিশ্ব যে আর কাঁচ না!”

মুখের দিকে চাহিয়া যদি কাজাহকেও একটি
শীঘ্র দেখি, অমনি রাস্তা হইয়া স্বাভাবিক কথা
জিজ্ঞাসা করি। কারণ, আমরা জানি, সাহায্য-
কর্তা হইলেই ধর্মীয় সীমায়, যুগ নিষ্ঠুর হয়।

আজ আমার সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে
ইচ্ছা হইতেছে, “কেমন আছে বোন, কেমন
আছে?” আজ বাহ শিথিলচার, মৌলিক
ভাষা, কণ্ঠ হারানো করিয়া এক নাইর সত্তানের
সম্মান আমরা সকলের কাছে কৃপণ জিজ্ঞাসা
করি।

উদাসীন ভাবে আজ উত্তর দেওয়া ও
লওয়া দিন নাই। আজ কেবল বাহিরের
কথা নয়, ভিতরের কৃসল্বাণী জিজ্ঞাসা
করি।

আমরা এ-কথায় কেবল দেখনার লইহই কি
আছি? দেহ স্বাভাবিক দেহ বিধাতার পবিত্র
দান, রক্ষা ও বন্ধ করিবার ইচ্ছা; কিন্তু ঐ
দেহের সাধারণে যে মাহুষটি ঢাকা আছে,
তাহার কথা কি?

যে হৃদ হৃদে দেহের উপরে জেনা যায়, সে
তো খাণিকটা যাত্রা। সময় স্বাভাবিক কি
আমার বাহিরে দেখিতে পাই? চক্ষের
সৃষ্টি, অধ্যয়নের হালনা, কষ্টের শ্রেষ্ঠ
দেহের গতিতে ও সূক্ষ্মতে যে স্বাধীনের চেয়ে
চেলিয়া যায়, তদাপেক্ষা সূক্ষ্মতায় অনান্য
তাহার নিত্যতা অত্যন্ত নির্ভর করিতে আছে।
মলিন মুখে, সীমায় বঞ্চনা দেয় তাহার পত্র
সহস্র মলিনতা ও দারিদ্রী, যজ্ঞ ত, তাহার
গুণে অত্যন্ত লজ্জা দিতেছে।

আজ সভাসমাজের অন্ধকরণে কেবল এ
কথা বলিবে না, “আমার গুণ গুণ, আমার
নিত্যতা বেদনার কথা আমার
তোমার অধিকার না বলি, আবার কতোই বা
কি হয় আজ তো আদর্শ বক্তার দিন। আজ জননীর গৃহে মিলায়। পরস্পরের অতীত পূর্বায়িত লইয়া দিন। আজ সকলের দৃষ্টি বিশ্বাসনীর দৃষ্টিতে মিলায়। আমাদের দোহাগোরের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, শাক্তির সঙ্গে, উত্তর অধিকারের সঙ্গে হীনতা, দুর্বলতা ও অজ্ঞতা চিনিয়া হুমকি লইয়া দিন। তাই দৃষ্টি আজ খুলুক;—আজ দৃষ্টি তোমার খুলুক, আমার খুলুক, সকলের খুলুক।

তরুণ-বয়সের, তোমাদের মুখ্য কি আনন্দ, প্রাণে কত আশ। ওগো, জনার্থীর দেহের সঙ্গে যাহাদের আশ। স্নেহ হইয়া আসিতেছে, বোঝাশোকের আঘাতে যাহারা অল্পিত অংশিত, তোমাদের আনন্দ, তোমাদের আশা-অভিলাষ। তাহাদের মধ্যে একটি রক্ষার কর। তাহাদের দৃষ্টিতে অভিমন্ত্র-টুকু লও, তোমাদের দীর্ঘ দুর্দাম সাহসের ভাগ তাহাদিগকে দাও। আজ দিবার দিন, লইয়ার দিন; আজ হৃদয়ে হৃদয়ে এবং সংগ্রাম হৃদ্দারে হৃদ্দারে সংগ্রাম হৃদ্দারে নািক্ষত্রে হৃদ্দারে।

আজ উৎসব করিবে বলিয়া কেমন সম্পন্ন নববর্ষ পরিহাস করিয়া। আশীবাচ। পিতা বা মাতা কত আদর করিয়া তোমাদিগকে বাচাইয়া দিয়াছেন! বড় আনন্দেরই কথা। কিন্তু ভিতরের দিকেও একবার চাও।—সেখানেও কত সৌন্দর্য আছে, আরও কত সৌন্দর্য সঞ্চয় করা যায়। কত অনন্যতা মুখী ফেলা যায়? কাহারও মন কি ঈশ্বরীয় মলিন, রূপগুলির অধিকারে প্রীতি, ঈশ্বরের সঙ্গে মত, কোনো ও অক্ষমার অনুভূত? তাহার প্রাণ আজ মৃত্যুর গ্রেষ্মে উদ্রেক হইতে পারে। সকল অনিয়ম ও শুধুতা

সরিয়া যাউক। আজ সকলের দিকে চাহিয়া সকলে আশ্বাসিত হই, আজ ভালবাসার ঈশ্বরের সকলেই মহিলিয়া হই। ভালবাসার দিকই কি না গোটা যায়? এমন জিনিষ যে আর নাই। আইরার কাজ যাপা, সাহস, কর্মের আবাদ এবং করিবার সামর্থ্য, সর্বী ভালবাসায় আসে। আসের ভিতর বর্তমান সৌন্দর্য দেখিবার চুক্ত, আর দোষ কম করিবার শক্তি, ভালবাসাই দেয়। এস, আার মাঝের ভাগার হইতে ভালবাসা লুটিয়া লই; বাড়া দিব, সৌন্দর্যময় আশাময় দেহ।

আজ তো সাধ্যাধিকার দিন। আজ কত-জন হয়েছে রং মিলায়। কাপড় পরিয়াছেন। আর-কাল যাহারা পারেন, পরদের শাড়ি, গায়ের জামা, পায়ের মোজা, হাতের কলাল, এমন কি অল্পর পৃষ্ঠায় এক-রঙ করিয়া পরেন। আজ এই রঙ ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে অচালন কর। ওগো আজ গৃহের কাম, তোমাদের মুখের কথা, মনের চিন্তা, আল হাতের কাজ মিলায়। পর; তোমাদের শিক্ষার সঙ্গে তোমাদের দৈনিক ব্যবহার মিলাও, তোমাদের আন্দরের সঙ্গে তোমাদের সমস্ত জীবনকাল। এক-রঙ হইতে। তোমরা নারী, সৌন্দর্যের দিকে তোমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ; সকলে ভিতরের ভিতরে সম্পন্ন হও। সৌন্দর্য ভাল বাস বলিয়া সম্পন্ন হও, তোমাদের সৌন্দর্য প্রিয়নন্দকে মূল্য করে বলিয়া সম্পন্ন হও। ভিতরের সৌন্দর্য বাহিতেও যে মূঢ়া উঠে। আদেশের আলোতে তাহার আধারে উঠিয়া।

আমি দরিদ্র-বিক্রমের বড় কথা বলিতে পারি।
পারি না, কিস্তি গোটা কত মটা কথা আমি, আর তাহাই বলিতে পারি। আমি আমি একথা সত্য যে, ভিতর মুখ হইলে বাহির মিষ্টি ও হুরের হয়। এই রোগ, শোক, আশা ও আনন্দের জগতে কোথায় না সৌন্দর্য আছে? যদি কেহ সৌন্দর্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাও এবং আপনার ভিতরের উত্তর সংঘর্ষ করিতে চাও, ভিতরের দিকটাই অবহেলা করিলে চলিবে না। সত্য বলিতেছি, সৌন্দর্য বাহিরে পাইলেও আনন্দটা বাহিরের ভিন্নতায় নয়। তাহার উৎস অন্ততঃ। আনন্দ যদি না পাইলাম, না লিখিয়া সকল সৌন্দর্য-সৌন্দর্য বাহিরে ন যাই। যেখানে প্রেম নাই, ভাবি নাই, লেখায় আনন্দও নাই ; সেখানে সৌন্দর্য যুক্ত ন যাই।

সংসারের রোগ, শোক, দুঃখ, পুনৰ্ব্বাহিনী আছে, মুখুম আছে, কিন্তু আমার আনন্দয় বিধাতা। যাহার রোগ, শোক, মুখুম ও নাই। আমারের মধ্যেই আনন্দের বীজ বর্জন করিয়াছেন। তৃপ্ত যে অপরিহার্য, মায়ের পক্ষে অতীব আনন্দক। অত্যন্ত যে আলোকেরই পরিচয় লই, মুখুমে যে জীবনকে আনন্দের আনন্দকে বাকুল করিয়া। তোলা; যেন যে চৈতন্যের উত্তীর্ণ করে, হিম্মতের বিমান করে, আনন্দকে চিলাইয়া। সে৷ যে হয় হয় থাকা, সেই পরিচয় নহাই, একান্ত আনন্দ তাহার একায় হিয়া তৃপ্তি গিয়া। স্কলারের আনন্দ আনন্দ হইতে চায়। যাহার প্রেম নাই, তাহার শরীর দেখায়, নাহিক চাহিয়া, তাহার হয় হইতে আমার মুখের ফুটি করিয়া তাহাকে নবজীবনের পথে পরিচয় ফিরাইয়া।

চুমু গোত্রমীর গল অচেতেই তালিম থাকিরে। শিব-কুশের শোকে কাতর হইয়া নারী বুঝের নিকট গিয়া বলিল, "আমি অক্ষরে হৃদয়নিত্য, আমার এই একটি পুত্র আমার জীবনের সর্বনিধি। ইহাকে হারাইয়া আমি কিস্তে দীর্ঘ চিনি। আমি না। প্রভু, তুমি ইহাকে মিলাইয়া রাও।" রুদ্র বলিলেন, "আমি ইহাকে বিচারবার একটি মাত্র ওহে আমি, সংঘর্ষ করিতে পারিবে কি?" নারী বলিল, "আদেশ করুন অক্ষর, আমি যেখানে ফিরিতে হুই, ওঁহু সংঘর্ষ করিব।" রুদ্র বলিলেন, "আমার মুখের ফিরিয়া আমার দুঃখ না লইতে। কিন্তু পেয়েছি যে গুহে পিতামাতাকে, ভাইবোন, হাত দেও, এ সকল নাই, এমন হুইতে আমারে, তাহার না হুইতে ওঁহুর দুঃখ হুইতে না।" শোকের উদাসীন নারী সত্যিনী ভিন্ন ভিন্ন করিয়া হুইতে ধারে ধারে ফিরিয়া লাগিল। এক এক গুহায়, তাহার গলে, "একমুখি সত্যিনী দাও না, একমুখি সত্যিনী।" যোগে সত্যিনী আনে, সে আরোপ করে, ওগো, এ হয় এ হয় এ হয় এ হয় না ইত্যাদি জ্ঞান। ভাইবোন, পরম্পরা, ভাইবোন, তাহার জ্ঞানে নাইতে, তাহার না ইত্যাদি।" গুহা বলে, "না কি বলা! কোথাও নাই, এমন হয় তো এ হয় তো।" সেই সত্যিনী সারানিন হুইয়া যাইতে যত গুহা হুইতে, সব গুহা একটি উদ্ধর পাইল। এমন হয় নাই, যেখানে মুখ প্রেরণ করে নাই। তখন তাহার চৈতন্যের স্বাভাবিক হইল। সে বুঝে নিকট ফিরিয়া আমি কহিল, "এমন হুই নাই, যেখানে মুখ থাকে নাই; আমার ওখান আনা ঘটল না।" তুমি এখন
আমাদের যুদ্ধ হইতে মুক্তি-লাভের উপায় বল।”

আমে এই আনন্দের দিনে মুক্তি শোক লইয়াও তো কত নাই উপস্থিত আছি; কৃত্তির মত মুক্তি হইতে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছি। আনন্দ-সম্পন্ন অন্যতম সন্ধ্যায় রক্ষণের স্পর্শে মুক্তির আকৃতি-প্রকৃতি যে পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহা কি আমাদের মধ্যে কেহ অহস্ত করে নাই? মুক্তি যে দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া প্রিয়জনকে স্থাপন্তর করে, নিকটতম করে! এখান হইতে যে গেল, তাহার সন্ধানে দৃষ্টি চালিত করিয়া। আমরা যে অপর-লোকের একটি আভাস পাই। বিশ্বনাথের অনন্দে কোন হারানাথকে খুঁজিয়া দিয়া তাহার ক্রোড়ের শপথ অতিভাব করিবার জন্য বাক্সুল হই।

তাহার বিষয় দুইটি আছে, আর তাহাকে কাছে পাই না। বলি এ শক্ত করিয়া ধরিতে চাই।

তাহার স্পর্শ কি কেবল হৃদয়ের দিনেই চাই? রোগ ও মুক্তির বেদনার ভিতরেই চাই? চুক্তি যে আবার তাহার বিশ্বাসযুক্ত নাই কেহ তাহা নয় তাহাতে নয়। বস্তু, বাণ্ডুক, সম্পদ, সকলই যে অম্বাহী। তাহাকে বলিয়া আরও অস্ফাল। থাকিয়া আমাদের শপথ পাইতে হয়, চুক্তি, চুক্তি সকল অনুসারে হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের স্থান একটি হৃদয় রাখিতে হইবে।

জীবনের, অসংখ্য ভাল-অত্যাচারের, আলে-বন্ধনের, চিন্তা-চেটার মধ্যে মাঝে মাঝে লুঝাইয়া। আলাদা তাহাকে আত্ম-নিবেদন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা দুঃখল, মুখের অত্যাচার এবং আশাতে হইয়া পড়ি। মাঝে মাঝে সেই স্পর্শেই দুঃখ হইয়া গেলে, অশান্তি ও অবিচার দূর হইবে।

নায়িকার জীবন সহ্য খুঁটিনাটি হইল ব্যতি ও বিপ্লব। তাহাকে ছোট বিদেশের পথেতে অনেক ছুটে করিতে হয়। কেবল সেই অনন্দের সম্পর্কেই ছোট ছোট। একটি শুধু বড় বড়, একটি দুঃখের তপন্তার অক্ষণ হইয়া পাড়িয়া।

তাহার আলোকেই জীবনের ছবি সাদা-কালো রেখাতে প্রথম ফুটিয়া উঠে।

আজ এই সময়ে ইহারাই উপস্থিত, তাহাদের মধ্যে কাহারও নুতন গুহ গড়া উত্তরের, কাহারও অনেক দিনের অনেক প্রায়ের অতিষ্ঠ সাধের সৎসাগর তাজিয়া পড়িয়াছে। সকলের আনন্দের জননীর ক্রোড়ে বসিয়া, নুতন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, তাহার ক্রোড়ে ইহালোক পরলোক সম্মিলিত।

তাহার স্বর্ণ সকলেরই জাত। সকলের অনুরাগ অনন্দ অর্থে তিনি। আমরা তাহার সেই প্রেম, আনন্দ ও মোক্ষের তুরা মূল্য হইয়া ইহায়া জীবনের জন্ম-পালন করিতে ফিরিয়া যাই। তিনি আমাদের সকলকে অঙ্গীকার করেন।

৬০৮

বামারবাহিনী পত্রিকা।

[২১শ ক-৩র জাগ।]

শ্রীকামিনী রায়।
হিন্দুর তীর্থনিবন্ধ

(পুরুষপ্রাপ্তিতের পর)

বারাণসীর বালিকার মধ্যে মানুষের সংখ্যাটি অধিক। তাহারা একটি স্থান লইয়া বাস করে। সেই স্থানটি বাংলা-টোলা নামে খ্যাত। বিদ্যায় ইহারা হিন্দুহাস্তীদের অপেক্ষা উচ্চতর। বাংলা-টোলা অনেকগুলি মন্দির আছে। এই পাঠ্যের মুখ্য বিষয় মন্দিরের অবস্থান। কিন্তু বাংলা-টোলাকে কেদার-বাগের মন্দিরের অধিক দায়িত্ব থাকে। কেদার-বাগের অধিক একটি নাম কেদারনাথ। মন্দিরের বারাণসীর অনেকগুলি দেবতা আছে। অতীন মন্দিরটি চর্চার মধ্যে অবস্থিত। অধিবস্থা কৃষ্ণ-প্রসাদের নিকটে দুইটি মূর্তি দুই মানের আছে। ইহারা দৈবিক। মূর্তি দুইটি দেবতার অভিনন্দন। অতীতে মূর্তির চারিটি হাত আছে। তাহাদের অন্যান্য হস্তে চিত্র পড়ে সেই দুইটি মূর্তির হাতে উড়ি শেষ। এই চতুর্থ হস্তটি দেবাদিত্যের মন্দিরে বাস করে। সে একটি শিশু হইলে তিন তিন হইলে তিন তিন হইলে তিন তিন হইলে তিন।
মন্দিরের বহির্ভাগে সমুদ্ধের দেওয়ালে যাঁটি দীপ দিয়ার অঞ্জল দীপাঘাত আছে। সমালোচকের সাথে তাঁদেরকে তার সম্মতি করিয়া প্রকাশিত করা হয়। মন্দিরের মধ্যে কেদারাস্তরের মৃত্যু অবহিত। এখানে এই সংগ্রহ দেখিয়া বর্ষাখানি সতির হিমালয়ের ধারের মুক্তালোকের আমাদের হৃদয়ে যুদ্ধ হইয়া যাওয়া প্রস্তুতি করে।

তাহার যুদ্ধ হইলে, শিব তাহাকে দেবতা অর্পণ করেন। হরিবার্তা, মহাদেবের মৃত্যুতে তাহার পৃষ্ঠ হইয়া থাকে। বিশিষ্ট অঞ্জল মহাদেবের দেখা দিয়া দিয়া বর্ষাখানি করিয়া দেন।

বসানির এই বর্ষাখানি চান যে, তিনি (মহাদেব) দেবতা সারণী-ধামে উঠে জানিয়া দেন।

কেদারাস্তরের সমুদ্ধ অকাঙ্খে দেবতা দুই হইয়া থাকে, যখন জণাবারায় বিদ্রোহ; গণেশ ও অর্পণ। যে হার দিয়া ঘাটে অবতরণ করা যায়, তাহার উপর বাঙ্গল ও বিশিষ্টে কেদারাস্তরের মাহাত্ম্য-নীতি অর্থাৎ আচার করে।

মন্দিরের বহির্ভাগে অনেক স্থান নরনন্দী কৃষ্ণকৃষ্ণ স্থান করিয়া। এখানে কেদারাস্তরের মন্দিরটি অনুপর্যায় মন্দিরের সমুদ্ধ। শেষক মন্দিরের পৃষ্ঠায় বড় ধর্মকথা ভাষায় গমন করে।

সীমান্তে অনেকগুলি স্তূপে জ্ঞানের স্থান আছে। নিম্নে একটি রূপ দৃষ্টি হয়। ইহা বৈষ্ণবের নাম দেখা। ইহা আলোকের দুই প্রায়। ইহার চন্দ্রকৃষ্ণ মন্দিরের পৃষ্ঠে পারিবিত। এখানে অনুমান পর্যালোচক মন্দিরের আঁকাহাতা দেবতার একটি উদ্দেশ্য আছে। এতদ্ভাবে রাজার মন্দিরটি অনেকগুলি স্তূপে দেখা। কুলুকিত দেবতাবতার মৃত্যু দৃষ্টি হয়। ইহার অক্ষরপুর পুট। হরিবার্তা ইহার আঁকাহাতা। রাজা মানসিংহ মন্দিরের দৃষ্টিতে। এখানে ইহার এক সহস্র দেবতা দৃষ্টি হইয়া থাকে।

মন্দিরের নিকটে পুরুষদ্যুক্ত দেবালয়ের একটি রাজার কোলে শুক্তি মৃত্যু আছে। তাদৃশে বালকের ও অন্যান্য চর্চা হইলেই মানের মন্দিরের দেখা যায়। রাজা মানসিংহ ইহার প্রতিষ্ঠা।

বাঙালীগীরের মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিলাভাঙ্করের মন্দির অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস, ইহা প্রত্যেহ তিলাভাঙ্কর পরিসমাপ্ত হইয়াছে। দেবতার স্থলে প্রাণ নিহিত একটি রূপ আছে পাতিয়া বসিয়া। আছে। মন্দিরের দূর হইপর্যন্ত অনেকগুলি দেবতা আছেন; তখন একটি নাম দেখা যায়। মন্দিরের পূর্বকোণের কুলুকিতে অনেক দেবতার আছেন।

একটি কুলুকিতে দেবতার নিহিত বিভিন্ন প্রধান বিভিন্ন তিনটি সর্প দেবতা, তিনটি মহাদেব ও একটি গণেশের মৃত্যু দেখা যায়। অন্য কুলুকিতে মহাদেবের মৃত্যুটি বিত্র মৃত্যুবাদ যায়। একটি বিবাহ প্রায়ই দেখা যায় না। মহাদেবের দেহাবস্থার ইহার সর্বক্ষণই দেখা যায়।

যে স্থানে তিলাভাঙ্করের মন্দির অবস্থিত, তথাপি একটি অনাধিকারচাহী আছে। এই মূলকে একটি বহুধ মৃত্যু দেখায়। ইহা বৈষ্ণব-নাম দেখা। ইহার চন্দ্রকৃষ্ণ অনুমান পর্যালোচক দেবতা আছেন। কয়েক পাদ
হয়ে একটি নিষ্কৃতির তলে অন্তরোপাত দেবী
অবস্থিত।

কেন্দ্রাবলীর মল্লিকর বইতে দশমধ্যের
বিদ্যালয় হলে রাত্রিতে অনেক দর্শনীয়
পাদাঙ্ক দৃষ্টিগোচর হয়। তুলশেশের মল্লিকর
দীপিকার উপদেশ। সামুদ্রিক নামক জনক
বাগানবাবু এই মল্লিকর নিয়ম করেন।
অতুল মল্লিকর মল্লিকরের মধ্যে অবস্থিত এবং
তাহার দৃষ্টিকে সাহিত্য করিয়া। মল্লিকর আছে।
এই সমস্তকে দিব্যলিঙ্গ দৃষ্টি হইয়া থাকে।

দীপিকার কোলাহলে একটি অখণ্ড
বক্ত আছে; তাহার চতুর্দশ চতুর্দশ রাগার
বলিয়া। এই স্থানীয়। অনেকগুলি দেখা
আছে। এখানে কতকগুলি সাধারণ একা
থাকে। অপর বক্তার সমক্ষে রূপকাস্তর মল্লিকর
অবস্থিত। ইহার সমকাছে অনেক মল্লিকর
আছে।

বাঙালি সর্বাধিক। অনেক দেব-
তার অন্তর্গত।

* * *
বাণিজ্য পুরোহিতের প্রসিদ্ধ অধিক।
অনেকেই এখানে আসিয়া দেবীর পুজ্য করে।
সহরের উচ্চ-সমাজের মল্লিকর অবস্থিত।
তুলশের মল্লিকর সমক্ষে বলিয়া আছে। নাটকের
বাণী ভবানী এই মল্লিকরের প্রতিস্থাপী। এখানে
কলকাতার একটি করিয়া। তাহা মেলা হয়।
সমুদ্রের মধ্যে আরও মল্লিকরের মল্লিকরের
অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তুলশের-
বাণীয় পাদাঙ্কে দৃষ্টিকে বিদ্যালয় দৃষ্টির দৃষ্টি
থাকে। অনেক সেই আহার বাণীগুলি দেখে।

তুলশের মল্লিকর দর্শনের সমক্ষে
সম্ভবতঃ আছে। অত্যাব ভিনীবার দেবীর
সমাগমের আব্দান্ত রাজনী বাণীয়। থাকে। দেবীর
মল্লিকরের নীতিমালায় মধ্যে ধর্মে করিয়াই
হইয়া অন্তর-নির্দিষ্ট নিং পুরুষকে পাওয়া
যায়। সিঙ্গের বাণিজ্যের বাণিজ্য-মুখ্য
সৃষ্টিকরিতে মহাদেবের ও বুদ্ধের মুখ্যে
এখানে দৃষ্টি হইয়া।

মল্লিকরের উত্তর দিকে দুর্গাইয়া অবস্থিত।
বাণিজ্যের দেশে আছে, যখন ভবানী
রাজা সুনামীর উপর প্রসন্ন হন, তখন রাজা
এই প্রার্থনা। করেন যে, 'হে দেবী! যতদিন
কাশী-নগরী রাজবংশ, ততদিন আপনি উদয়
রূপকাস্তর দুর্গা-নাম ধারণ করিয়া। সেখানে ধারণ
বন।' উত্তরে দেবী বলেন যে, 'ততদিন
প্রাকৃতি ধারণ, ততদিন আমি কাশীতে
ধারণ।' দুর্গারূপের পুরুষকে কুক্তিকে
রাজবংশের নামে একটি পুষ্করণী আছে। রাজবংশ
ভবানীই এই পুষ্করণীর ধনন-ক্রী।
তুলশের মধ্যে স্বামীর নিমিত্ত এখানে অনেক
জনতা হয়। ইহার পাশ্চাত্যে উত্তর রাজবংশ
একটি মল্লিকর নিয়মিত হইয়াছে।

বাণিজ্য-মহালয় কুক্তিকে তালাওয়ের
উত্তরপূর্বে লোহরাঙ্কি কঠিন না নামে একটি
প্রাপ্ত আছে। ইহার মূল হইয়া। রাজগণ
বাণী, বাণিজ্যের জনক রাজা এবং অমৃতামৃত
ইহার নামকরণ। সিঙ্গের একটি কুক্তিকে
ধ্রুপদের চক্র অবস্থিত। একটি চক্রের উপর
গল্প উপরিতল আছে। এখানে ভবানীর
মল্লিকর দৃষ্টিযুক্ত। ভবানী সিঙ্গের
* * *
রামনগরের কেন্দ্রে এক মাইল দূরে
বেনামের মহারাজার রাজবাটী। এখানে
একটি হরুৎপ পুষ্করিণীর পুর্বদিকে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরটিতে অনেক নিম্নাকাণ্ডের সৈকত খান। সৌন্দর্য্যের নিম্ন থাকে হাস্য ও তপ্ত সৌন্দর্য্য দেখা যায়। প্রতিদিন সিংহ হাঁটতে পূজ্য। হরতীর উপর দেশাতে রাখা হয়। উপরকার তিনটি থাকে অনেক সেবতার মুখী দেখা যায়। গণম, গণমান্তর ও সরবরাহী, তিনি পৃথক কল্পিত বহুবিধ করেন। কুক্কু থাকা স্থান পাইছে।
বর্তমান তিনি এক নতুন হয়ে উঠেছেন। তাহার সাহিত্য তৃতীয় গোপীও আছেন। স্বামী, মহাদেব, শুঙ্ক, বিষ্ণু, মহাদেব, সুবর্ণ, ব্লাকিড, গুরুদেব, শিবাকৃতি, হনুমান, গণেশ ও বলদেবের মুখী এখানে অবস্থিত।
বাণু, মৃত্যু, মায়া, চন্দ্রমাণ বাণু পড়ে নাই।
চরম তৃতীয় ইলিয়া বাণু হতে শক্তির উপর উপরিতর আছে। ইহার মাত্র হইতে স্বতঃ নিঃক্রিয় হইয়া আসে এবং তালাকার করিতে যায়।
নারী গণেশরায় কার্যভাবী এবং আমাদেরের নাম-নামের পথিক হয়।
উপরিস্থিত থাকের কেশায় সুরক্ষিত হয় ও পুরুষাধিক মানুষের সুরক্ষিত হয়। উত্তরদিকের ইলিয়ার বিষময় কুক্কু দুটি আছে।
ইহার গোকুৎসর ধরন করিয়া অক্ষালীলন করিয়া ইলিয়ার বিষময় আছে।
মন্দিরের তিনটি থাকে। বাণুর সকল, মাত্র একটিতে তিনটা মুখী আছে।
তথ্যে একটিতে নমক (সাইড লাইট) মুখ্য, অর্থাত স্তরের মুখ্য এবং তৃতীয় স্তরের সিংহ মুখ্য।
ধারের উপর মহর্ষি মহর্ষি সূত্রের ভিত্তি করিয়া দেখা যায়।
মন্দিরের ভাস্করদের সূত্র দেবী বিরাজিত। বিভিন্ন নামের প্রথার নিঃশেষ।
ইহার অংশ থাকে অনলার নির্মাণে দীর্ঘনিশ্চিত।
মন্দিরের সমক্ষে একটা মুখ আছে।
ইহার উপর পৃষ্ঠার মন্দির গুলো সজ্জিত থাকে।
মন্দিরের আয়ার একটি ছুঁড়া মুখ আছে, অভিহিত পৃষ্ঠার মাত্র কেবল মাত্র পুঁজ থাকে।
মন্দিরের দেওয়ালের রূপালিতে রাখা কর্মের মূর্তি অবস্থিত।
মর্দমের দশকের পঞ্চভাব শিক্ষা অবদান করিতেছেন।
মন্দিরের রাজা। ঘোষনির্মত একটি পুষ্করিণী ও উদান অবস্থিত।
পুষ্করিণীতে হরুৎপ ঘটু আছে।
খনন হাজার হাজার ব্যক্তি একে একে সাড়া করিয়ে কারণ অনন্তর ঘটার সময়ের হাতে নাই।
আসার সূত্রে বেড়ান কার্যের সূদীপ জেদেইলা দেহী। তাহার অনুমোদন ব্যাসকাশী হস্ত করিতে চেষ্টা পাইছিলেন। কিন্তু দৈব মহাযুগ তাহার বিপরীত হইল। কারণে মরিলে মৃত্যু হই কিন্তু ব্যাসকাশী মরিলে গর্ভ মৃত্যু অথায় হই।
তে ভ্রমকাশী কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে ঘটিত হইল মিথুন জন কাশীতে আগমন করে।
ইহার ব্যাসকাশী কারণে অবস্থিত।
বেলায় ব্যাসকাশীর অস্ত্রের দেহী।
এক বিচার করিয়া যে ঘটায় ভূমি ধরন করিতে নাই।
এই ব্যাসকাশী হাজার ঘোষণার অবস্থিত।
বেলায় ব্যাসকাশীর অস্ত্রের দেহী।
এক বিচার করিয়া যে ঘটায় ভূমি ধরন করিতে নাই।
তীর্থস্থান মাত্র মাত্র হইয়া থাকে কিন্তু একিং ও তুং বাদে লোকের সাহায্য অধিক হয়।
রামনগরের রাজার দিনে বেড়ানের মন্দির আছে।
গুরুদেশের সৃষ্টি ঘটা রামনগরে গমন করিয়ে পারে।
রামনগরের সৃষ্টি ঘটা মন্দির মুক্তি অবস্থিত।
ইহা
মনরাধিকৃত শ্রদ্ধাভরণ। মৃত্তিকা খেত প্রশান্ত। ইনি চক্রভূমি। একটা হলুদ অন্তর্গাত, অপরটা উড়ি, তৃতীয়টা পর্যন্ত এবং চতুর্থটা কমলিবৃক্ষ। এখানে অনেকগুলি দেবতাই আছেন। বেদান্তের মধ্যে কোন মৃত্তিকা নাই। বেদান্তগুলি পুজো করিতে হইলে শিবরূপের উপাসনায় করিতে হয়।

পঞ্চমুখী রাত্রি অর্থাৎ পূর্বের উত্তরে করিয়াছিল। বর্ষাকার নির্ণাতাও পুরুষরীণীর অনন্তকালী ভারতীয় এই রকমের সংক্রান্তি করেন। তাহার সমাজ হইতে পঞ্চমুখী রাত্রির তাল অবস্থায় আছে। পঞ্চমুখী রাত্রির হিন্দু পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র হয়। এখানে মনের অক্ষর সত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চকোষী রাত্রির পরিকিত ও প্রথম অন্তর্গত।

বৈষ্ণব পরিকিত। করিয়া তাহার নথিপত্র

মনোনিবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া। তীর্থ-

বাসীগণ পরিক্রমা করিতে করিতে অগ্রসর হয়ে গমন করে। এখান হইতে জগদ্ধাত্রীর

বিকৃত্তী রাক্ষসী—

চিস্তকাশ ঘাবে তাসি,

বৃক্ষের মঞ্চে বন্ধ থাকে

বিষ হাওয়া হরন্ত।
সেই পথে।

চল মন চল সেই পথে—
যেখানে প্রতিদিন তারে
প্রণয় না কোনে মনে, 
দীর্ঘদিন সুগঠ নাহি যায়, 
ঠিক মনের মাঝে
মনের কথা বাজে, 
অত্যন্ত মধুর গাথা
অন্তরে অন্তর বিমৃদ্ধি
হাসে ছলনায়ি হাসি, 
বাহতায় নাহি যায় তুলে।
এক হৃদ, এক হৃদ, 
এক–আশা–ভরা বুক, 
ভাসে যেন এক রোহোড়েল।
চল মন আরও সেই পথে—
যেখানে বন্ধনের ছলে
অন্তরে না কোনো তুলে, 
তুচ্ছতায় চলে না’ক প্রণ; 
নানারক্ষণ নিধির তরে
কর্ষ্য রাখিরা দুরে
সুখে মন নাহি ভালবাস; 
নম–অজ্ঞান পশি’
জমে ফেলে না গ্রাসি’
বিস্তুক্ত রাখিরা অস্ত্রলাল; 
সেই তত্ুক্তি দয়া যায়
সরতে অমৃদ্ধ ছায়া
না বিকায় কাঁকনের ছলে।

চল মন আরও সেই পথে—
যেখানে উদযুক্ত হাসি
তারে সব আত্মা নাশি’
বিস্তুর নাহি কৃতি ছায়া;
মহানূর হমরে যেন’
হস্তাক্ষর গোপন যায়,
নাহি ধরে পিশাচের মায়; 
তুচ্ছ তরে হিঁসা যেন’
তুলে না’ক কুতুভ হেত।
দন্ত নয় অত্যন্তি পিথায়;
বিভূতির পাল রুক্তে
চল মন পাশস্থে, কৃতি
প্রবাহে নাহি যায়! 
চল চল আরও দুর পথে—
নরসর জগতে ভুলি’
আঘাত যেখানে কৃতিহীন
ধায় সেই অনন্তের পাঠে,
জগতের প্রথম লেখন লিখে হারে বিভূতি
রত মন মোচনের যানে। 
পুষ্পিত মায়া আমি’
হৃদে ক্রোধে পশি’
নিষ্ক্রিয় করে না ভালবাস;
তরস্কি অন্তর মাঝে
সুখ্ষ্য প্রবাহ রঙ্গে, 
ভাবে মন আঘা–পরিতায়।

শ্রীবৃত্তী বিদ্যারিচ।
অন্ধ-বিসন্দর্নর

(পূর্ব্বকাপিতের পর)

তৃতীয় দৃঢ়ত।

[হেমচন্দ্রের বান্তিক পল্লবিত্বাক্য।
 প্রোৎসাহ দ্বারা পদ্ধতি মুখিতেছে; পুত্রের পুত্রে হেমচন্দ্রের তথ্য প্রদেশ।]

হেম। (প্রোৎসাহে লেখিতুম আহঃ! মাতার নন্দীর পুত্তল হুলো পড়ে জড়তাড়িতা যাচ্ছে! বেলা দূরে হয়ে গেছে, বেলা হয়, এখনও কিছু থেকে নাগ্ন নি? বিষয়ের আলাদায় পাচ্ছে। আমার বেগ হয়ে যেতু সাধন। কঠিন হতে সে আজ মেহের উপর দূরে পড়ে অক্সিজেনের যুগ্ম হয়েছে! (কিছুদিন পরে তিনি মাত্তিনী সুখেক্ষুত্ত—আহঃ! অজ্ঞাত হয়ে যেতু সাধন। সাধনা নেই। তোপা! এক কেলো? যদি এটি অন্যতম নিশ্চয়, তবে একদিন কেন এক্ষেত্রের খিলাড় দুই ছিলে? তাতেইহদের আজ এত খুঁষ! তাই তার উদ্ধিত এই হওয়া সাধন দিয়েছে! চিঠিত যদি এটি দুর্ভাক্ষ করে কর্মী, কন্দর দেব হুরে আবার নেপ্তের তোপা হয়, তাহলে আজ এদিন সে পালন করতে হত না। জগন্নাথভাইর কেন আমারের দীনীর দীঘি করি নি? একাকী সাধন, দীনীর দীঘি, যারা কাশিত মঙ্গলক, তারাই আজ আমারের চেয়ে হুব্বী। জ্ঞাত তাদের গত স্বীকার তাদের সাম্যে এই আজ দেয় না। ছুঁদুঁ বলে তারা আমারের মতন, জ্ঞাত সূচনার আলাদা চিত্র করে না। ওঃ কি চিত্রাবস্থা কি হয়েছে! লক্ষ্যত চিত্রাবস্থা ভিড়ারী হয়েছে। একদিনে এক বাঘী ভেজার—

ঘটকর নতন, নব উড়ে গেল। মুখ পান। বেজে আমার বাবুরা আহত কলম তাঁদের গেল। আমার দিন কত পরে পেটের ভারের জন্য দোষে দোষে ভিক্ষা। কথে বেঁছাতে হবে। আমার, শির, লোক আম, দাসদানী, প্রতিপত্তি তারার মতন মিলিয়ে গেছে! কেবল সবচেয়ে আমর হরিদাস এখন আমাকে তাম করে নি। এই হত্যারক অদুষ্ট চক্ষের সঙ্গে অভিজ্ঞতা তারাও করা পাচ্ছে। এত বলচি কিছুতেই যুগ্ম না। আর কি কথা কে? যার কপালে যা আছে, তাই হবে। আমি আর দেখতে পারি না।

বেঁছে বাকি কই আচ্ছে? আর কি দেখতে হবে? অবধু বাইর, বাংলার মাঝামাঝি। আমার এত সাহের রাম। রাম আজ নির্ভর হয়েছে। স্বাধীন সময়ে থেকে পাচ্ছে না। বিষয়ের আলা বর্দাত্ত হচ্ছে, ছেড়া কাটাড়া পাচ্ছে, তবে বাকি আর কি আছে? বাকি কেবল এখন তারা পেটের ভারের জন্য হাস। করে বেঁছাতে নি। তাও হবে, তাও হবে! আমি বেঁছে থেকে কি করে তা? দেখতে! তার চেয়ে আমার মন্ত্র তাল।

(হতাশ ভাবে তিনি বলিয়া পড়িলেন।

বহুলের নিহিত্রক হইল। পিতাকে দেখিয়া সে চুট্টিয়া কাঁচে আসিল। তাহার তাব দেখিয়া সত্যন বলিল—)

হবে। বাবা, বাবা, কি? আমি করে বলে রয়েছেন কেন? আমার বাবা
ভয় করেছে, চলুন বাড়ীর ভেতর চলুন।
অনন্ত কর্জেছেন কেন, যায়?
(হেমচন্দ্রকে অড়াইয়া ধরিয়া) ওমা, না,
শ্রীনীন্দ্র এস !
(আপনার প্রবেশ।)
অনন্ত কর্জেছেন কেন?
কি হয়েছে, হবোধ? অনন্ত
চেতিয়ে উঠিয়া কেন?
স্বয়। বাবা বলে বলে আপনি। আপনি
কি রস্ডেছেন। আমার বড় ভয় কর্জেছে।
অনন্ত। (হেমচন্দ্রের প্রতি) কিসের জন্য
তুমি এত আপাত হচ্ছে? নিরীক্ষণের
মতন দিন রাত হয় নতুন করা। তোমার
সাঙ্কে না। তোমার চেয়ে, ষেদু, শ্রী,
তোমার মুখ চেয়ে কত স্বত্ব হ্রেক।
তোমার একে অবস্থা দেখেল, তাদের কি
হবে তারদের তুমি বুদ্ধি পাবে না?
হেম। স্বত্ব, অনন্তর্পূর্ণ স্বত্ব?
অনন্ত। হেম বৈদ্যকি?
হেম। এ স্বত্ব স্বত্ব হয়, অনন্তর্পূর্ণ; তবে
ছত্র পথে বেলে না।
অনন্ত। হেম হও সতীর পথ বিচ্ছেদে
ছত্র, সিদ্ধান্ত পিঙ্ক-মার্গ বিচ্ছেদে ছত্র, মাতার
সম্পর্ক-বিচ্ছেদে ছত্র, তাঁকি ভিন্নতা নতুন হয়
আর কিছুই নেই।
হেম। কিছুই নেই? এই স্বত্ব তোমার
সময়। আসিয়া দিয়া লেখ পাঠ করে খটে খটে
শাক ভারতে গেই ভরে খেবে পাচায় না।
এ স্বত্ব? কিছু চেলা স্বমুখ থাকি গায়ে খালি
পায়ে ছেড়ে। কাপড়টি পরে বেড়াতে,-এ
স্বত্ব? তোমার পুরুষ রমায়। ভূত মুখে
আমাদের মুখ চেয়ে চেয়ে দিন কাটাতে,-এ
এ স্বত্ব?
অনন্ত। হেম। এ পুরুষনামায় হচ্ছে।
এদিন ধনের পথে মত হয়ে রূপ করিয়া।
তোমার মুখ, কর্জে আশ্বাস পদার্পণের।
আমার কফ দাস দাসীতে কর্জে ভাল।
আজ আমি নিজের হচ্ছে না কভ করে, বড় স্বত্ব
পাচায়। আর প্রায়। হবোধের কথা বল্লে?
তাদেরতো দে কফে কথে আমি দেখতে পাচায়ই।
আমার শেষ, তোমার ভালবাসা।
তোমার কেল, আমার বুক, এ সকলের দেখে
ত তারা খণ্ডিত হয় নি। তবে তো
আজ তাদের তা বিগর্দ্ধ কিসের?
স্বত্ব মাতারের
স্বত্ব। হুমাইনা গায়ে। গায়ে দিলেই স্বত্ব
হয় না, হুমাইনা ভাল কাপড় পরে বেড়াতেও
স্বত্ব হয় না।

hem। তবে সংসারে স্বত্ব ফিকে অস্পৃষ্ট?
মায়া অন্য উপার্জন করে কিসের জন্য?

hem। তবে অস্পৃষ্ট। আমার কর্জে-পালন
হচ্ছে কই?

hem। তবে অস্পৃষ্ট। আমার কর্জে-পালন
হচ্ছে কই?

cf. HEM.
থাকে? মুখে জুলে শরীর আছে, কেবল কার
ছিল? আমার ক্ষুদ্র মাঝে, ব্যাপবাদ রাশচুড়া রাজা হ’য়ে বনে গেছেন। রাজা দৃষ্টিকোণে বনবাস করতে হয়েছিল।
বলে, ঐতিহ্য প্রভৃতি হত রাজা ঐতিহাসিক হামিদে বনে বেড়েছিলেন, কিন্তু তারা স্থলে ছাড়েন নি! আমি আর কি বলু? এ সংসারে সবই জ্ঞানাত্মক স্থল হামিদ কিছুই নয়, কেবল মাঝার মনের বিকার মাত্র।

হেম। আমি কি করব? অল্পুর্ধা! তোমাদের এ কটি আমি যে চেষ্টা দেখতে পার্থিব না।

হেম। বেশ! তুমি একটা চাক্রি বাক্কি কর।

হেম। (আমানস্থ ভাবে) চাক্রি? চাক্রি আমি কি কোর? চাক্রি তা, কখনও করিনি, অল্পুর্ধা! আর কেই বা আমাকে চাক্রি দেবে? 'চাক্রি দাও, 'চাক্রি নাও' করে কার তোমাদের কোর? কার পায়ে ধোরের? 

আর। তোমাকে কারের থোদাহো কর্ত্ত্বে হবে না। এক্ষুন বলেছে তুমি যদি চাক্রি কর্ত্ত্বে রাখী হও, তাহলে যে সে চেটা কর্ত্ত্বে। আরও বলেছে কোথায় নাকি চাক্রি খালিও আছে, চেষ্টা করলে তোমার কর্ত্ত্ব বাল চাক্রি মোকাদ্র কর্ত্ত্বে পারবে।

তোমার মত না হ’লে আমি তা কিছু বললে পারিন না।

হেম। (চিহ্ন করিয়া) আচ্ছা, তাই কোর, তোমাদের কথাই গন্য। দেখুন, পরের গোলামী কোরে পারি কি?”

ওষুধের আত্মার পালন কর্ত্ত্বে হয় কি করে, তা শিখবো। আরোহনের নতুন পথে চলতে চেটা কোর।

আর। এতে যদি তোমার কঠো হয়, তবে নাইবা চাক্রি ক’লেই? আমাদের ত’ কোন কঠো হয়নি, বেশ চলে যাচ্ছ।

তোমার যাতে মন তাল থাকে তাই কর।

হেম। না, চাক্রি কোর, একবার ক’রে দেখু। তুমি ব’ল প্রত্যক্ষে।

(এই সময়ে প্রকৃতি প্রবেশ।)

এই যে প্রত্যক্ষ এসছে; তালিয়ে হ’চ্ছে।

কোথায় চাক্রি খালি আছে, তুমি নাকি বলেছ, বাবা?

আর। আচ্ছা হ’ল, তুমি কাজ খালি আছে। একটা এইখানেই মার্ভেলে আকিন। মানিক এমথ টাকা মাইনে।

আর একটা শামানগরের ভাইদারের রেইট।

ভাইদারের মায়ানজারি খালি হ'য়েছে।

ভাইদারের ভাই, আমাদের ক্লাসের একজন উপযুক্ত লোক পুর্বে, মাইনে আপাততঃ হেশা টাকা। যে মার্ভেলে আকিলে কাজটা খালি আছে তার সাহেবের সঙ্গে আমাদের একজন ‘একজনের খুব ভাব আছে। আপাতার বেইটা ইচ্ছা, চেষ্টা ক’লে’ সেইসময় হতে পারে।

হেম। (চিহ্ন করিয়া) আচ্ছা, তুমি শামানগরের কাজটাই চেটা ক’রে দেখ।

সাহেবের কানন। খাওয়ার চেয়ে বাজারের বাজি থাওয়াও ভাল। আরোহী শামানগরেই ভাল।

আর। কোন এইখানে কোর কলে’বের বেশ হত। বিদেশে স্বাধীন দেশে একলা কি করে থাকবে?
গায়াবোধিনী পদ্মিকা। (১১৬ ক-৩৪ ভাগ।)

অবূ। তাঁতে কি মা! মায়েজারী
কাছার মান-সম্রাজ্ঞী আছে, পয়লাও আছে।
কুঁড়িবিন কাজ ক'রে আবার চলে আমারেন।
হেন। হয়, তুমি সেইটেই দেখ।
অবূ। আচ্ছা, আমি আজই দেখব।
কি হয়, এসে আপনাকে ব'লে যাব।
চতুর্থ দৃষ্ট।
(মায়েজারীর অম্পুর।)
লেলার কন্ন।
লীলা ও পরিচারিকা।)
লীলা। একথা তুই নিজের কানে
অনেকসব।
পরিচারিকা। মাইরি, বৌ-দিদি! মাইরি।
লীলা। কথনু শুনলু।
পরি। খানা দাওয়ার পর হুপুবোলা দাদাবাবু
আজ বইকুকুনায় গেছেন না? সেই সময়
সেই পেয়ে না! কে কে, একটা ছোড়া আছে
না? সে এসে বললো কহাল। এতদিন
হেমহেমো বাণ্টিতে বেলে ব'লে পারে নি। হেম
ঘোষের নাকি চাক্ষুর হ'য়েছে, সে কোনো
দেশে চাক্ষুর করে যাবে। সে দেশ নাকি
অনেক দুর। সে চলে গেলেই মেয়েটাকে
ব'লে আমারে।
লীলা। দুর পেয়ারের যথি।
পরি। সত্যি বুঝি বৌদিদি! তোমার
দিবি! শুন আমার গাঁটা কাপড়ে লাগালো।
লীলা। তুই শুন ছিল, তা আমাকে
শোনাল কেন, পেয়ার যথি।
পরি। হয়। কেন গেলো! এমন কথা জনে
কি কেউ চুপ ক'রে বাক্সেতে পারে?
লীলা।' তোর মিছে কথা! তুই দুপর
বেলা কি করতে বাইরে গেছিলো? তোর
দাদাবাবুর কাছে না কি?
পরি। (হালিমা) আমার কি আর
সে বয়েস আছে গা, বৌদিদি? তিনকাল
গিয়ে এককালে ঠেকেছে।
লীলা। করে ব'লে আনুরে, তা' কিছু
অনেকসব।
পরি। তাঁ পেই কিছু শুননি। কি বলবে
ওরা শোনার জন্য অনেকক্ষণ আড়ি গেয়ে
ছিলেন, তা' সব কথা বুঝতে পারতে না।
তবে এই পর্যন্ত বুঝতে পারতে৷ হেমহেম
শীগুরির স্বাদে চলার যাবে; আর সে গেলে
পরেই মেয়েটাকে ব'লে আমারে।
লীলা। কত বড় মেয়ে?
পরি। তা কি আমি দেখিচি?
লীলা। দেখিচি নি, অনেকসব তাঁ?
পরি। অত কথা কি আমি শুনতে
পেয়িছি? তারা ব'লে আনুরে কথা বলছেন;
বয়েসকের ত আর বলে নি! তবে আই-বুড়ু
মেয়ে, বের যুগিনী—সোনাটি হবে।
তোমাদের ঘরে কি আমি এখন ক'চি মেয়েরে
বে হয়?
লীলা। না, আমাদের ঘরে বুড়ু মেয়েরে
বে'হয়! যাকে সে মেয়েটা, বুঝি ছুর হুসনরার।
পরি। হয় গেলো, হয়! ব'লে বের যুগিনী
পরি।
লীলা। আচ্ছা, করে ব'লে আনুরে ঠিক
করে জেনে আমাকে কথা দিসে। দেখি!
পরি। কেন, তুমি কি ক'চি দেখি?
লীলা। কি আর ক'চি? আমি
কালো, তাই তোর দাদাবাবুর পছন্দ হয় না।
সে হুসনরার, যদি তার গলে থেকে মনের হতে
পরি, তাই দেখবে।)

---

This page contains a portion of a Bengali text. The context appears to be a narrative or a dialogue, possibly from a story or a play, involving a mother, a daughter, and other characters. The text delves into various interactions and conversations, highlighting themes of family, communication, and daily life. The dialogue is rich in detail, suggesting a setting where the characters are engaged in everyday activities and interactions.
পরি। তোমার যেনন কথা। সকল তাদেরই তোমার হাসি, সকল তাদেরই তামাল।
লীলা। তুই আমাকে খর এনে দিননা, আমি তোকে বধিপ্রিয় দেব।
এখন তুই যা।
পরি। আচ্ছা। নাকে এ কথা বলবে কি?
লীলা। যাকে বলে কি হবে? যা সহ করে পারবেন না, বাকাবাকি করবেন; তাতে উটো হবে। কাজকেও বলিস নি। বুঝি নি?
পরি। আচ্ছা।
[প্রশ্ন]
লীলা। (ছাত্র) রামকে লক্ষ করিয়া)
হংসচ্ছ। এ তোমার কেনন বাপ? তুমি কি হংস?
তোমার উপরে আমার নায়ক কথা করে।—নায়ক! আমার মনে শক্তি দাও। রামের প্রত্য ভাল কথা না হারায়।—আমি তোমার স্নী, তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগ।
তোমার এ অথ আমি কি করে দেখবো? তোমার কিছুটেই এ পাপ করতে দেবে। না। যাক। তুমি বর্তমান এখানে রয়েছেন, তুমি কি করতে পারবে।
তিনি গেলে পর, আমায় একটা উপায় করতেই হবে।
[প্রশ্ন]
পাঞ্জম দুঃখ।
(ছেষ্টন্তের বাঠিয়া দরবালিন।
ছেষ্টন্ত, অপূর্ণ্য, রম্য, সুবোধ, প্রশ্ন, সংকেশর এবং হরিদাস।)
ছেষ্ট সংকেশর, হরিদাস! তোমাদের পুনরেখায় লিখেন পরিশোধ করতে পারবে।
না। আমি চলিয়ে এখান দেখ।
সংকেশ। বাকি কিছু দিনের জন্য বিদেয় নিতে এলেছি।
হেম। (সাশর্তে) অন্য, কেন? এক-দিনের পর এসময় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে সংকেশর?
সংকেশ। ছেড়ে কোথায় যাব বাবু?
কিছু দিনের অন্য তীর্থে যাব মনে করেছি।
যেদিন হচ্ছে, সব ঠিক করেও ফেলেছি; নইলে আপনি যখন বিদেয় আছেন, আমি দেহ না? কিন্তু কি কোরে? সব ঠিক
kেবল হচ্ছে যে।
হেম। এই দিন থেকে, আজ তুমি তীর্থে যাবে সংকেশর? তবে আমার
সুবোধ-রামকে দেখে কে? কোনো তীর্থে
যাবে? (হরিদাসের প্রত্য) হরিদাস। তুমিও
কি সংকেশরের সঙ্গে তীর্থে যাবে উচ্ছেদ?
হরি। না বাবু, আমার সুবোধকে
ছেড়ে আমি বর্ষে উন্নীত পারবে।
হেম। চুপ করে রইলে কেন, সংকেশর?
সংকেশ। আচ্ছা, এই—
হেম। বলতে কি কোনও বাধা আছে?
সংকেশ। বাধা নেই বাবু, তবে বলুলে
পাচ্ছে আপনি বাধা দেন, তাই—
হেম। তুমি তীর্থে যাবে, তাতে আমি
বাধা দিতে পারি না। তবে আমি বাচ্ছি,
—এমন সময় তোমার তীর্থে যাবার কথা
জন কিছু আপাতত হলুম এহ্যাত! এদের
দেখুবার কেন থাকবে না, তাই বলুচি।
তার বাবু, তোমার উপর আমার চোরই যা
কি? গোরোগের ঈশ্বর সহায়। সকলে ছেড়ে
গেলেন। তিনি ছেড়ে যাবেন না।
সংকেশ। এ রকম নিষ্ঠায় কথা বলে মনে
করে দেবেন না বাবু! সংকেশরকে এমনই
নেমন্দারাম ঠায়োলানে ওপর আজ আসয়ে।
আপনাদের ছেড়ে চল যাবে? তীর্থ ত দূরের কথা, লগতে এমন কোন জিনিস নেই যার জন্যে আপনাদের ছেড়ে যেতে পারি। আর তীর্থ! প্রথমে আপনি, পুণ্যময় এই সংসার, এই আমার পরম তীর্থ। কাশি মৃদুলাবন এর চেয়ে আমার বেশি বাজনীর নয়। তবে আপনাদের সত্য গোপন কথিত তাঁর কারণ বহন, পাচ্ছে আপনি বাধা। দেন। বারু, আপনার মন্দ সাধন ই জীবনের একমাত্র ব্রত। আর আপনার নির্দেশনার পুনরুদ্ধার আমার প্রথম ও প্রধান সন্ধা। সেই কথা এখন আমার অনেক টাঁচায় ঘুরে ব্যাগতে হবে। বাড়াই থাকতে পার না। তাই আপনার কাছে কিছুদিনের ছুটি চাইছিলুম।

হেম। তোমার এ সময় ভাগ কর, সর্বকাৰে।

সর্বকাৰে। তোগ কোথায়? কেন? কি জন্য? আমার নিজের সম্পত্তি একজন একজনকে ফাঁকি দিয়ে তোগ কোথায়, আর আমি তাই নীরবে দাড়িয়ে থেকবে? বাবু, তা' আমি কখনও পার্কার না। এর জন্যে যদি মায়া মোকদ্দমা, আল মোকদ্দমা, এমন কি খুন ধারণা পর্যন্ত করে হয়, তাও বীরে।

হেম। সর্বকাৰে, সে আমার আঘাত, আমার ভালুক প্রতি। সে যদি আমার বিষয়-বিষয় করে হেঁকো, হেঁকো। তার অদৃশ্য ছিল, সে পেরেছে, আমার অদৃশ্য ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃশ্য কোথা ফেলতে পারে না।

অদৃশ্যের সমস্ত যুক্ত কোনও লাগ নেই।

আর বিষয় নিয়ে তার সন্ধে বিষয় করিয়ে আমার ভাব। নেই।

সর্বকাৰে। বাবু——

হেম। না, আর কোনও কথা করিয়োনা। আমার অনেক অধ্যায় অধ্যায় আড়াশ যাইব,——

তার সঙ্গে কোনও বিষয় কোথায় না বিষয় হারিয়েছে, সে কথা তুলে যাও। কোন কারণে আমাদের যে বিষয় ছিল, সেকথা তুলে যাও। আমিও তা কেমনো অনেক কর্মরূপে দেহ মন দিতে যাচ্ছি। মে-কর, আমার চিরদিনই অমুনি গরীব। যাচ্ছে এবং কথা বাদ দো, আমার স্বার্থ সম্বন্ধে এল, আমার জীবনপথ গুরুদেহে ঠেলেন পাঠিয়ে দাও গে।

(খীরে ধীরে সর্বকাৰে চলইয়া গেলেন।)

হেম। আর বেশী সময় নেই, এখন আমাকে বেরুকে হবে, অন্ধপূর্ণ।

(অন্ধপূর্ণ চলনে অঙ্কল দিয়া কঠিনে লাগিলেন)

হেম। ছিল,—অন্ধপূর্ণ! তুমি কী কিছু আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। তুমি যদি কাপড়; তবে চেলে পুলে কি কোথায়? আমি কি করে স্বর্গ হব?

সর্বকাৰে। করে আমানে, বাবু?

হেম। ঝীঝীরের অসহ্য বাবু।

তোমার ছেড়ে কি বেশী দিন কোথায় থাকতে পারি?

সর্বকাৰে। তবে কি করে থাকবেন? অমি আপনার সঙ্গে যাবেন।

হেম। আমার সঙ্গে কোথায় যেতে বাবু আমি যে অনেক দুর দেশে যাব।

সর্বকাৰে। তার কথা বাবু? আমি ছুটতে পার্কার না?

হেম। নে পাহাড় পর্বতের দেশ
নইলে আমার একটুও ইচ্ছে নেই যে আপনাকে সে-সেবে বেঁচে থাক।

হেম। মায়া। আমি চাহি, এর থাকবে তুমি সেই বাড়ী। আমার আশ্চর্যের বছর আর কেউ নেই। আমার ভাঙ্গনের সঙ্গে সকল সব যাচ্ছিল।

চতুর্থ। সেরকম আপনার কোন-সুক্ষ্যা নেই। যতদিন পর্যন্ত আপনি বাড়ীতে বিছেন না আসেন, ততদিন আমি প্রাণপণে এদের দেবা কোরেন।

হেম। মায়া, না আমার। হুহুবো! মায়া! আমি সেই বাড়ীতে থাকতে পারি। মায়া। হেম। আমার। মায়া, তবে যাই মা?

হেম। মায়া। বাবা, এ পথে দিয়ে আপনার কাছে চলে। বাবা, বড় মামা কতদিন করেন, আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে করেছেন। মন হচ্ছে, যেন কি অবাধ যাওয়া। (কাহিনি লাগিলেন)

আম। ছিলো মা! তখন কি বলতে আচ্ছে, মা!

হেম। হরিদাস! তোমাকে কোন কথা বলা আমার বাড়ী, ভুবি বলি ভাই, আমার মা সবুজ রইল, আমার। আমার মা সবুজে তোমার গিয়ে গাছিলো।

হরি। মায়া আমি নইলে যাবু, আমি প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা করবো। দিনরাত ভেজে ভেজে আপনার শরীর, মন, মায়া, হরি যাচ্ছে, তাই আপনাকে যেতে দিলেন।
এতেহি একত্রিত হও তুমি যাদাহঃ
আজি চেরি তব সম নামিন মিঠার আর !
ধন নিকটে ছিলে ঢেকে দিয়ে শেষধারা,
ভুলাইলে মন-গ্রাম করিলে অপনা-হারা।
দুঃখে গিয়ে এবে হাযঃ একি তব ব্যবহার,
কবরে হইয়া যায় নাহি বিদ্যুৎ হযঃ আর !
প্রেমময় ! দহুময় ! আমার হৃদয়-ধন !
কেন অপরাধে বল অজ্ঞি দাসে বিমুখ !
মৌর যে কিছুতেই নাই, তুমিই সংবল-নার,
তোমার চরণ বিনা লুটাইব পদে কার ?
তুমি বরখ গিয়ে দাও, যেওনা হেলায় চলে,
জ্ঞান সকল আলা তোমার চরণ তোলে।*

* শ্রীহৈম্যন্ত্রালা নানা।

ঔপন্যাসিকের বিপদ:

(১) আদিত্যবারুর স্তী অন্যনিবাসীর নব-একাকিত ুপস্থান-মুগ্ধভাবের ুপস্থান-মুগ্ধভাবের সামালচনা পাঠ করিতেছিল। মানিক পত্র সত্যপ্রকাশে তাহার সামালচনা বাহির হইছে।

সামালচনা লিপিবদ্ধ—“উপস্থান-অনেতে আদিত্যবারু এইবার নবহৃদ্য আনন্দ করিলেন। বইখানির আগামোর সবচেয়েই নিখুঁত ভাল হইলেও, একমাত্র নারীচরিত্র—

* এই কবিতাটি নেশিকার অকিন্ত রোগ
শয্যায় লিখিত ও অপ্রকাশিত “বৈশার্দ্ধ-কায় হইতে সমলিন।
পার্শ্বানাথের বিষয়।

আরো মূলনীতি চিত্রণে আদিতাংবচুর বে অসাধারণ কুটিল লেখাইছেন।—ভয়, ভক্তি, ভেদ, ভেদে, সবুজকি, বৈষ্ণব, আদায়ের বষ্ণ হারাইয়া, সুরার পুথিত উত্তরাঞ্চল গ্রন্থীত করণের পরিবর্ণনশীল নারীচিত্রের অপর্যাপ্ত উদাহরণ এমনই বাড়ির হাতে ফুটিয়া ছেলে তাতাই তুলনা নাই। আর মূলতঃ বলিতে পারি, একইতে আদিতাংবচুর চাড়। এমন লেখায় আর কাহারও লেখনী হইতে এ পর্যন্ত বাহির হই নাই, বুঝি, হইতেও না।” ইহা পাঠ করিয়া পোকার অবজাতের মাসিক পত্রিকাটি টেবিলের উপর কেলিয়া নিয়া, অন্য শুনতে ইহার রাজের বাহিরে কপিষ্ট বর্ষিত আকাশের পানে চাহিয়া উঠিল।

আদিতাংবচুর নাম শিক্ষিত সমাজে সরাসরির গতিতেই উভয়ের হইয়া যায়। আমাদের প্রায় সকল মাসিক পত্রই তাই লেখা, উপাসনা, চৌটাল, কিছু না, কিছু বাহির হইতেছে। বাগলা “মাসিকের” সমাধিক আদর বাঙালীর অক্ষরে পাঠে। পাঠকের লেখকের লেখার আশায় পাঠিকার। সারাসারি উৎকৃষ্ট, আরে কার্যস্বরূপ, বিতার্চর্চার লেখা দিয়েছিলেন। কেহ কেহ নামি “ভাস” চৌচার পুরনো সংস্কারিক কাজ দেখায় সামিলা রাখা।—পাঠে পত্রিকা। পাইলে কারের মঞ্জুর-পাঠে বিলাস ঝালায়,—তাই এ সাবধানতা। এখন এমন হইতেছে, মাসিকপত্র পাইলেই পাঠপাঠক। আসাই স্বচ্ছতার মাত্রা তালিকা। দেখিয়া লেগে, “আদিতাংবচুর গোরেশ্বর্যাচারীর” নাম আছে বিষয়। যে বার তাহা না থাকে, তাহার পরিকাঠামো পাঠকমিত্বের কাছে অহুই নীতন নয়, একবারে মুক্তারন হইয়া রয়। এ অথবা যে পত্নী অস্ত্রণীর মধ্যেই তাহা নহে, উপাসনা বা গণ্ডরিণ নর-নারী-চিত্তই এখানে সহায়তাতে সম্ভব।

অনবরত মাসিকপত্রের ঘোষণা যোগাইয়া।

আদিতাংবচুরের কথার পর যখন মূললেখায় হইয়া আসিয়েছিল, তখন তাহার অপেক্ষা পত্রিকা-সম্পাদকদের অবস্থাও বড় কম শোচনীয় হই নাই। উৎসব দিয়া,—তালিকা দিয়া অনুষ্ঠান আনিয়াও তাহার। আরম্ভের যে তাহার দের” এরূপে সাহয়্যের সময় জমাইতে পরিবর্তিতেছিলেন না। এই ছাপ লাইয়া “পাঠকদের” মধ্যে হর্ষাতীর্থ পদ্ধতি দিয়াছিল। ইহা বস্ত্রে চারিঘাটনি উপাসনায় তেজস্বী সংগ্রাম বাহির হইয়া গেল—নবীন লেখকের পক্ষে এ কি কম সামান! ধরের নেতার আদিতাংবচুরের লেখার সাথে কমশই বর্ধিত হইতেছিল, এমন কি ইহারই সামান্য আরে হারানাহর সময় হুইয়া যায়, মেজে অনিয়তে সরাসরি পাঠকমিত্ব নামকর যায়।

আদিতাংবচুর তি অনুষ্ঠিত। প্রথম যোগাইয়া।

তাহার বাহিরের সৌন্দর্যের সহিত তাহার অন্তঃতীত বস্তুককলার বিচিত্রতাগুলির মতই রমণী নবীনতার পুনরুজ্জ্বল কর্ম। যেহেতু প্রজ্ঞার পরিমাণ নিদ্রা, রোপেশ্বরা শিক্ষিত হইযা; অর্থাৎ প্রোপায়িত বলিয়া রসলিন এ গ্রন্থমালার আধুনিক যোগাইয়া যাইতেছে। বিষয়ই
পর ক্রিয়তার বড় স্থানেই তাহাদের দাসপত্য-কালন কাটিয়াছিল। তখন অনিদঃ মনে হইত—পৃথিবীতে ধূম আনন্দের রাজ্য? ইহার কোন নাম কেন অভিযোগ, ঘাঁটি বেদনা, কোন মলিনতা নাই। লিখের সৌদাগর্য়ের পরিপূর্ণ আলোকমনে সে তাহার পতিদেবতার পায়ে উৎকর্ষ করিয়া দিয়াছিল, নিজের কোন সাধনা রাখে নাই। তাহার দ্বারে তাহার সাধনের ধরিতল বর্ণ পরিবর্তিত হইতেছিল। এখন তাহার নাকের হাসি অধরে নামিয়াছে তাহাতেও বিবাধের দ্যা চায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্মে দুর্লভময়ীর আর সে আনন্দভাব নাই। বিশালাঞ্ছি সাহিত্যের আর সে ছেলেমাত্র করে না। করিলে অকারে চাঁদের জল এখন অনেক সময় দুর্বিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে সেই নিজ মূল্য-কাৰ্য্যেতে করিয়া থাকে। তাহার স্থানের দেয় ছড়ি বানাইয়াছিল। শৈলীর চূড়ান্ত উৎস বিভিন্ন অর্থ প্রতিপত্তি হইতে থাকিয়া যে স্তুতি অঙ্গে সে করিতে দৃষ্টির করিয়াছিল, নাহি। এমন অন্য ও অশোভনকারী অন্তর্গত করিয়া যাইতে সে অধিষ্ঠানের যে বুদ্ধি অঙ্গে সে করিতে লাগিত হইতে শিষ্যদিগের হইতে শিষ্যদিগের রায়ে সিদ্ধির হইতে ঘোষিত ছিল না বং গোপনতার লজ্জা এক্ষণে। আদিত্য তাহার দ্বারে এখন আর গোপনতা করে না। তাহার উদ্বুদ্ধ এবং অসংখ্য আনন্দের তুলনায় অনেক সময় অঙ্ক্রমণ শহীত সে, তাহার আর বেঁচার এই রুপক মনে করিয়া থাকে। কথন বা সে তাহার নামের প্রথমে তার-কোণ্ট তাহার রূপকে রাজায়া লেখার তুলিতাকে আদিত্য। তুলিত তাহার হসি-কর্মের বোতলরবের মধ্যে অভিনয়—মান-অভিমায়কের বৃত্তি—রন্ধনবাদ বাধা না দিয়া আনন্দ দেয়। কথন অন্যথার মতো হুলুহুলুহোগে কথন বিরতিতা আচায্যাগু, কথন অভ্যস্ত কাহারু চাতিনী, কথন বা লিখের প্রতি অকারে পুট্টার সদ্ধের উত্তরের করিয়া। নানাজ্ঞায়ের গোপন-মার্গী,—প্রতিপত্তির সন্ধ্যাবন, জীবপিতায় মনের ভাব,—সুখজননে লক্ষ্য করিয়া লে 'নোট' করিয়া যায়। ভবিষ্যৎ অন্যথার অনুসরণে এই শিল্পীর মনন লিখে যে নানাজ্ঞা চিত্রে অদ্ভাবণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, যে-সমস্তকে কহাকেও বিধা-গ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

গড়ের বাহিরের জুতার শুল থাকিবার পূর্বেই অধিকাং হাঙ্গর দিকে মুখ ফিরিল। তাহার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের বিশ্বাস শিষ্যদিগের খোল; আশায় চাড়িয়া শাক-কড়ে সে কলিত, 'এত দেয়ু?' তাহার অগ্রে উত্তর না দিয়া, হাতের ছড়ি ও মাথায় টুঙ্গু টেবিলের উপর রাখিয়া আদীত্য কলিত, '—ও কি গোলয় পড়েছে?' হাতের তল-পাতার পাখাধার একটু ফুলের জোরে চালাইয়া। অধিকাং কলিত, বাবা ত কবর্তাহই আনন্দের যাবার জন্য লিখিলেন তা তুষী থাকে না ত! শিলুমের এখন ত সময় তাহাই! তাহার অধিকাং-স্বপ্ন কাঠরে আদিত্য তাহার প্রতি চাতিয়া দেখিল। সাহসীর অনেক ছোট, বড় জিনিবিনিয়ে সে ময়মন ঠিকো অনন্ত-ভীরু দৃঢ়তে পর্যালোচনা করিয়া যায়, তেমনি করিয়াই সৃষ্টির হৃদয়ের শেষে কেমন
প্রথম পাতার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়েছিল, তাহাই কথা করিয়া দেখিয়া হাসিল; তার কথার উত্তর-ব্যবস্থা কহিল, “চেলা কৃষ্ণু পুজোর সময়! তুমি ত জান, তার সঙ্গে আমার মত-কথনও মিলে। না! গেলে আমিও স্থির গাব না, তিনিও না! নৈতে কৃতি কি ছিল আর!”

অশিয়া গলা খাড়ির। সহজ হৃদে কহিল, “ঝল থাকে চাল। কাপড় কাটাবে না?” আলো তাহদের ভাবিতে হাই টুলিয়া অশিয়া উত্তর করিল, “না,—খাব না, কাপড়ও বল্লাব। তার কারণ, এখনি আমায় আবার বোঝাতে হবে।” অশিয়া বলিল, “থাকে না কেন? কোনও খেচে রুধি?” অশিয়ামার খাঁকি সংস্কারী। অশিয়া কহিল না, খাইনি কেও খাও।” তত্ত্বতে অশিয়া বলিল, “তবে খাবে না কেন?—সেই ছাঁড় হেলে খেচে রুধি কি?” অশিয়া বিচিত্রশবে উত্তর দিলে, তা বলিয়া ব্যবস্থাপত ব্যাপিয়া নেই। তা হেন এমন দেহের তরক করে চাইতে না।” 

অশিয়া রাগের মূল ফিরাইয়া অকুলের কহিল, “খার্ক—ও আর আমার বুঝে কাজ নেই।”

কথা ফিরাইয়া ইইয়া অশিয়া কহিল, “বাবা, তোমার নুতন চুঁড়ি দিয়ে যে বেষ্টি!—খালা মারিয়া তো?” কিছু এর বিল বখন আসবে তখন আর থাস। মনে হবে না। বলেছিলাম ত আমার ও-সব চাইনে।—অশিয়া ঐ কথা বলিলে অশিয়া ওঁ তামে কি”, বলিয়া, যুদ্ধ হাসিয়া পরাই।
বাণিজ্যিক পত্রিকা। ortal ১১৭ নং সংযোগ

কলিকাতা অধিনের মনে যে সংখ্যের মেঘ আঙ্গ হইয়া উঠিতেছিল, অন্তরিক রাত্রে তাহা সুখুম্য সরিয়া যুথান্ত। উষ্ণ হইয়া উঠিল। সর্বমুখিতের সে কহিল, 'কোথায় যাব আমার।?' 'আমার মহারাজা' বলিয়া আবিষ্টা অবস্থায় হইয়া কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া।
কহিল, 'না, আমি একাই যাবে, তোমার বাড়ো। তবেই একা থাকতে পারবে?' বলিয়া অধিন আমার পানে মিঠাইয়া চাহিল। আবিষ্টার একটু মাত্র ভাবিয়া কহিল, 'তা চল যাবে এক কফিমম। অপর কলন। অগ্রিয়ে তুলতে, দুর্লভ মতিন কিংব রাখতে সুখু অনুরূপ দৃষ্ট নয়, বাইরের লক্ষ অংশ থেকে তুষার কেনও হয়েছে আমার ধরাকাত। ঘরের বাইরে হিস্ট্র সেহে বাড়ের বোধ। যদি তা আর কিছু নয়,' বলিয়া দেশ উপরের উপর মাসিকপত্রিকায় ছিল। নাজাতাচা। করিয়া মৃদুভঙ্গ কহিল, 'কিছুই কিছু বল থাকে। যে তুমি চিন্তার নিজীহ।' বর্তমানে মাসিকপত্রিকায় দিকে চাহিয়া আবিষ্টা কহিল,-'বিকল্প! চিন্তা তে তোমার কথাই হবে লেখানো। বিরহের সময়ে এবার লেখায় থেকে যা রচনা করে অনুভূতি পাড়ি দেখানোয়।' তারপর একটি বস্তু মৃদুভঙ্গয় পুনরায় বলিল, 'তুমি তা তান স্বর্গীয়ের নিকে আমি ভাগ্যবান বলেই যেন করি।'

অধিন হাতের বইখান্দির পাতা উত্তাইয়া কহিল, 'লেখায় তুমি লেখায়ের যে কফিম অঙ্গ, সমাহার, অধিকার দেওয়া উন্মত বল—কাছের থাকি—এর।' বাণিজ্যিক মনে না যাইতে। আবিষ্টা বলিল, 'বাণিজ্যিক মনে না যাইতে। এই তার কলিকাতার নতুন পড়ার এই কফিম সার্থ। বাইরের অঙ্গের তা আর তাহীন নয়, এটা সমাবেদন। তাই পুর্বে লেখা আর সহজাতীয় আকার পাতাল তথায়।' অধিন একটি ছোট কফিম নিশানে কেলিয়া মৃদুভঙ্গ বলিল, 'ভালবাসায় কি তাই? এই কি মৃদু বাইরের কথা? সত্যি কি কিছু নেই এর মধ্যে।'

আমি রহি ছিলাম দেখিলেন, ছোট বাইরে বিনিময় গণের বাকি। ছোটের মধ্যে দেখিয়া ইতিহাস গাঁজা যুদ্ধ তিনি কহিলেন, 'আজ গুরু এই! আমার মনে হচ্ছে এসময়ে তোমায় আগেও অর্ক কথা আমি বলেছি। ভালবাসা একটি, মনোরুদ্ধির বিকার, কোন ক্রিয়া কেন—নারী উত্তমন। এর দৌলতে অর্থ বর্ণনা করে সাহায্য হারায় টাকা। অনায়াসে আমাদের পকেটে এদে তোমাদের লেখার সিদ্ধিকে বা গণনাকাপড়ে পরিণত হয়। এ একটি সামরিক মোহমাও। যায়। এই ভালবাসায় ইতিহাস শোনার অন্য পাগল, তাদের নে একটি সামরিক মোহের বিকৃত অবস্থাত কার। নর্সের অল যেমন তিনি বিশেষে দহ করে বেড়ে তাদের সাহায্য তুবিঙ্গে তাদের ভুলে চলে দিয়ে আমার নর্সের বুকেই ফিরে যায়,—এই তোমার মনোরুদ্ধ নিতে ভালবাসায় বান। তাকলেও তা বেশীদিন উপরে থাকে না।'

আরে। একটি উপর। সুপ্রাক্ষেপের মনে বইখান্দির উত্তাইয়া। চলিতে গিয়া হটট গাড়িখারে পড়িয়া নে কহিল, 'গান। কাছাকাছি বেড়াতে গেলে বলতে হয়, যেমন বেশীকাপড়,
ঔপন্নিকের বিপদ।

বন্দোবস্ত শান্তি অন্তর্ভুক্ত বোধ দিলে না।
গুরুত্বে হ্রাস তার রং চার্ট যায়, ভালবাসা
বাধিয়া কিংবা তেমনি পুরণে হলেই এরও রং
চার্ট যায়। তাহ চিকিৎসক হলে এর
চিকিৎসা ও আনেন। আঁকা এই হল
বাসনা, আমি এখন তাহলে আমি।" অভ্যন্ত
পর্যন্তকান্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তীর বিষয় নত-মুখের পানে বারেক চাহিয়া। লইয়া বাহিরে
বাহির বঙ্গ ধারণ দিয়ে অগ্রে হইয়া
না। কিবাইয়া অল্পতাবাদ পুনর্বাচন
করিল,"তে কথা মূল্যবান নোট করে
বেঁধা! দরকারে লাগিয়ে পাবে কখন না
কথন।"

এ রকম ফর্সিয়াই বিদ্যমান অনেক
সময়েই খাটিয়ে হইয়াছে, আমি কিছু নূতন
নয়। তবু তাহার হৃদি ছোট হইয়াছিল কলের
ধার। মনুষ্য যত বর্ণিত ছিল। গ্রাম-
পণে নিজের মনকে চোখে রাখাইয়া অনেক
করেই দে চোখের বিষ বিশ বিশ। তাহার
মন হইয়া, তাহার বেড়ালের গোলাপী রং
নিশ্চেষ্টেই সাদা হইয়া গিয়াছে।

২

জানলার গোলাপী-চিতের পদ্ধতির রং
অক্ষরে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া। আমি।
চাপলি বাহির হইতে ডাকায়া কহিল,-"মা,
যে আলো জেলে দিয়ে, পড়ে গেছে।"
অলিয়া তেমনি উদাস নেতে শৃঙ্খল চাহিয়া
বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

হারের বাহিরে জুড়ার শঙ্কের গুরুত
পৃথ্ব চেষ্টার গহ্বর যেন পান। গেল,-"ধরে
যায়? না, এতে নিখে?" এবং উভয়ের
অপেক্ষা না রাখিয়া অক্ষয়কর গলে গলে ধার
লিলিয়া ঘরে দুকিয়েই অশ্লীল। ঘরে বিদ্রোহে
অক্ষ চিত্তার করিয়ে গিয়া, পরকায়
আশঙ্কাচরণ করিয়া লইয়া স্বীকৃত্তে কাহাঁ
আশী মাটিতে মাথা। ঠেকাইল। গৃহাম
করিয়া উঠিয়া সাঁতারিয়া কহিল, কি আশী।
মন পড়েছে যে বড়!" আগম্য বিনা
আতিহাসিক একখানি কেঠালা স্তরিয়া লইয়া
কাঁক্রিয়া বলিয়া,-"মনে মনে গাড়া সবজি
-ই-ইব, আমার মন হয়েছে উঠে। পাখি
-উত্তরে-পা বি-ই-ইব-ইব-ইব।" সব
ধরে হুঁকিয়া আলে। অলিয়া। বক্ষঙ্ককে
চাহিয়া ঘরে বাহির হইয়া গেলে, অলিয়া
হাসিয়া বলিল,-"গান থামান মুখখুশি মেশাই।
আপনার মনের খবর জানতে ত আমার
বাকি কিছু নেই। তাপি ইম্যানে ছেড়ে
ঠাং যে বড় বালো দেশে?"

মুখগোপাল্য মহাস্থর দেবকৃত্তানে গভীর
মুখ কহিলেন,-হ্রাস আর কই বল? অথু, কিছুদিন থেকে তেমায় দিনর
কাছে এদিন তার হয়ে উঠেছে যে, সে তায়
না নামিয়ে তিনি আর অজ্ঞ এলেপ
করেন না,-এদিন তার করেন পুত্ত।
অগত্যা ছুটি নিয়ে একমাত্র পাটী
ভাড়া করে তাইতে আসা গেছে। দেখা
যাক, মেয়ে গুলোকে বিদের সুখবার কি
উপযোগ করে পারা যায়। তাপি তেমনের
খাপ বল দেখি। অক্ষরে এক ঘর কি
হাছিল? কাম?" "গান-কারো গেলুম কি হাছে?" বলিয়া অলিয়া।
উত্তর পদ্ধতি।
লারিয়া। মূর্তিজালি বাল করিয়া লিলিয়া।
বাজন প্রবেশের পথপ্রস্থ করিয়া দিল। রামের
কহিলেন, "বলুন রূপান্তর করে যার লাঞ্চি,
ফিন বিখ্যাত কাজেও একবারে বুঝি। করেই ক্ষুট করেন না—আমারও এককালে বয়স হিসাবে রে?" অণিমা কছে অণিমার আপন গ্রহণ করিয়া। মুখ হাসিয়া বলিল, "ছিল নাকি মুখের মশাই!—আমি কি দিতে করিনাই আপনাকে ঐ একই রকম দেখিয়।" মুখের মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, "তা হলে তা বেঁচে যেতে অহ! চিরদিন একরকম দেখাটাই না লাগিয়া—তেহার কথা অনে তবু আরও হলুয়। সতির কথা বলতে কি, তেহমায় দেখে আমার তাও ভয়ই হয়েছিল।"

"কেন বলুন ত—আমি কি এমনি ভাবার সেখানে?" বলিয়া। অণিমা ছুটনির হসি হাসিয়া সকলদুক্কে বজ্রমণ্ডলের মুখের সম্মুখে বলিয়া চাহিয়া রহিল। লে কথার উত্তর না দিয়া দেওয়ালে সুপারিণ একবার। নড় এলাকায় করা ছবীর পানে চাহিয়া বজ্রমণ্ডল কহিলেন, "এই রূপে তেহার সাহেব?" আপিমার নীরব দেখিয়া বজ্রমণ্ডল উঠিয়া অনেকগুলা ধরিয়া। আতিনিবেশ সহকারে ছবিখানা দেখিতে লাগিলেন; দোন মত্তত প্রকাশ করিলেন না। ছবিখানা শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া ফেলিলেন, "রাখিলে না? যেই দেখে? তেহার পিণ্ডত তাঁর দেখার শয়তানে জতি করে থাকেন।" লোকটা সেলে তাঁর তািল, না?" সম্‌লঞ্চক মাসিক পত্রখানির দিকে বক্ষকাশে চাহিয়া আগাম। উদাসীন ভাবে কহিল, "দেখিয়া না লোকে কি বলে? রাষ্ট্রান্ধে পত্রখানি কুলিয়া পার উচিয়া। নিশ্চিত হাসিরাম চিনিয়া করিয়া কহিলেন, "লোকের থাকবে তা লোকের মুখেই শেখান যায়। তুমি কি বল, তাই আজে কি।" "আমি"—বলিয়া। সত্বেও কি একটা কথা বলিয়া গিয়া। তখন আমার সংশয় করিয়া। অণিমা কহিল, "পড়ুন না।"

পাঠকের করিয়া বজ্রমণ্ডল দৃষ্টিকোণের বিপ্লবের পানে বক্ষকাশে করিয়া চাহিয়া। লিখিয়া মুখ ছুটি হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"বাং খাসা বলেছে তা? আমি তা হলে গৌরাইঙ্গ টেনার নয়—কেমন? যেখানে যেখানে শয়নর্থ কালী! চীবিত্র অনুভবের এ অসংখ্য শক্তি ও লে কোথায় পালে তাও তা আমার অনন্য নয়!—এ শক্তির উৎস তে সেই ছোট বলের ছোট অম্প্লুট, তা তাঁর মুখের মশাই ইলের বলে ও টেনে পেয়েছে।

সতির অনুমতি—তেহার ঘুর্ণায় দেখে, তেহার দেখে, বড় ডুবুর হলুয়। এই চার বছরে অপরের বলে গেল তুমি! কুমারীর সৌভাগ্য বক্ষকাশে কি সে বলত;—সামায়িক শখে? অনিতা যথার্থ ভাগ্যবানী—কারণ তুমি তাঁর

"তাতে কি আলে যার"—বলিয়া অণিমা অষ্ট্যিয়ের চাহিয়া, রহিল। মুখের মহাশয় বলিল, "তাতে কি এসে যায়?—আমি বলেছি, খুব এলে যায়, বাঙ্গা রাঙ্গাত রায়ে আছি।" "নিছে হারবেন,—না। মুখের মশাই, তাতে আত এখন কিছু আলে না।"—এই কথা অণিমার মুখ হইতে রায়িয় হইলে রজ্জনাথ সিদ্ধ দুঃখে শ্যামদাস ভাবায়ত মুখের দিকে চাহিয়া সংখ্যাপূর্বকে কহিলেন,—"এখন বলে যে? কথন ও আসত তা হলে? কথনটা ঢাকমুক হেল কি না? অণিমা আলো চাড়াইয়া। উঠিয়া। কহিল, "চার বছর বিয়ে হেল,—মুখ হইতে গেলুন,—আবার ও-যদি কি? চা খাবেন?" বজ্রমণ্ডল গভীর
মুখে কহিলেন,—“তাই ত’ অনি, আমারই মুখ। ’চার-বছর-তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তোমরা ত’ এখন তাল্লুক দুই বুটি। আহা! তোমার দিনীঁ মাঝার কবে এসেছে হৃদয়ের উর্ধ্বে হয়ে নি। তিনি ত তোমার চেয়ে আট বছরের; বড় না?—তরু তার বিহার সুকুমার চুড়া আর হিসের রেসলেটে, তাকে তেমন মানায়, লুকাতে মাথা। আর কত্তানেগারে ভাই, কিছুই তাটে মানাতে পারে না। তুমি, বিধি দায়ে করে। তার বুদ্ধি সময়ে উপকর্ষিত, এই সত্যটুকু বিশিষ্ট দিনের পার্থিব হয়ে আসী এবং হৃদয়ের নিম্নে তার আঘাতের প্রতি তেমন কঠিনায় রেহাই পাই। আর আদিত্য কি হয়েছিল। নিকটের, বায়ুচুম্ব গুস্ত কাটিয়ে এলেও তাকে গোপনতে বাড়ি ডুমুর দেয়ানের গলাধাক। কেন দিক নিশ্চয় জুড়ে ছিল না।” আলিম এবার রাগ করিয়া সততাপতাই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া হাতাবায় উপকর্ষে করিলে বজ্রানাথের বাণী কহিলেন, “না—না—নন্দন। এইবার খাজির কথা। অনি যে তোমার নিতে এসন্দ তার কি হবে বল দেখি? তোমার বিবি, অনু নিক, তেতুলি সব তারে তারের মাসীমার আদে বায়ু হয়ে পড়েছে। এমন এসন্দ তার কর্ত্তায় নিয়ে বায়ু। তা’ হোল না, তা হলে। তোমার রেহায় কথা—সাখেরের কিছুতে অনেক বাজু হয়ে। তুমি তা হ’লে ঠিক হয়ে যেক, কাল থেকে যোগ হয়ট। এস তোমার নিয়ে বায়ু তোমার দিয়ে ইচ্ছাট। একটু লজ্জা হয়, অবশ্য উভয় পক্ষের মতো থাকুন—“বলিয়া মানিতে আত্মে আত্মে চুড়া ঠুকিয়া” বজ্রানাথের মুখ মুখ হানিতে লাগিলেন। তার আদিত্য অফল প্রস্তাই উত্তাহে। হয়েছে মুখস্ত করিয়া অমিতা কহিল, “আরই আমার নিয়ে চলুন মুখছে ম’শায়_কতবিন দিনেই বেদিনি, বলুন ত’?” গতি অনি, অনেক বিন!—

সেও বড় বাজে হয়েছে,—কিন্তু রুলাঙ্কির অনুপস্থিত হইয়া বায়ুস্থিত্বে করিয়া নিয়ে পলায়নেই রুলাঙ্কির তাইন-সারে বা তারেন-সারে হয়ে না ত’। কাল নিয়ে অনি নিয়ে আস্বে। সাখের বাড়ী থাকেন কেন সময়?—অর্থাৎ তার দেখে পার টিক কাটায় এলে বল ত’? মুখস্ত-পাদায় মহাশয়ের প্রের খানির অপেক্ষে অনিরস্ত অহিংসায় অতিথিত। তা বে খাচ নিয়ে ভাড়া তারটা কহিল, “আরই কেন নিয়ে চলুন না? কেউ কিছু বলুন না—কেনেন তখন। গেলেই বা কার কর্ত্তা?? রক্ষণ তোমরের অনিত্য করিয়া কহিল,—“সর্বনাশ! অনি সাহিনকে—তুমি কি মুখ্য মাঝারে দিয়ে ‘তুমি না’ লঙ্ঘনায় চাও না—না—না—সাহিন আজ আর না, কাল। কিছু ক্ষতিটে কার নেই কেন জনি? গৃহীতী-সীমার গুহ সে ত অর্থায়ণে উপযোগ। গৃহীতীর বনবাদের ব্যবস্থা দিয়ে ও বল কষ্ট নেই।” তাছাড়া মাথা হেসাইয়া অমিতা কহিল, ‘ভাই তাই খাজ্জন পুলিসাজ নির্দেশায়,—বনবাদ তাই আমারই ব্যবস্থা।’

রক্ষণালাহ মুখ হানিয়া কহিলেন, “ও, ভাই রাগ করেছে,—কর্ত্তা খানি লেখায়।”

“আর তার কি জনি? জনি ইচ্ছে! ভজন নীতর রাখে। কামানেকে প্রাত নিয়ে মনের পাক্ষিক কর্ত্তী প্রাক্তিক মুখই হয়ে প্রথামে উপলঃ। সাখেরের খাড়া থেকে বুক খাদ্য—

৩৫
গানের অনুলিপি

কেদারা—মধুমান।

কি সুখ ওই মদির নয়নে।
মন ভূত্ত আকুল লোভে ধার, তাহারি পানে।
মরতে কি স্বরে কোথায় আছি জানি নে।
মুখুল মাহীতি তরল লালিগ অবশ অলস পরাগে।

কথা ও শুরু—শ্রীকৃষ্ণবিবেক ঠাকুর। অনুলিপি—শ্রীমতী মোহিনী লেনগুপ্ত।

II সং—না না। ধণ্ডকাপা ধণ্ডা ধন্ধা ধন্ধা ধন্ধা। আপা আপা আপা আপা।
কি হু হু হু হু হু হু হু হু হু।

| মা গা মা গা মা | মা মা মা মা |
| মা মা মা মা মা |

| যা গা পা পা পা | পা পা পা পা |
| মা মা মা মা |

| অপা অপা অপা অপা | সং সং সং সং |

| সং সং সং সং |

| সং সং সং সং |

| সং সং সং সং |

| সং সং সং সং |
জীবন কান

সবাই মুখে বলে,
মনন্দন ওদের এক গাইবে আলি গান।
রাজার সভাতলে,
সন্ধ্যা হয়ে এলে,
দেশ-বিদেশের পুরুষাশ্ম বাকু বৃদ্ধ যুব।
ছুটল ডালে ডালে,
রাজার সভাতলে।
নানা রংয়ের বেশে
দেশভাঙ্গে বেশায় হবে কালোয়াতি গান
ছুটল ডালে এলে।
পিয়ে সবাই শেফাবে
বিশাল কাজ অল্পত মনাই এলে গীতে গীতে
নিতম্বন্দের গায়ে
বেশার রাখার বলে।

- সন্ধ্যা হলে পার।
হাত পায় ছুড়ে রাজিন নেড়ে হঙ্গ হল গান
সবে বলে বারে বারে
“আর—হরের কি বাহার
তালমানের জামা এখন রোমিঙ্কে আছে,
তবে গানচ্যা বেঁড়াই ভার,
গলাচরিয়া গান।”
একসে সবাই গীতে
শিশু কাতি কুচ কুল একতারুটি হাতে
কো আসে ঘরে?
আর—এ বে পারিবার হবে?
সবাই বলে— “বাই বাজ তোমারে গাইয়ে।
হবে গান।
রাজার সবাইরে।"
পিুতুলিকাপ কাব্য ও নিবিধ মূলচণ্ডা। - সুযুত্ত হরিকেশ দত্ত এধি।
একাদশ অধ্যায়ের দশটা শ্লোক। মহুয়া ২১৬, বাঙ্গালী মাস মাস ১১০ পার্থ।
স্থানীয় গৃহপাতক ও সমাজ ব্যাপারে ব্যায়াম।
তাহার গ্রন্থে সমীক্ষিত কৃত্তির কবিতা-গুলির মধ্যে একটি গ্রন্থনাটিয় সমাবেশিত হইয়াছে যে, তাহার ব্যপ্তিপঞ্জ সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে তাহার আবক্ষি শাস্ত্রান্বয় চিত্ত অনুভূত হই।
এই গৃহস্থ ও সুন্দর জীবন প্রকাশনার মাধ্যমে সাধারণ শোক দেন মুখসহিত কাব্য। বিদ্যমান শোকিত।
বিশ্বাস করিবার প্রাপ্ত গ্রন্থ পুস্তকগুলীতে তাহার শুন্তকৃত হইতে উৎপাদিত করিয়া লেখায় যে, শোকের উদার বিশ্বঃবিদ্যমান শোকিত হইয়া যায় সুন্দর সংবরণ করা।
তাহার পক্ষে হৃদয়ের উত্থান হইয়া উঠে।
কবিতাগুলির মধ্যে সাধারণ শোক দেন মুখসহিত কাব্য। বিদ্যমান শোকিত।

ব্যক্তির শোকের শেষদিন নরনে লিখিত কবিতার নিয়ে উক্তি হইল।

"আপনি মুখ নাই? কে আর সেখানে বসে, তোমাকে তোমাকে অম্বাগৃহীন বিশ্ব-বোধভাষা-গন্ধ।" কে একত্রে জানে নাই?
সম্বন্ধের আলোক মাথা, উদ্দেশ্যে বাসে জীবনে পাথুর, পথে নদী নদী জীবন পাথুর, উদ্দেশ্যে বাসে জীবনে পাথুর, 
একত্রে নদী নদী জীবন পাথুর, উদ্দেশ্যে বাসে জীবনে পাথুর, উদ্দেশ্যে বাসে জীবনে পাথুর, উদ্দেশ্যে বাসে জীবনে পাথুর, 

তোমার পানে পানে পানে ছি ছি ছি ঘৃমায়ে পানে, কে পানে পানে তোমার পানে?
আমার মের হাই! মের হাই! 

অটো চুল চুল বর্ধিত, অভাগায় বিচিত্র কে তারে “তাই তাই তাই”?

২১১, নে রঙ্গগালিনী টীকা, ছাপঘরের প্রেসে হবিনচন্দ্র সাহিত্য বাংলায় মূলিত ও
সুযুত্ত সর্বোচ্চ দাস কব্য কর্তৃক, ৩২ নং একাদশ বাণী নেন হইতে একাধিক।
পামাবোধিনী পত্রিকা


"পামাবোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত করতে বিদ্যমান হতে পারে।

ষষ্ঠী তারিখ। উদ্যোগপত্র দত্ত, বি, এ, কর্থুক প্রকাশিত।

| ৫৬ বর্ষ | ১১শ কল। |
| ৬৬৭ সংখ্যা | ৩য় ভাগ। |

আরদার্পণ
( রাধিকী তৈরী।)

যে আলোয় রবি জগন্ধে প্রভুত
সেই আলোয় নাকে ছাও,
হ্রদ তুমি হলুড়ায়,
হ্রদ পানে মম চাও \\
যে আনন্দে পায় উঠে গায়িয়া
নবীন আলোকে পুলকে ছাইত্য,
যে আনন্দে তরু ধরিল কুম্ভ,
সে আনন্দে মোরে দাও।

তরু গাহে কলগীতি
মন্দীর' বনবীষি,
সরীব উঠে মহুরীয়া
আকাশে ব্যাসে নিতি নিতি।
ওগো। হ্রদ আমার ভায়া মাও,
পুলকে আলোকে ভাড়ায়ে যাও,
এস হে মাধ, হ্রদয়সনে ভায়া
বোম-সম চিত্তে তাও।
রাজনির্দেশভঙ্গ বড়াল।

অক্ষানন্দ পীত।
( পুষ্পকরণের পর )

কুঁপি খেয়ে, কায়ত্ত জিহ্বা, কুঁপি খোলায়তে।
মনে কুঁপি তপ্যক। পুদ্ধার্থে স্বন।

যদি ব্রতপরাধী সেবন করি, তবে
শরীরের ক্ষেপ উপস্থিত হয়, যদি স্তোত্র পাঠ করি, তবে ব্রহ্মন্দের ক্ষেপ উপস্থিত হয়, যদি ধান-সমাধি করি, তবে মানসিক ক্ষেপ হয়; ( কিন্তু এই সকলের ধারা। আমার...
বিষ্ণু গল্প নাই, কেননা, আমার বর্ণনের
 ভাষাতে কোন উপচার বা সমৃদ্ধি বটে না;
কিন্তু এই সকল তাগ করিলে, কোন ক্ষতি নাই;
কেননা কৃত্তিম শরুরের কাম্প অসম্পর্কের আত্ম এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট না হইলে
থাকিয়া আত্মব্যতাস অবহান করিতেছিল ২।
কতু করিপনি সৈব তাহারা স্বভাব তত্ত্বতে।
থা যত কর্মে মানুষ তৎ কর্ম্যাদে
থাকিয়াম হয় ৩।

কিন্তু ইত্যাদি প্রার্থনা যে সহকর্ম কর্মে
বিপুল হইল, তাহাতে আমার পরমাশ্রয়:
কোষ্ট্রাকর ক্ষতি বা ভোক্তাক ঘটে না,
ইহা ভিন্নপূর্বক কর্ম যাহা। কর্ম্যাদে সমুপ্রস্থত হয়, তাহাই করিয়া থাকিয়া অব-
হান করিতেছিল (অতএব তা ভিন্নপূর্বক
কোষ্ট্রাকর ভয় বা ভাবনা রাখিলা না;
কেননা, কৃত্তিমন্ত্রের কথা কোন প্রাকর
লাভ বা প্রতি অসম্পর্ক তথা কিছু তাহা
রাখিলা না) ৩।

সংসারপ্রোতে বিভিন্নমূর্তামান্তে থাকিয়াম হয় ৪।

এগুলো বিভিন্ন মানুষ অর্থাৎ নির্দেশ দিতে পারে (কেননা, মৃত্যুতঃ আশা
নির্দেশ, অতঃপর ঐ বিচারের ভাবত: কোন
প্রয়োজনই নাই), কিন্তু আমার দেহের
আইন সংসারগ নাই, বিষয়ে কোন নাই;
অতঃপর আমি থাকিয়া থাকিয়া অবস্থান
করিতে ৫।

পরস্পরের ন যে মিত্র গতি ন শরণম ন।
জিন্তাম জন্ম রহিয়া অসাধারণমায়
থাকিয়াম ৬।

আমার মোহটি থাকিল, চলিতে
থাকিলে অথবা শয়ন করিয়া থাকিলে,
কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনও নাই কষ্টিও
নাই; অতএব থাকন যে অবস্থা উপস্থিত হয়,
ৰীত্তাং চল না নির্দেশ, সকল অবস্থাতেই
আমি থাকিয়া থাকিয়া অবস্থান করিতেছিল ৫।

পরস্পরের নাতি যে হাইন দিনায় দিনায় দিনায় দিনায়।
নাশোজ্ঞানী বিশাদে অন্তরে অন্তরে
থাকিয়াম ৬।

কিন্তু এই তে আমার কর্ম ক্ষতি নাই, যদি কর্ম হইলেও আমার কর্ম ক্ষতি নাই,
(কেননা, কৃত্তিম চৈতন্যতামাল আমার লাভ,
ক্ষতি অসম্পর্ক), অতএব সকল প্রাপ্ত হন-
শোক তাগ করিয়া। আমি থাকিয়া থাকিয়া
করিতেছিল ৬।

স্বভাবিকাত্মকতামান ভাবাধ্যতমাসূত্রে থাকিয়াম ৭।

সকল পরাকারে বজ্রঃ সুন্ধরত্বদিকের
অন্তৰ্দ্ধিতা বা অপারিত অবলম্বন করিয়া গুট
এব অতএব এই উভয়ই তাগ করত: আমি
থাকিয়া থাকিয়া অবস্থান করিতেছিল।

ইতি অধিকারের গীতের রয়েছে এবং
মধ্যে।

চতুর্দশ প্রকার ।

প্রাক্তন্ত্র শুভীচিত্তে যা প্রাগাদেশবাসবান।
নিরজিতে বোধিতে ইবাদাস্বাভাবিক হি ছ।

১।

যদি বিভাগত: পূর্বচিত্তে, কেবল প্রাগাদেশ-
কর্পের প্রাগাদেশত: সাংসারিক বস্ত সকল
অবলম্বন করেন, এবং বাহার নিজ ও
সাগরের অবস্থা তুলনা-প্রাপ্ত, তীহাতুসারাঙ্গের
ভোগ করিয়া হইয়াছে ১।
ক ধনাননি ক বিযুক্তি ক মে বিষয়সমন্বয়:।
ক শাখা ক ধ বিজ্ঞান যথানা গলিত। স্পৃহা ২৫।
যখন সকল বিষয়ে আমার বাধনা আকার ও তুষ্ট সমূহ বিনিয়োগ হইয়াছে, তখন আমার ধন, আমার নিদৃত্ত, আমার ধবণ, আমার বিজ্ঞা, আমার শাখা, আমার বিজ্ঞা—এ সকল
কোন? ( কর্মরত্ন বিষয়-সকল ইত্যাদি-
গণের তেজ ও বাণ্য হরণ করে, এমন
তাহারা ক্ষুদ্রসূক্ষ্ম)। ২।
বিজ্ঞানে নির্দিষ্টগুণে পরমাণুনি চেষ্ট।
নির্দেশে বিদ্যুক্তে চ ন চিত্তাকুলে হয় মন।৩।
যেহ, ইত্যতিও অষ্টকরণের সাক্ষী
( প্রতি ) অর্থভিজ্ঞান পরমাণুর আন হইলে
বসন্ত ও মোক্ষ কোন বিষয়েই আবশ্য থাকে
না; অতএব মুক্তির উপ কোন চিন্তা,
ব্যাথা বা ব্যতি, কিছুই থাকে না। ৩।
অতীবকল্পনীয় বিভিন্ন ভঙ্গচারিণী:
আকারকে দর্শনতা সাধারণ এ বজ্রতে। ৪।
অষ্টকরণ কর্তৃক সকল বিষয়-বিকল্প-পরিধি-
শৃঙ্খল ও বাহিরে প্রকাশের ভাব যথেষ্ট অচ-রকারিত সহায়তার সেই সেই উপাধি তপন্ত
কার্যকারণ জানেন। অতএব সেই উপাধি
অনিবার্যরূপে পরমাণুর লেখ প্রকাশ করিয়া গারে না।
ইতি অষ্টকরণের শাস্ত্রাচার্যগণের
চাপুষ্প প্রকাশ সমাপ্ত।
পঞ্চর প্রকাশ।
ব্যাখ্যাতাপন্থায় কৃত্তার্থ সম্প্রতিক্ষমন্ত।
আলীমনি বিশালগুলি পরত্ন বিমূঢ্যত।৫।
ব্যাখ্যাতার সত্ত্বশিক্ষা পঞ্চর বিমূঢ্য কৃত্তার্থ
হয়, কিন্তু অন্ত যাহাদের রূপক
জাগরণী অথবা তম্মলী) তাহাদিগকে
মরণ পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়াও তাহাদিগের
আকারকের জান নষ্ট করে না, পরস্পর সে-বিষয়ে
আন্তর্ভক্ত করি নাই। ১।
মোহী বিষয়ধৈর্য্য বদন বৈধবিকে নাই।
চতুর্দশ বিজ্ঞানে মূলেজানি তথা সন্ধু। ২।
বিষয়-সহকারে আসক্তি না করাই অথবা
বিষয়ের সহকারে আসক্তি ধারকী বদন।
ইহাই
সুর বৈধব্য-বিজ্ঞানের সার। এখন তোমার
শাখা রূপক ধার ফাঁস কর ইহাই। ২।
বাগিয়াগ্রঞ্চকোদোগ্রলে বলন মূর্ম্মালায়।
করাত তত্ত্ববোধিনয়তত্ত্বকে কৃষ্ণবিস্তার
লোকেশ্চিত্তে নির্ত্বাক মহাবিকাশে মূর্ম্ম
করে, মহাপঞ্চকে নিম্নেসিক্ষ্ম করিয়া
মহাদোগালী পুনর্জনকে অলস করে। অতএব
ভূগবাদবাসনম ব্যাপক তত্ত্বকের উদয়
ইচ্ছা করেন না। অথবা তত্ত্বজ্ঞানী বিষয়-
ভূগস-সহকারে মূর্ম্ম, ভাব ও অলস হন। ৩।
ন বং দেহো ন তে দেহো তোভাক করি ন
ভাবন।
চিঙ্গারোহি সহায়কী নির্পেক্ষঃ স্বৰ্গ চর। ৪।
( যে শিখা, ) তুমি দেহক নহ, বিষয়
দেহও তোমার নহ, তুমি চরিত্র; অতএব
তুমি কর্ণকের চরিত্রতাও নহ, কর্মকার্যও
নহ, তুমি বিশাল সকল বস্তৃর মূর্ম্ম
বস্তৃমাণে আছ। অতএব ত্রী, পুঁত, বিষ্ণু
অভ্যস্ত সকল বিষয়ে নির্পেক্ষ হইয়া স্বৰ্গে
চিরন কর। ৪।
রাগিয়াহো মনেদোহো ন সমাদৃত করাই।
নির্ভাগৃহোর বোধানো। নির্ভাগৃহোর স্বৰ্গ চর। ৫।
বামারোধিনী পত্রিকা ।

(হে শিল্প, ) রাগ ও হে মনেরই ধর্ম, তেজার না; এবং মনের সহিত তেজার কথার্থ কোন প্রকার বাতাশ সত্যতে নাই; তুমি সবর্বশ্রম-সংক্রান্তি-বিভক্ত করায়, তাহা হই তুমি বাতাশ বাক্য বিচার কর।

সবর্বশ্রম চালান সবক্ষতাতনী চালান।

মিছায় নির্বাক্ষা নির্মাণ হইবে তোমার ইতি।

আম সকল প্রাণীতে অবিশ্ব ও সকল প্রাণী আমার অধীন—ইহার জানিয়া অজ্ঞাত ও মন্ত্র তাহ করিয়া সৃষ্টি হই।

শাসন শুরু হইতে তর্ক হইয়া গিয়া সাগরে।

তত্ত্ব ন চন্দ্রেশ্বরের নিষ্ঠার ভব।

সাগরে বিশ্বের তর্ক উক্তি হইয়া সেই দুই সাগর বাহাদে এই বিশ্বের উপকরণ হইতে ও লয় হয়, তাহা তুমি—ইহাতে কোন সদ্বেষ নাই।

অতএব হে চিন্তাশ্রম শিখা, সবর্বশ্রম সত্যপূর্বত।

প্রসন্ন তাহ প্রসন্ন নারী মওব কুরেও তোভ।

কল্যাণে ভগবাননা আছ প্রক্রিয়া পরে।

হে তাহ, তুমি প্রকৃতির অতীত মানবশ্রম সর্বশ্রম আমায়—এবিষে পুনর্ববিশাল সাধন কর, কোন স্বপ্ন বা বিপরীত বুঝি করিয়া না।

সুনৈঃ সংবেদনে দেহষ্ঠিত্যায়িত যাইতে চ।

অন্ত ন গভী নাগণ্য কিমেক্ষুশোচিত।

বিগুল হইতে উৎপত্তি চতুর্বিশিষ্ট-তন্ত্রেল সেই সংসারে অবস্থান কর, উৎপত্তি হয় বা নাই হয় ; (আম নিদ্রা ও সবর্বশ্রম), ইহাসংসারে আসে না, বায়ো না; অতএব (সেই মুখ্য, অন্য প্রকৃতি ধর্ম ইহাতে আন্তরে করিযা) কেন কোপেক্ষ্য হয় ?

হে মহাশূন্ত কল্পনায় গমনব্যাপার বা পুনঃ

c
কি বিশ্বক ক চ বা হারিণ্ডর চিন্তাশ্রম ইতি।

হে কল্পনা পরিত্যাগ করুক, অথবা অদায় নি হইহয়, (হে শিল্প ) ইহাতে তেজার কর্ত্ত, রুক্ত, কিছুই নাই; কেননা তুমি নিতান্তের শ্রম।

ইহাতে বন্ধন হইতে পাপোভাব।

কেহই আদী নিশ্চিত হইতে দুর্লভ হয়ে।

তম জীবনোক্ষেপোষ্ঠে বিশ্বীচিত প্রভাবত।

উদয়ে রাত্রিরায় ভব নতে দূর্লভব।

কেহ শিখা, তুমি অনন্ত-চৈতন্যবিশ্বশ্রম ;

ইহাতে বিশ্বের তর্ক চতুর্বিশিষ্ট উদিত হইকান বা আলোচিত হইকান, তাহাতে (নিতান্তের শ্রম) তেজার পথতান ভুক্ত হইয়া।

তাহ চিন্তাশ্রমে এক তেলে ভুক্ত হইতে হয়।

অতে কর কথা করা হয়েণ্ডায় বিজ্ঞানে।

হে তাহ, তুমি এক অন্য চৈতন্য শ্রম, সাধনে আপনা হইতে ভিন্ন অন্তরের কিছুই নহ।

অত কে, কি-জন, কোনো, কি গৃহ বা তাহার করার কল্পনা করিয়া ?

একবিদেশে চাহিয়াছি চিন্তা শান্ত হয়ে।

কুটীতে জান কুতোত কঠিনাবহ এব চাস ।

হে শিখা, এক অক্ষ শান্ত নিয়ম চিন্তাশ্রম তেজার জান বা কোনা হইতে হইতে ? কম কি বা কি করিয়া সম্পাদন অহরায় বা কোনা হইতে আসিবে ?

হারাতো সাধুশক্তির প্রতিভাব।

কিন্তু পৃথকৃত খন্ত ভাকাতু নূতনপুস্ত।

শ্রোত বলেদ, বাজু, নূতন প্রভূতি শাক্তার শ্রদ্ধা হইতে অন্তরিক কিছুই নেহ, তুমি তুমু যাহা, কিছু যে দেখিতেছ, তাহাতে তুমিই প্রতিভাভ হইতেছ, এ নকল তেজু হইতে অন্তরিক কিছুই নেহ।
হিন্দুর তীর্থনিবন্ধ

সর্বাধিক নাই বিভাগগতি সম্বন্ধে।
সর্বমাত্রে নিধিবিধ নিঃশ্লেষণ সুবীর ভব ॥ ১৫॥
'ইহা আমি', 'ইহা আমি না'—এইরূপ বিভাগ আধুনিক ভাবে কর। সত্যই আমি,
এইরূপ স্বর্গ করিয়া সকল প্রাকৃতিক সাধন ত্যাগ
করিয়া সুখি হও ॥ ১৫॥
তরবাঙ্গ-কান্তে। বিংশ থেকায় পৌন-বর্ষে স্বভাব-কান্তে নাম সর্বাধিক নালাইল চ
কথন ॥ ১৬॥

হে শিখা, তোমাই অচেনানবস্তঃ এই বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে, পরমার্থরূপ তুমি
একমাত্র আছ। তোমার বাতিরিক্ত সংসারী আত্মা অসংসারী আত্মাকেই নাই ॥ ১৬॥

তারিক্ষিরমিদঃ বিভিন্ন কিংবা কিঞ্চিত নিশ্চিত ৷
নির্বাসনং কৃত্তিভূতং ন কিংবা শাম্যত মুদ্রাং ॥ ১৭॥

এই রূপ আত্মতীন্ত, বাতির বিচ্ছিন্ন নহে—এইরূপ স্বর্গ নিঃশুল্য যাহার হইতেছে,
তিনি সকল প্রাকৃতিক বাসনার্থিত ও অকাশ-রূপ হইয়া কেবল চৈতন্যলূপে সাক্ত
হয় ॥ ১৭॥

একান্ত ভাবজীবী দর্শনীয় ভাবিত হউক।
ন তে ব্যতীত মকোর বা রূপকৃত্যঃ

মুখ্যচর ॥ ১৮॥

হিন্দুর তীর্থ নিবন্ধ

বর্ণনাসঙ্গম হিন্দুর পক্ষে অতি পরিষ্কৃত হয়।
এখানে গঙ্গা ও ব্যাপ্তি উধ্যে মিলিত হইয়া-
ছেন। এখানে যে সকল মন্দির দেখে যায়
ভাবে সকলকে বৃহৎ নাম আদিকেশব।

অদিকেশব অতি কেহ নহেন—ব্যাপ্তি বিচ্ছিন্ন।
মন্দিরটি একের নির্দিক্ত ও বিশিষ্টভাব। আদি
কেশবের বালী শাম এবং ইনী চতুষ্কৃত।
মূর্তি দেবতার যজ্ঞ বটে। বিশ্বীহারুটে
হামারোধিনী পত্রিকা।

দুই হাত। চারিটা হতে শর্ত, কাঠ, গাছ ও পাথা আছে; এগুলো যৌগীর। মুষ্টির দুই পার্শ্বে অর্ধে বিজ্ঞান নামে দুইটি পারিশের প্রতিষ্ঠা আছে। আদিকেশেরের মন্দিরের উত্তরে একটি প্রাচীন ও দীর্ঘ ধারায় বাসনইবনের শিখরের মন্দির অবস্থিত। শুনা যায় যে ইং ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় আদিকেশেরের মন্দিরের বঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে ১৮৩০ সালে উহা পুনরায় হাস্য হয়। প্রশিক্ষণে লেখা আছে যে মাথ ছুড় উদ্দীপন দিয়ে আদি কেশেরের পুজো করিলে সাত জনের পত্র মূল্য হয়। আদি কেশেরের মন্দিরের আভাসের পূর্ণাঙ্গ মূল্য আছে। মন্দিরের ছাত্রার ১০টি গুরুর উপর প্রশংসা। ইহার নিয়ে আহরণে গুলি বিগ্রহ আছে, তথ্য সমুহের এবং জনসাধারণের নাম উল্লেখ যোগ্য; প্রথম সিবিল ইরান এবং বিদেশী চুক্তির ব্যক্তিগত। এখানে সভাপতির পার্শ্বদণ্ড আছে। মনিকিন্তু ঘাটে অশ্রুপুর পাথার দেখা যায়।

বর্ণা সজ্জার ঘাটের উপর পুরাতন ভবনের নিদর্শন আছে। ইহার কিছু দূরে লাভার নামক অতীত মুসলমানের একটি রূপে গোর দৃষ্টি হয়।

রাজারাজের সেক্টরটি দেখিতে অতি সুন্দর।

1 রাজা সজ্জার ঘাট 8 বাজার ঘাট 15 সকালবাজার ঘাট
2 রাজবাট 9 শিবলা ঘাট 16 রাম ঘাট
3 প্রতিবাংল ঘাট 10 রণক্ষীর ঘাট 17 আরুশর ঘাট
4 মিনার ঘাট 11 দুর্গা ঘাট 18 পৌষেলা ঘাট
5 মিলেডমান ঘাট 12 দুর্গা ঘাট 19 গতামালাম ঘাট
6 মহম্মদ ঘাট 16 পশ্চিমলা ঘাট 20 সুন্দর ঘাট
7 মাস্টার ঘাট 14 মাদবরাম ঘাট 21 সৌমিয়া ঘাট
<table>
<thead>
<tr>
<th>নম্বর</th>
<th>অংশিক ঘট</th>
<th>অংশিক ঘট</th>
<th>অংশিক ঘট</th>
<th>অংশিক ঘট</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22</td>
<td>মধুকরিকা ঘট</td>
<td>32</td>
<td>পান্ডে ঘট</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>চিত্র ঘট</td>
<td>33</td>
<td>শূরী ঘট</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>রাক্ষসকেল্কুরী ঘট</td>
<td>34</td>
<td>সন্তোষবর ঘট</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>ললিতা ঘট</td>
<td>35</td>
<td>রাজা ঘট</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>মীর ঘট</td>
<td>36</td>
<td>নারায়ণ ঘট</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>মানমিনির ঘট</td>
<td>37</td>
<td>মনসরেবর ঘট</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>দশাশরেধ ঘট</td>
<td>38</td>
<td>সোমেশ্বর ঘট</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>অহলা ঘট</td>
<td>39</td>
<td>চৌকিঘট</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>রাজামহল ঘট</td>
<td>40</td>
<td>কেদার ঘট</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>চৌলট ঘট</td>
<td>41</td>
<td>ললিত ঘট</td>
<td>51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

বারাণসী ধামে যে সকল মেলা হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে,—

পঞ্চাঙ্গে মেলা কার্তিক মাসে, চৈতন্যে হৃদ্রামুভূতে নবরতী মেলা, ৩রা চৈতন্যমুভূতে বৌদ্ধ মেলা, চৈতন্যে রামমুভূতে বৌদ্ধ মেলা, বৈশাখ মাসে বড়গগণ মহারাজ নবগঠিত চতুর্দশীর মেলা, জগন্নাথে গোলা চতুর্দশীর মেলা, মেঠাং চতুর্দশীর মেলা, মেঠাং চতুর্দশীর মেলা, ১২ই চতুর্দশীর অধিবাটে গোলার মধ্যে শান্ত যাত্রী মেলা, আষাঢ় মাসে পঞ্চাঙ্গে মেলা, ১৫ই আষাঢ়ে চৌকাটে নানা পরিচয় মেলা, শুক্তারু পুরুষদের মেলা। এবং প্রতিবছর বৃহত্তর মহারাজ বৃহত্তর মেলা, মেঠাং মাসে এতি মঙ্গলবারে হৃদ্রামুভূতে হৃদ্রামুভূতে মেলা, মেঠাং মাসের ১৫ই নাগরীয় নাগ পঞ্চরাত্মা, মেঠাং মাসে ঈশ্বরারু এবং শুক্তদের কর্ম মেলা, ভারতের ১৪টা বড়গগনন্দের মধ্যে বেলা চৌথ মেলা, ভারতের ১৪টা বড়গগনন্দের মধ্যে বেলা চৌথ মেলা, ভারতের ১৪টা বড়গগনন্দের মধ্যে বেলা চৌথ মেলা।
বাস্তবাত্মার প্রক্রিয়া।

নিবাসধর্মী মেলা, দাতানাম চোলী, চোলো মাসে দাতাব্যাধি ঘটাতে দ্রাক্ষি মেলা, চোলোর পর মোক্ষবাস হুঁয়া মেলা, বুড়িহাজ পর অপরে মেলার ক্ষেত্রে মোক্ষ মেলা হয় থাকে।

রামার কাছে আসে। তারার মত একায় সারাংশ হলেন করেন। সারাংশে বৌদ্ধিকের একাকার কীটিকার ছিল। যদিও এক তাহ লোগ পাইয়েছে তথ্যায় বিহার, স্পুত, হিবস্তন নেটা থায়। এখানে বৌদ্ধির উদ্দেশ্য সৃষ্টির অভিদ্যেষ্ম দৃষ্টি হয়ে থাকে। সারাংশের চতুর্থটি দেখিয়া বাধা ছিল।

হাবলী পরনার দুজনাদ হুমিলিত অবস্থায় একটি সাহস। ইহা দর্শন। উপকূলে অবস্থান। পরাক্রান্ত অর্থাৎ একটি নাম সরু। অবতারাধারের সেরূপ বাহা নন্দন পরগারে যাইতে হয়; অবতারের অজন্যত্ত্ব ২১৮৪।

সেরূপতে একটি মাধুর্য ভূমি, দশটি সংখ্যত পাঠ্যরচি এবং একটি ইন্সটিটিউট আছে।

পাঠকৃত্তির রহস্যগুলির নাম রহস্যাবাধির নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। পাঠাবাষ্কৃত্তি মন্দির যায় পরিচালিত।

অন্তর্যাণ এক প্রতানন সহর। স্মরণীয় মধ্যে অন্যতম প্রথম। স্বর্ণহংসের রামচন্দ্রের ইহা জগতেন। এই স্নান তাহার রাজ্যাবশেষ হয়। রামচন্দ্রের ইতিহাস সকলই জানেন; তথ্যায় সংক্ষেপে কিছু বলা অশেষ।

আজ্ঞা রাখার মুতুতে তপ্তত শরখ রাজার চর্চা অনুসারী সিংহাসনার হইয়া সারাংশ হলেন করেন।

নামকরণ দশধর্ষ বহু উত্তাক আর্যাবর্তি-মেলায় জন্ম হইয়া তিনি অগ্নিতপন্ন হন নাই। শৌর্যবীর্য ও কার্যবীর্যে তিনি অতি মানুষী ছিলেন। তিনি রাজ্যকে সকল রাজ্যকেই বংশ করিয়া সমৃদ্ধমূল্য ধরেন স্ত্রোতে হুঁয়া থাকে। রাজ্য ছিল। কবেল দৈবধূতকার শতং অনপ-তাত হংসেই চিরন্তন তাহার চিঠ সাক্ষাত ছিল।

হাবলী দর্শন অনেকগুলি রাজ-কর্তব্য পানিশ্রী করেন। তাহায় শোষাল।

কোণাল রাজকাস। কোলশাল, মধ্যম কেকাদেশীয় নির্বাচন রাজ্যদির অধিকার কেকাদেশীয়। কেকের, আহ শুদ্ধ নিমিত্ত রাজ্যবৃন্দ। শুদ্ধ, এই তিন মহিলার সর্বাঙ্গে।

এ অভিন্ন কথন, তারমধ্য, মহিলা, বাপি, তারমধ্য, নাগাদিপি ও ইন্দুরীয় অনেকের রাজকর্তার ক্ষেত্রে বিবাহ করেন।

কিন্তু কোণ গড়েই সাক্ষাৎ হয়। নাই—কবেল শাস্তি নামে এক কর্তৃকাত হইয়াছিল। সেই কন্যাকে প্রতিপালন করিতে ব্যাধিতা অঙ্গনের গোগাড় রাজকে এনান করেন।

বিভিন্ন উল্লেখ কথার উল্লেখ শান্তির পরিণাম কার্য সম্পন্ন হয়।

এই কথার দর্শন কতৃক প্রাপ্ত হইয়া পুনর্নির্দ্ধারণ করণ। অন্যান্য এরুপ। তিন রাজ্যের প্রতি চর্চা গড়তে পার্লামেন্ট করুন।

সঞ্চিত গড়ে চাইতে শান্তি হয়। কোলশাল। গম্ভীর সর্বজনীন শুদ্ধ কেকাদেশীয় শুদ্ধ, মধ্যম গর্ভীর ভরত, কমিঃ গম্ভীর সর্বজনীন শুদ্ধ কর্তৃক অভিপ্রেত করেন ও শত্রুর উপর ঘোঁড়া হয়।

শত্রু শুদ্ধ মহাযুদ্ধ,
শক্রের ভক্ততার হয়েন। এই চারিপুটারের অর্থত চরিত্র, আর ভবিষ্যদ্বাণ। মহার বাক্যার্থে রাম জন্মের পূর্বে রামায়ণের চরণ করিয়াছিলেন, এই সকল প্রত্যাক্ষ হওয়ায় সকল লোককে তাহাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবানের অভিভাবক বলিয়া বিশেষ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্রবদ্ধমানী মিনিত নামক রাজা মিঠিলা নামে এক নগর স্থাপন করেন। আধুনিক

ইহার নাম বিত্ত এই মিঠিলা নগরে সেই সময়ে সীরামজন জন্ম করিয়া এক মহাভারত রাজা ছিলেন। তিনি মহাযোগী, যোগ-ইত্যাদী রাজনীতিকে পরিচিতি হইয়াছিলেন।

এ জন্ম বাক্যার্থে কর্ম্ম করিবার কালে মুখ্যত। হইতে এক কাহারূপ লাভ করেন।

তাহার নাই সীতা, তত্ত্বজ্ঞ জন্মের আরও কর্ম্মান্তর ছিল। রামচন্দ্র সেই সীতার পাণী পাণী করেন এবং অভিযুক্ত, উত্তরিত প্রতিতি এর তিন কারণ সহিত ভক্ত, কর্ম্ম ও শক্রের বিবাহ হয়।

অনন্তর মহারাজা দাসরথ রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার কালে তৎপ্রতিযোগী পার ভক্ত জননী বীরাজীপুর ভক্ত রাজ্য বিদ্যমান অন্য হোক করেন। তাহার কারণ রাজা বীরাজী কালে রাজ্যে অধিকৃত করিব বলিয়া পূর্বে প্রথিত করিয়াছিলেন।

এই বর্ষ বাচিয়ে বিচার এক বর্ষ বীরাজী ব্যবহার ও পরিপাক বর্ষ ভক্তের রাজ্যের ভিতরিক অর্থায়ণ করেন। তন্মধ্যে রাজনৈতিক মহা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল।

কিংবা ভক্ত তৎকালে মাতৃমহাদেবের অধিকার

করিয়াছিলেন। মহারাজার সত্যপ্রশংসায়, তাহাকে সঞ্জীব বিচিত্র করা। আমার কোন মতেই রামায়ণ নহে এবং সর্ব্বত্র নিম্ন না হইলেও রাজ্যের শাসনকর্তার পার্থিবত করিয়া চীরবিজ্ঞ আত্মাথার পূর্বক নীতিতে দুঃখক্রমে গমন করেন, তাহু ভেদাভাবের হারান লক্ষ্য ও তৎসমীত্বার্থী হয়।

পরে পূনঃপুনঃ বিভিন্ন শক্তির যাত্রা সংসারের পারিয়া কেবল রামায়ণ লক্ষ্যে দিশায় যাত্রা নাই নাই পন্থা সীতাকৃতি সহ তাঙ্কা করিয়া স্বল্পকৃতি গমন করেন।

তৎসমে অর্থে অভিব্যক্ত হইয়া মাতৃমহাদেব হইতে ভক্ত স্বর্ণ গমন অনুপাধ্যায় আগমন করেন। আপতি হইয়া রাজার সর্বনাশে দেবি এবং প্রিয়তার যোগ্যতা রাম নির্ভর করিয়া প্রভাব করিয়া অভাবে দ্বিতীয় দুঃখ এবং ভক্তি সহ ভক্তি তাঙ্কাকে অপরিচিত বিষ্ণু বিষ্ণু আগমন করেন।

পারিয়া চিন্তকে রামনের শরণ আগমন হইয়া তাঙ্কাকে অনেকের সংকল্পের আমিতে যখন করিয়া, কিংবা রাম ভক্ত তাঙ্কার ভক্ত সহ হইলেন।

অনন্তর ভক্ত রামচন্দ্রের সুগুণাঙ্গ তাঙ্কা অনুপাধ্যায় প্রভাব হইল।

এই পারিয়া কাসফ রাজার সাক্ষাতে সংহারিত কর অপনি অসাধ্য খামার পূর্বক নীতিতে রামকার্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাম ভক্ত, সত্যু, নীতা নির্ভিতীয়ের দূরভাবে সত্যাপন সংহার করিয়া লাগিলেন। এই বর্ষ বিরাজ নামক এক রাজ্যের চুম্বনকৃত নিমন্ত্রণ করিয়া একাত্মকার্যে 

দূরভাবে সত্যাপন
গয়াবেঙ্গী পত্রিকা। — [১১শ ক-৩য় ভাগ]

গয়াবেঙ্গে উপস্থিত হন। অতি শ্রীমতীর
হইয়া মিনুর শ্রীমান লক্ষ্মেক থাকিনি অবশেষ
ধার ও হাতটি অপর শাস্ত্র শ্রীমান প্রসন্ন করেন।
তথা হইতে পন্নকালে তাহার কবর কর্তৃক
আকাশ হন। পরে কবরের দিকে করিয়া
গোপালী তারে পক্ষটি মধু উদঃন্নিতি
করিয়া। তথায় রাসকরতঃ অনেক সময়ে
সমক্ষ পাইল। অরুন তৎস্থারের নাম
পুণা-সেতারা হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ ঐ আশ্রম
গতি হইয়া শ্রীমান লক্ষ্মেক রূপান্তরিতে স্বর্ণের
শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চিতি অগ্রাহী রূপাবাং ধারাতরুর উৎপন
শ্রদ্ধা প্রমাণিত হইল। জ্ঞানীকর ধারাতরুর
নিশ্চিতি একাঞ্চল প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামচন্দ্র
গতি হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের ধীরতা লক্ষ্য শালিত
করে। গোপালীর ধারাতরু রামের নাম
ভাঙ্কন হইল। তখন শ্রীরামচন্দ্রের

শ্রীরামচন্দ্রের বিশিষ্ট সিভিকের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের নাম সহিত স্বর্ণের
সম্পর্কে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের
নিশ্চিতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বর্ণের

রাশিতপতি রামের শিলাকে বিক্রম
ছিলেন। তাহার বৈষ্ণবের হর্ভি ধনাইপতি
কুঠার। শুভ্রাণ বলা বাণ্ডল নাম রাসের
কোষাগার পরিপূর্ণ ছিল। তিনি শরীর বর্ধিত মহাবীরের পুরুষ। তাহার পুত্র গৌরাবিন সংগ্রামকৃত। তিলক-লোহার অচেত ছায়া। মহাবীরের কুশল কুশল এবং বিদ্রুপিত অনেকানেক কৌশলকারী যার নিজস্ব শিক্ষক ছিল। তাহার অভিযোগী এক এক একের শিক্ষার জগৎকে সমর্পিত করিয়াছিল। একুশ বহুদ ধননীয় সম্পদ রজং রজং রাজনীতি ধরিয়া জয় করিয়া। অর্থাৎ জিলোকান্তিতে একুশ করিয়াছিল। নাগর ছায়া অতি উজ্জ্বল, ছায়ার ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ও অধ্যাপিত ছিল একুশ। একাকুশ রাজনীতির দৃষ্টিতে ছিল যে নির্মাণ করিয়াছেন। সহায়তায় শক্ত ছায়া পুষ্প বৃহৎ রাজনীতির অন্য করাতঃ তিনি রামের শহীদ যুদ্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঈরানচক্র বিভবেণ প্রমুখ গৌণীয় সন্নাট হইয়া রাবণের নাগর উক্ত করিয়া সমবলে রাজসাধিতের বিনাশ করতঃ হুর্শ্বল লক্ষ্মীরকে একসঙ্গে ছায়ার করিয়াছিলেন। সর্বশেষ রাজন হইলে বিভীষণের তৎপূর্বীকরণ করত গৌণীয় পুনঃ আবহায় আগমন করেন এবং চারি ভাই একাকুশ দিলিত হইয়া। রাজকীয় করিতে নাগর লাগিলেন।

পুরুষে জনিতির অংশ যে রাম-রামের আজার কোন উত্তে বা আত্মবিশ্বাস, জন বোঝ, অকাল মূখ্য ছিল না, নিঃক্ষণ লক্ষ্মীরকে প্রাণ কালায়মন করিয়াছেন, সর্ববশ পৃথিবী পরিপূর্ণ, অভিপ্রায় বা অনাবৃত্তাদির সত্য ছিল না।

লক্ষ যুদ্ধের উপকূলীয় সংগ্রামকুল দক্ষিণাদিতের পরিকাঠামো অভিপ্রায় হইয়াছিলেন। সর্বানুগাম পশ্চাদ রাজন্য জন করিয়া তদানীন্তন শীঘ্র করিতে নিহত। করিয়া মৃধার রাজন হল, বিভূত সঞ্চিতে রামজান্তিবক্তব্য ছিলেন।

(ক্ষমণ) 

শ্রীসতী হেমনন্দকুমারী দেবী।

বসন্তে।

(১) 

দিনেন হাতমার প্রথম পরশ 
লাগল যখন ক্রোধ, 
কান্ত আধার চোখে গেল 
পুলক-মোহের টানের 
ফুলপত্র মর্মলিঙ্গ, 
নরীন্তর মৃতাঙ্গ, 
আকুল চন্দ্র গুঞ্জল 
আগন্ত যুদ্ধে মনে।

(২) 

প্রভাত এল হেলে হেলে 
সোনার বরণ বরে, 
হেলে উজ্জল আগমন করে 
ছড়িয়ে সারা পথে।

দিনেন যুদ্ধের খেলা পেয়ে, 
মত পবন চেয়ে যেয়ে, 
কি বায়ুত এল গেয়ে 
যোগন শেত শেতে?
আস্ত্র-বিস্ফূর্তি

হেম। অমি আপনার মত গ্রহণ করে।

(পূর্বোকাশিতের পর)

হেম। অমি আপনার মত গ্রহণ করে।

নবজীবনের নমিকের বাদি।

নরেন্দ্র ও হেমচন্দ্র

নরেন্দ্র। আপনাকে পেরে আজ আমি

ধূম স্বরূপ হয়েছি। আপনার মনন বিকল্প

লোক একটি আমি অনেক দিন ধরে খুঁজে

চিলে। ঐতিহাসিক আমার আশা

পূর্ণ হয়েছে। এতদিন আমার উদ্যোগের

লোকের মনস্তত্ত্ব-সাধন করে

অর্থে প্রয়সে পেয়েছেন।

নরেন্দ্র। ও কি বললেন? আমি

আপনাকে বলে মন কর্ষণ করি। আপনি

আমার প্রতি তাকে তোলেন।

হেম। আমি আদৃশ সঙ্গে যুক্ত করে

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি। আপনার মত

লোকের অনুগামী পাগলের, এ আমার প্রচ্ছ

সৌভাগ্য।
নরেন্দ্র। এই যে জাম্বু এসেছে। হেমচন্দ্রকে দেখাইল। আমার ছোট ভাই একে পাঠায় দিয়েছে। আঁধার থেকে আমার বিষয়ের সময় তার এর জন্য। তুমি এর তথ্যাগত কর্ম। দেখবে যেন কোন বিষয়ে কোন দিন এর কোনও কথা না হয়। উদ্যোক্তরের বাণ্য বাণ্যটি। এর বাণ্যের জন্য দেবে। লোকজন, জনিবিন পাত, ধরা যে দরকার হবে, তা তুমি সব ঠিক করে দেবে। দেখে দিয়ে এসেছেন, যেন কোন কথা না পান।

জহ। যে আঁছে। (গুরুগতি) ও—
বাণ্যের। কে আমার নবাব বাণ্য? 
এসেছেন, তার জন্য এত বড় বন্ধুবন্ধু? চাকরি 
করে এসেছে, মাইনে নেবে, চাকরি, তার 
জন্য এত কেন?

নরে। (স্বরচিত) দেখুন। 
হেমছবু। আপনি এর কাছ থেকে কাজ- 
পাত সব রুবে নেবেন। ইনি হচ্ছে আমার 
একজন পুনর্বারে। বিশিষ্ট লোক। আমার 
মানবনিষেধের মূর্তি পার্থক্যে ইনিই 
অপতত্ত্বে কেঁদে কঠিনেছেন। কিন্তু এক 
বড় চেটার কাছ ইনি এক পেরে ওঠেন না।

ইনি আপনার সহকারীরেণ খাবেন।
আপনি এর কাছ থেকে কাজকর্ম কাজফত 
সব দেখে হুঁতে নেবেন।

হেম। যে আঁছে।

আহর। (গুরুগতি) আমি প্রবীণ লোক,
আর এটা একটা ছোঁড়া। বললই হয়, আমি 
খাক্ত এর সহকারী হয়ে?

নরে। দেখুন। হেমছবু। কাজকর্ম 
করো লিখ কতক আপনার বড়ই বঠ হবে।

বিষয়-সম্পর্কের বড়ই গোষ্ঠান হচ্ছে আঁছে। 
পুরাণে। মানবনিষেধের মারা গেছেন, তারপর 
বাবা। মারা-গেছেন, আর উপযুক্ত লোক 
পাইনি, নিজে কিছুই রুঁজি না, বাণ্যের আঁধারে 
ছেলে ছিলেন, পুরে ফিরে আমাদের করে 
বেড়াচ্ছিলে, ও-সব কিছুই দেখতুম না। একে বিষয় 
নিয়ে তারী সুমিষ্ট পড়েছিলে। আমনদু 
ইত, আকাশকালীর বাণ্যের বিশালী লোক 
পাওয়াই যান না। যে যা পাচ্ছে তাই, 
কচ্ছে, পাঁচচাঁদে লুট করে নিচুে।

হেম। আঁছে। কেরী আমি কিছু দিন 
আপনার কাজ করে, সমস্ত বিষয় চরম 
করে দিতে পারে।

নরে। নিশ্চয়ই পারেন। ধার্য বিশালী 
লোকের হাতে পড়েল অনেকানেকেই 
আমার বিষয় চরম হয়ে যাবে। আর্মি 
মান্তারের মুখ দেখলে মান্তার চিন্তা পারি।
আপনার ঐ সৌধ মুঠানু আপনার হৃদয়ের 
তার স্পষ্ট প্রাঙ্খ পাচ্ছে।

হেম। এ আপনি এথানে আমার এশানা 
কঠিন। আঁচে আপনি দেখুন, আমি 
আপনার কি-রকম কাজ করে করি।

নরে। আমি ত বলেছি যে, আমি 
মান্তারের মুখ দেখলে মান্তার চিন্তা পারি।
আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার মত 
লোকে আমার মান্তারের কর্মে এসেছেন।

হেম। (গুরুগতি) লোকটিকে দেখে বড় 
ভালো লোক বললই মনে হচ্ছে। কিন্তু মান্তারের 
সময় ও অসুদীর শুণ্য কর্মের বিশাল পায়। 
আমার এখন বড় দুঃখর, আমি না বিশ্ব কি 
করেন।

নরে। চলুন একটু বিশ্রাম করেন।
আমি ওর সহকারী হব? আমি গুরুণ চাকর, আমাকে মাযানন্দী দিলে কি কৃতি হ'ব? কি লোকশান হ'ব? আচ্ছা, আমিও একবার দেখুই। সেখান করেই হোক পাকী ব্যাটকে তাড়াতাড়ি হবে।

[ প্রহার। ]

বিন্দীয় দৃষ্টি।

[ হেমচন্দ্রের বাটার সংলগ্ন পুনরায়। ]

——রম।

রম। মাহুরের এক জীবনেই কত পরিবর্তন হয়! দেহের পরিবর্তন, মনের পরিবর্তন, অবশ্য হওয়ার পরিবর্তন, কত পরিবর্তনই হয়! অবশ্য শুধুমাত্র কিছুই বলে যায় না। কি রমাকে আমার কি আমানুনী কথা হয়? কি কথা করা হয়? যতই কাজ করে থাকা হয়, ততই কাজ হয়। তখন সেই কথা ভুল না করে থাকা হয় না।

তা কি অপমান! সেই কথা একবার করে দেখু না, ভুল না করো। আমাকে একবার কথা করো, প্রথম করো, তবে আমার মনের দিকে চেয়ে থাকু।

কি অশ্চন্দ্র! আমি আমার কথা না করে, তবে আমার কথা করে থাকিয়ে দিও। এটা অন্য কথা না হয়, তবে আমার কথা হেঁষ না।

[ রম।]

রম। আমি যেন আমাকে শুনিনি।
রাম। কী কথা করে যাই কি।
ঐশু। ( রামীর হাত ধরিয়া) কেন করে রাম।
রাম। মনে আর কোন বলতে পারিব না। বোধ হয়, তুমি আমাদের যথাস্থান করবেন না।
ঐশু। কৃষ্ণ কি এই কথা?
রাম। ( নীরব)
ঐশু। বল রাম। বল আমাকে তাল বাস কি?
রাম। তোমার কি আমার জন্য মন কেন করবে না?
ঐশু। আমার কেন করে বলবে রাম। মন ত কোনও দেখাবার নয়, যদি দেখাবার হত তাহলে দেখাবার;
[ স্বীকারের প্রবেশে।]
হুবে। আমার কি যাচ্ছে সে। এতদিন আসেন নি কেন এ রাম।
ঐশু। বড় বাড়ি ছিল একটা কুঝুরি আসিনি কেন, রাম?
রাম। তুমি কাদিন আসিনি কেন?
ভাল আছে তুমি না।
ঐশু। হা রাম, একজামীয়ের জন্য কবিন ভালী বাহি ছিল একটা, তাহি আসিনে পারিনি না।
রাম। একজামীয়ের শেষ হয়ে গেছে না।
ঐশু। হা, হয়েছে।
রাম। একবার বলেন আসিনে?
ঐশু। আসিন। আমি না এলে তোমার মন কেন করে?
রাম। [ নীরব]
ঐশু। বল। রাম। আমার জন্য মন কেন করে?
হয়েছে ! একাকীর সঙ্গে একটি ক'রে কথা করেছি ? আমি মাথাকে সব বলে দেবে।

এখানে। কেন রাম! আমাকে পর মনে হয় যুক্তি?

রাম। না, না, তা নয়।

আবে। একাকীর হরিকাঙ্ক। আমাকে একটি কাকাকুকা বিন দিয়েছে, বাড়ীতে
সবুজ আপনাকে দেখায়।

প্রস্তুত। চল যাও বাবা।

হয়েছে। দিবি, এই না? সঙ্গে হ'বে এল।

রাম। তোমরা যাও। আমি একটি পরে যাচ্ছি।

হয়েছে। হ্যা, দিবির কেমন এই দোষ !
এখানে এল পরে দিবি আর বাড়ী যেতে
চায় না। উঠোন ক'রে একটি বলে ধাক্কাব',
ভাবব, কাঁদে, গান গাইবে। চল্লু এক্সুল
বাবা! আমার যাও।

[ হয়েছে একথাল হাত ধরিয়া।
টানিমা লইয়া গেল, ]

রাম। সুবোধ বলছে মিছে নয় ! এখানে
এলে আমার আর গতিবায়ি বাড়ী যেতে এইচে
কেন না। এ আগাল বড় হনদ! সহজের
যুদ্ধ বাটাস বইচে, ফুলগুলি কেমন একটি
একটি ক'রে ফুটে উঠোন, দাঁড়ায় চার
উঠোন, তাহাঙ্কালি কেমন একে একে অল্পে
উঠোন, আহ কি হল মজ্জা ? এই বেবেতের
উপরে একটি বসি। বাবা আমার মোজ
এখানে বলে দেখানে।

[ সময়ষ্টেরের বেঙ্গল উপরে বসিয়া। ]

বঙ্গবন্ধুর সেটি সবই সুন্দর ! একবার
চুপ অদ থাকে, একবার চুপ উঠেছে,
একবার দিনের আলো চলে বাজেছে, অত
দিকে সম্রাটের অম্বকার উক্ত দেখেছে। কেমন
হল ফুল ফুটেছে, ফুলের সুন্দর: মরের
কি কুপটি হচ্ছে। চারকিলের আ尤为দির
শঞ্চিত বধু। বাজেছে ! এই সমবেলে ভাগনের
নাম কর্কার বড় উপায়কৃ পরে ? তাই
আবার সন্তান-বন্ধনের ব্যাপার ক'রে দিয়েছেন।
সমতল দিনের পরে মায়ে এই সময় একটি
ভাগনের নাম ক'রে মনে পাশ্চাৎ পায়।

[ রাম গাহিতে লাগিলেন ]

মায়ে ফুল-পরিমল ভাগ-হার পরি গলে,
এস রঙে। সন্তানের নেদে। এস ধরাতলে।
রূপক-সরাসরি লেগে,
অনিল যেতেছে ব'রে,
তোমার পূজার তরে, হুমদ ফুটেছে অল।
ছড়ায়ে কিরণ-রশনি,
শব্দে হাজ মন-হাত-হাত,
এস সুতি। দেই এস বেঁস পত্তি-পতলে।

[ উদ্যানের প্রতীর অতিক্রম করিয়া।
গয়নন্দনের পরভাগ ও
গোবিন্দের অবশে। ]

গোবিন্দ। বিভিন্ন, বেশ গাইছ দে।
বাবুর মন একবারে তর-ব-র করে দেবে !
পাঠি। চুপ, শালা। চুপ। এখনে
কোন কথা নয়।

রাম। ( তীর্থ হইয়া দৃষ্টির বিক্ষ্ট। )
কে তোমরা ? এখানে কেন এলেছ ? এ
বাগানে কি করে চুক্তালে ?

পাঠি। [ গোবিন্দের অভিজ্ঞ। ] কর্মস- কর্মান একথায় ? শীর্ষার মুখটি বেঁধে রেঙে।
শীর্ষে এখনি ঠান্ডে।

রাম। কি ? তোমরা আমাকে বাধবে
কেন ? বুদেন,- বুদেন,- অক্সু বাবু—
গোব। আর প্রফুল্লবরু নয়, এই—

পায়ির। গাধা, কি বলচি? গৌরেন্দ্র কাজ শেষ করেন, দেরি হ’য়ে গেছে!

রমা। হায! কেন তাদের সঙ্গে গেলুম না?

[ রমার মুখ-বন্ধন করিয়া উভয় রমাকে ধরিয়া লইয়া গেল। ]

[ আশ্বিনের প্রবেশ ]

অধু। রমা! সঙ্গা হয়ে গেল মা, একলাট এখানে কেন বসে রয়েছিলো?
( দৈর্ঘ্য) রাজ, রমা তুমি এখানে নেই। কোথায় গেল? হবোধ যে বলে এখানে বসে আছে। তাইত, কোথায় গেল?

[ দুইটাই প্রবেশের প্রবেশ ]

হবো। মা, মা,—দিদিকে কাঁরা ধরে নিয়ে গেল!

আর। সেকিরে? ধরে নিয়ে গেল কি?

হবো। কি জানি মা! কাঁরা ছুঁজন দিদিকে বেঁধে জোর করে গাড়ীতে তুললে!

অধু। কি সর্বনাশ! তুই চট্টলিন। কেন কি হবে?

হবো। আমি দিদিকে তোকে নিয়ে যাবার জন্য ফিরে আসছি, দেখুলুন, গেটের ধারে কাঁর গাড়ী ধাঁধাটি রয়েছে। তারা দিদিকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, আমি চট্টলিনে উল্লম্ব, কেউ মনুর্তে পেল না। সেখনেই কেউ ছিল না, মা জান? 

অধু। কি হবে? ভগবান! এক করো?

আমি কোথায়?—চলে গেছে?

হবো। মা, বাড়ীতে আছেন।
নীলক্ষ। দাও। (পান করিয়া) কিছু ভাই, আজ আমার কিছুই ভাল লাগছে না। পারি এখনও ফিরব না!

হারা। ভয় কি চাহ। এখনি তোমার আমার সম্ভাবন আলোক কর প্যারিটিড উদয় হবে।

নীলক্ষ। না, হে না। যে কাজে গেছে, কি জানি কি করে আসবে। আমার নন্দ।

হারা। কুচুপোন্তা নেই, বার গাব।

নীলক্ষ। তুমি যাই বল না কেন, আমার মন বুকছে না। ভয় হচ্ছে। আশায় নিরাশায় প্যাগাটাট তমুলুক কিছু হচ্ছে।

হারা। ভালা মোর ভাই রে! বিরৎ-

শর্মন শয়ন করে সুন্দরীর সুখ-পরাধমিনি ভাবু রিকি?

(রমাকে লইয়া প্যারিটিড ও গোবুধনের

প্রশ্নে।)

পারি। এই নাতু বন্ধ! তোমার বহ-

কালের আশার তিনিষ এনেছি মনশাল ঠাত।

কর। হেমন্দসের আসানের প্রতিশোধ নাতু।

নীলক্ষ। (অগ্রসর হইয়া) এমনো? এনেছ? কি করে পেলে? কেমন করে আনলে?

পারি। হাঁ—হাঁ! আমি আসমান থেকে

চাড ধরে আমাতে পারি বন্ধ! এ তো কো-

লহে। আমি যে কাজে গাব, সে-কাজ তি

কখনও নিফল হয়, দাদাও?

(রমার বন্ধন মোচন।)

হারা। বাহবা! এ কেয়াম চিন্মু, শর্মে

না মজের?
রম। ঐ কি, এ তোমার আমাকে
কোথায় আনুলে? আমাকে এখানে কেন
নিয়ে এসেছ? 

প্যারি। হাঁ—হাঁ! তোমার আজ 
বিয়ে হন্দ্রী, বিয়ে! এইবার যত পার ডাক 
তোমার এফুল বাবুকে। যদমান সাধা 
নেই যে, এখান থেকে তোমাকে টেনে 
বার করে। 

রম। কে তোমার? কেন আমাকে খোঁরা আনুলে?
আমার সম্প্রতি ত তোমাদের কোনও 
শক্ততা নেই!

হারা। আছে লৈয়কি? পৈঠক একবার একটি আছে।

রম। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে 
চেড়ে দাও। আমাকে রেখে এস।

গোব। হাঁ, রেখে আসবার অজ্ঞাত 
এত কষ করে ধরে আর আমি হল।

হারা। এগুলি এস বলমান, এগুলি 
এস, বাবুর পা, টেপে দাও।

প্যারি। না, মওয়াজ, আলাপ কর।
[ প্যারি ইয়ার দক্ষে চলিয়া যাইতে ইসারা 
করিল তাহারা যুথ-উজ্জ্বলী করিয়া।
চলিয়া গেল।]

মণ্ডল। (জড়ি যতঃ) এগুলি—এস।

রম। এত তুষি?

মণ্ডল। আমাকে চিনিতে পার না?
আমি মণ্ডল!

রম। মণ্ডল। এ নাম আমি কখনও 
তুমি নি। আমাকে তোমার কি প্রয়োজন?
মণ্ডল। প্রয়োজন আছে যাই কি!
একম জিতিয়ে কার না প্রয়োজন থাকে?

রম। পরিহাস করোনা, তোমার 
পায়ে পড়ি, আমার চেড়ে দাও।

মণ্ডল। পরিহাস করিনি। সত্য কথা 
বল্লু। কাছে এস, মন কেরেছিলে 
তোমাকে দিয়ে পা টেপার, কিন্তু সেখান থেকে তুমি 
পা টেপার উপর মেস না; তুমি রুক রাখিয়া 
জিনিস। এস এসসে এস, (অগ্নির হইয়া) 
কথা শোন।

রম। (পশ্চাৎপদ হইয়া) বিনা অপরাধে 
কেন আমাকে বেঁধে আনুলে? আমি ত 
তোমাদের কোন অনিভ করিনি। আমাকে 
ছেড়ে দাও,—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে 
ছেড়ে দাও।

মণ্ডল। কাছে এস, ভয় কি? আমিও 
তোমার মতন মাংস।

[ অগ্নির হইয়া রমার হাত দিতে কেল।]

রম। (তৃতীয় পদ্ম হইয়া) মাংস? 
তোমার মাংস? অসহায় বালিকাকে এতি 
ক'রে ধরে এনে এত অপর ক'রে, তোমার 
মাংস? তোমারা পাপুরও অথম।

মণ্ডল। (সক্রোধে) কি? ছোঁটমুখে 
যোগ কথা? আমার ঘর দাড়িয়ে, আমার 
মুখের উপর এতি উজ্জ্বল। দেখি, কে আমার 
তোকে রক্ষা করে।

[ তৃতীয় অগ্নির হইয়া রমার হাত ধরিল।]

রম। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রম। ছাড়, শীতোষ্ণ ছাড়। যদি 
নিজের মন চাও তবে এখনও বল্লু হাত 
ছাড়। মাথার উপরে ইসার আচ্ছান, একবার 
উপর দিকে চেয়ে দেখ। এত অপর্য্যন্ত তুমি 
কখনও লইবেনু না।

প্যারি। ওরে বাবা! ছুঁড়িয়ে রথ৷

শোন।
যীষ্ঠ। একটা কথা বলি শোন, কেন ইচ্ছা করে অপমান হবে?
[ রমায় হত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল ]

রমা। রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর,
কে আজ অল্পহায় বলিবাকে রক্ষা কর।
গুরুসানূ। এ আমার কোন মহাপাতকের ফল?

মীর্জা। কোথায় যাবে হুদতি ! এই
রাজর হস্ত আলে। ক'রে তোমার ধর্মেতে
রবে। কত দিন ধরে চোটি ক'রে, তবে
তোমার পরিচয়, অনেক দিনের বাসনা
আপু পূর্ব করিও।

রমা। ওগো। কে কোথায় আসি,
আমাকে পিণ্ডচর হত থেকে রক্ষা কর।
[ মীর্জাদের হত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়ে
লাগিল ]

[ ছুটিয়া লীলার প্রবেশ ]

লীলা। তবে নেই, বনু। আমি আছি,
( রমাকে জাড়াইয়া ধরিলেন ) আমি তোমায়
রক্ষা দিবো।

মীর্জা। একে তুমি এখানে ফেলে,
মেয়েহাসও?

লীলা। ( রমাকে দেখিয়া ) এবো তুমি
রবে চরণ সাবধান, এ এখানে ফেলে বলিতে পারে।

মীর্জা। ওই আমার দরকার আছে।
তুমি যেন সে ঠাকুর সাবধানে তোমাকে
ফেলে। যখন তুমি লীলার চল যাও।
তুমি এখানে কি করতে এসেছে?

লীলা। আমি না। তাই নারী মন্তব্য, 
সাতির সত্যি কীতির এই রক্ষা করিতে 
এসেছি।

মীর্জা। তু—তারি আমার রক্ষণকর্তা।
ধাল চাও ত চেরো নিয়ে চল যাও।

লীলা। না, কিছুতেই যাব না।
মীর্জা। কি? যাবি না?
লীলা। না।

মীর্জা। পাবি। শীগুরি এর হাত
হত থেকে মেয়েটকে ছাড়িতে নাও ত।
( পাবি লীলার কাছ হইতে রমাকে
স্তন্য আনিতে যাইল। )

লীলা। ( লীলা বিশ্বজিৎ ও যুদ্ধ- 
শিক্ষার সহিত বলিলেন ) খপরার। নীচ
কুলঘাতের।

পাবি। ( চাকিয়া উঠিল ) ও বাবাই,
এ ছুটি যে আমার আগুনের কুটি।

মীর্জা। এখনও তার করে বলি যাও,
চল যাও।

রমা। ( লীলার প্রতি ) তুমি কে তা' জানিনা, তুমি দেহ হও, তুমি দেবী, আমাকে 
রক্ষা কর, আমায় চেরে চলে নেও নাই।

লীলা। না, তাই যাবি।

মীর্জা। কি? এখনও গেলে না?
( লীলার হত ধরিয়া স্তন্যের ) চলে যাও,
দৃষ্ট হও।

লীলা। তুমি এই বলিবাকে ছেড়ে
নাও আমি একে নিয়ে চলে যাই।

মীর্জা। বাবা, তাই দেও। তোমার 
কৃত্যেই ত, একে এদেশে।

লীলা। তবে আমি ও যাব না।

মীর্জা। কি? যেখানে জামাহের একবার 
আস্পর্ধ। কিছুতেই করা চন্দ্রি নি?

লীলা। তুমি আমার বাবা। আমি 
তোমার ধর্ম-পায়ী, সাধ্যবিচিত্র, কিছুতেই আমি 
তোমাকে এ পাপ করিতে দেব না। এ পাপের 
হত থেকে আমি বেদন করে পালি তোমায়,
রক্ষা কর্ণে। কিছুতেই আমি এ বলিকাকে ছেড়ে দেবো না।

মৃত্যুর। বেটে? তবে দেখি, কি করে রক্ষা করে পারিস।

( ধাক্কা দিয়া লীলাকে ফেলিয়া দিয়া 
রমাকে আঁকেরও করিতে উদ্যোগ হইলেন। )

রমা। রক্ষা করণ ওগো তোমাদের পায়ের প্রায়, আমার ছেদে দাও।

মৃত্যুর। তাল কথায় কেউ নয়! এখনও বলিত আমার কথা শেষ নইলে-

( ইত্যাদিরে গ্রন্থর বেগে কষ্টের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া) দৃষ্টিচিত্রে মৃত্যুরের গলা 
চাপিয়া পারিয়া।

এরূপ। নইলেই। নইলেই, কি করের বল ? আর কে কথা বেরকে না?

[ পার্বতী অবসর বুঝিয়া সরিয়া পডিল। ]

মৃত্যুর। ( ফোটিকিতি ও)—মরে গেল মরে। ঘোর গেল মরে, কে তুমি ? ও—উব—

এরূপ। ( পুষ্প চাইয়া) চিনিতে পার, কে আমি ? মানি বাধা, তুমি এতদুর বেড়েছে ?
এত সম্ভার তুমি কে, এতভিত্তির মেলে, 
যাকে নিজের বনের নতন দেখা দেখাইত 
তাকে বুঝিয়া পেয়ে নিজের বাড়ীতে ধরিয়া 
হে তার উপরে অস্তাবচার করিতে যাত। 
ভেবে দেখ দেখি, তুমি কি ? তুমি কি একটা মায়া য দেখিয়া অপলাশিত করিয়া, রাতে 
তোমার চিত্তকে পাষাণ লোক পুরুষের 
পায়ে না! তোমার চিরিত্র তোমার বাড়ীর 
মেয়েরাও তোমাকে সেদের ঘোষায় দেয়। 
এততেও তোমার একটা বর্দ্ধ। করে না?

কি আর বলিব তোমায়, তুমি উপদেশের অনেক বারে।
ভানন। ভীতি নাই।

তখন তুই ভাকিস মোরে তখন তুই ভাকিস মোরে
বায়র তপুল রাখুর থেকে বায়র তপুল রাখুর থেকে
ভাবন। ভীতি তুলে বায়র ভাবন। ভীতি তুলে বায়র
ও তুই ভাবন। ভীতি তোল।

ঝাঁকাতের ভীষণ থাটে ঝাঁকাতের ভীষণ থাটে
বিধানে তুই মধুর হেগে বিধানে তুই মধুর হেগে
চালায় তীরী ভাই।

চালায় তীরী ভাই।
গোধ রাতে তিনির ঘন গোধ রাতে তিনির ঘন
থেক চাইতে আকাশ তল, চাইতে আকাশ তল,
চায়িদের সত্যিগত।

ভাবন। ভীতি থাবে ঘুরে
ঝাঁকিমে ভাবনায় ঘুরে
ভাকিস মোরে মনের মাফি
ভাকিস পরাণ ভরি।

৩৫৪

ব্যাবরবিনী পত্রিকা।

লীলা। ( পড়ারা গেলেন ) মার, মার,
থেকে খেল, পালের দায়ে আমি মিলে খোদা
বলুন না। বেঙের উদ্যানে আজ তুমি
বুঝতে পারা না যে, কি কাজ করেছ। বলে-
ছিলে। কিন্তু একদিন বুধব। একদিন
অচেতন আজ হাণ হয়ে থেকে উঠবে। তখন
বুঝতে পারবে, আজ তুমি কি কুকাঢ়
বিছিলে। আমি তোমার ধ্বংসপতি, আমার
উত্তরত তোমাকে সর্বত্র। ভবে পালের হাত
থেকে রক্ষা করা,-তাই আমি জন্মে থেকে
গোপনে অর্ধে বোধিস্তু খুল পাঠিয়েছিলুম।

মইনু। বড় কাজ করে ছিলে। এই ভার
ফল ভোগ কর।

( পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিতে লাগিল )
লীলা। মানো। গেলুম।

মইনু। সর, মর, আমি বিচিত্র হই।
আর এফোর, তোমার বড় ভেঙ্গে হয়েছে,
আজ্জা, লাডা, তোমার এ ভেঙ্গে ভাঙ্গ।
যেমন করে পাঁরি, তোমায় জন্ম করিতে।
আজ থেকে তোমার সর্বনাশ করাই আমার
খ্যাত কাজ। বড় আশা করে আছ মনাকে
বিয়ে করিতে, সে পথ তোমার আগে বস্ত করিতে
হচ্ছে।

[ প্রহর।]
( ক্ষামণ )
ঈশ্বরবিনী মিত।
সামরিক প্রশংসা।

শ্রীমতৃ কৃষ্ণভাইনী দাস —আমার অভ্যুত্থ সন্তুষ্টিতে একাকী করিতেছি যে রায়োবেীমূর্তির অন্তর্ভাষা দেখিতাম।

“ইংলণ্ডে বসমাহিলা” ও ‘জীবনের চুম্বনী’ রচয়িতা, ভারত ভারতী মহামণ্ডলের সন্দর্ভে ১৩৪৯ সালে অভিষেক করিয়া, আদর্শ রমণী কৃষ্ণভাইনী দাস মহাশয়। তাহার অগ্রভাবী ভারত ভারতী মহামণ্ডলের কাহা অনেকের ভাঙ্গিয়া, ক্তি নিম্নাক্ষরে অনাধিকারির পুনরায় নির্বাণ করিয়া ১১৭ ফাঁদ রূপাদিবার বারোটিন গল্পকার সম্পর্কে সন্ধান অর্জণ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এই মণ্ডিনী নারীরচিতী শালরী বন্ধনের নারীজীবনের মহাকাঙ্তি হইল। বহুমান সমাজে এইরূপ আদর্শ নারীর একাকী প্রয়োজন ছিল।

কৃষ্ণভাইনীর চরিতে ভারতনাট্যর আদর্শ মাজারশিলা, সংস্কৃতি, কমনীয়তা, রাগারাগ প্রভৃতি সহকারী সকল যেমন প্রকৃত হইয়াছিল তেমনি পাঞ্জাবভাষার সংস্কৃত, সঙ্গীত, সাহিত্য-শিক্ষা, কল্পনা, জ্ঞানীহন্ত ও ক্ষত্রিয়প্রতিপাদক প্রভুদের অপূর্ব সংস্কৃত দৃষ্টিকোণ। এরূপ অমায়িক, অভিনব শুধু ধীর প্রকৃতির মায়ে দেখা যায় না। এই মহীরী নারীর বয়স হইয়াছিল গ্রাম বাড়িয়ের কারায় কিন্তু আমার কথা ও তাহার মায়ের কথা একত্রিত হইতে দেখি নাই।

ইনি বিখ্যাত শ্রীরাম দাস মহাশয়ের পুত্রবৃন্দ ও “পাগলের প্রেম” প্রাচীন সৃষ্টিদেবীর নামে দাস মহাশয়ের পত্রী। ইনি মায়ের সহিত বহুবৎসর বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু এই কাল দেখি দেখি মনে করিতে পারিতেন না যে তিনি বহু বছর বিশ্ব পাঞ্জাবভাষার শিক্ষার শিক্ষিত বিলাত পান করিতে পারিছেন।

হায়! আর সে নিখার, পরিত্যক্ত, উজ্জ্বল, অমৃত, কমনীয় যুথকালে নারীগণের মধ্যে সকলকার পরাক্রমে সত্ত্বে মনে পাইতে পারিতেন না। আর সে পরাক্রমে আরো প্রকৃত দেখিলে নারীজীবনের সেবার জ্যোৎস্নার দেখার মধ্যে মৃত্যু অর্থ যুগ্ম করিতে দেখিতে না।

বিখ্যাত কথা ও সাহিত্যের সম্প্রদায় দেবী কৃষ্ণভাইনীকে তাহার শহীদীর কোণে দাবি করা হয় মিত্র চিন্তার হাতে দান করা।

সাহিত্য-সাহিত্যের আচরণ —এবার হণ্ডা-সহরে কোরী সাহিত্য-সাহিত্যের অধিবেশন। অগাবু এই বৈশাখ নিবন্ধ হইতে অধিবেশন আয়োজন হইবে।

বাইনিয় সাহিত্যের সাহিত্যাঙ্গী সকলকেই আমার আমার কার্যকর্তা।

আমার সকলের চিন্তার অবস্থান নাই।

হয়তো আমার সকলকে বাণিজ্যতায় আমার করিবার সৃষ্টিকে পাইব না। তাই সাধারণভাবে বসন্তের সেবায় ও সৃষ্টিকে আমার আমার করিবে,—আবার, তাই তাই সকলে একপ্রার্থে একমন চতুর্থ মায়ের মনের আগলী দানের জ্যোৎস্না হইবে।

সম্মিলনের কর্তা ব্রহ্মকুর্মে সম্পাদন হওয়ার ব্যবস্থা মহারাজ করিয়া হইতেছেন। সম্মিলনের অধিবেশন আয়োজন হওয়ার মায়ের প্রচার এক
মগল প্রধানের কার্য আরম্ভ হইয়াছে; আর, সে মগল বেঁচে করিয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান কুস্তি শিল্প আত্মীয় নিয়ম বিবিধানদীর্ঘ প্রাণী পুরুষবাদ আয়োজন হইতেছে। মহিলাদের জন্ম বহন বদন্ত আছে। প্রসিদ্ধিগণের বাস্তাধারের জন্য হাওড়া রেলওয়ের উদ্দেশ্যে প্রাকৃত আত্মীয় স্থান করা হইয়াছে।

যে সকল সাহিত্যকোষ এই সময়ে যোগ- দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সত্য আমার পত্র সমীক্ষা বিবরণ অবগত হইলেন।

উমাদের আত্মাকথা।

ছুটে যাই পুনঃ চাই, ফিরিয়া বদন পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে, পুনঃ তোরা আসি ছুটে আমার,—আমার হই, ফিরিয়া স্থান।

দাবিতে মিজ, আমার বদন প্রিয় শুভ্রলিত করি নিকি কর ও চরণ তুলে যাই, আমার—আমার সাধন?

চেয়ে আসে কন্ঠীক। চাহরে চেয়ে আগে শঙ্কা কোহালেঁ, আলা ভরা কান্তাল বালাপাল করে প্রাণ, উন্মত্ত বিধৰ্ম্মে—

ঐ কে কোখায় ভাবে, অক্ষরকে যুথ চাকে ওকি বলে ওকি চাহে, মার সদা ভাতে, অশাস্ত্র বিধৰ্ম্ম অংশ, বলেস্ত হবে না।

"হবে না, হোল না কিছু" একি বিধৰ্ম্মে ইচ্ছা মাঝে শক্তি নাই, ভোর তীর সদা ভাতে, শিবিরাজ অস্তক্ষে নারীর রোদন।

নারী

আমার অক্ষরকে কতকাল গুলিয়া রব বিরাশের মহাগাথা নির্জনে কতদিন পায় শত অপমান সহি পড়ে রাখ প্রাচীরের তুলে। পুরুষের কন্ঠন চরণ ধন্যতে পড়ে অবহেল নারীর কোমল দেহ তেজস্কি কোমল চরণ, কলকো বিভিন্ন ভয়ে চিরন্ত রহে আমরণ।

হয় মুখ। কাটা চেহারি পৃথিবী করিয়া আমল।
কলকো বাছিয়া কুণি কলম কি করিয়া চলে।
নারীর শেষ কাটা। সবে মিলি দুর্গ কর মদি।
আধারের অবরোধ রহিবে না তবে নিরবধি।

শ্রী মহিমা শুভ।
ভাষাবিনী কাস।

অভাবরণা

যে আধুনিক-নিশ্চিততর রামী আমাদের এই বমদেশে আগমন করিয়া, ভবানীক সরল ধর্মের অপরাধিত ও বৃথ্য এবং বন্দ্যোপাধ্যায়িনী নামক হইয়া, বৈদার্থ ও সহিষ্ণুতার অবজ্ঞায় ডিগ্রী বন্দন্তৃক ভাবে চরমে আমার সম্প্রদায় করিয়াছিলেন, যিনি বদন্তে এবং স্বজাতির উত্তর-চালনা রত ধরিয়া, নিক বিগত-ধীরের উচ্চ-বংশপ্রাপ্ত পদব্যাপ্তি হওয়ার উপর বিনিয়োগ পদ্ধতিতে এবং ক্রুদ্ধ তত্তাত্ত্বিক অগাধ জন্ম বিশ্বসন দিয়া, দেশ-নানাদেশে জীবন উৎপর করিয়াছিলেন, বংশীত বন্দনায় অন্ধ চিত্রিত আমার বর্তমান পর্যায়ে রহিয়াছে। তাহারই পরিত নিখুঁত অর্থ ও কর্মতের খুলা সংক্রান্ত বিষয়ে আপন সৃষ্টি অভিলাষিণী হইয়া প্রত্য জানবানার পার্থিক, আমাদের সহের কুল ও উপজাতিগণের উপর দিয়াছিলেন।

শীতল কৃষ্ণবিনী যখন জীবন ছিল, তখন এই জীবনী পাঠিয়া একাদিন সহা সংগৌণ করিয়া দিবার জন্য পাঠাইল। তাহার তিনি যে পথপাচন আমাদের পাঠাইয়া, তাহার এতৎ জন্য পাঠাইল। পাঠতপাচন এই যে পথপাচন পাঠ করিলেই বীর কৃষ্ণবিনীর যোগ জীবনের প্রতি চারিদিক পাঠায়।

আর কৃষ্ণবিনী আর ইহলোকে নাই! কথারই কথায় আমি সাধারণের সমক্ষে এই জীবনার্থ প্রকাশিত করিয়া মূর্ত্তি হই।

কৃষ্ণবিনীর পত্র:—প্রিয়-পাঠক।

আমার মাঝ করিয়া। আমি এ ধারা পড়িতে বা ইহাতে কিছুই নিয়মের পরিশ্রম না। তোমার। আমার অত্যন্ত তালমাল আমি এবং সেই অগ্রভাব সেইরূপ অগ্রোষ্ঠ বিরাজ হয়। কিন্তু তুমি! তোমার পায়ে পড়ি, আমার নির্জনে নীরবে খাটিয়া দাও সাধারণের সমক্ষে আমার এ কুল জীবনের ঘটনা। প্রকাশ করিও না, আমার মৃত্যুর পর বড় তুমি বাচিয়া থাক তখন প্রকাশ করিতে পারি। এখনও সময় আছে, তাই! কিছু মন কোরা না। তোমার শেষ ভাবিয়া। আমার চেয়ে পাশাপাশি বল পড়িতেছে, কিন্তু কেহ যেন তোমার পার, বুঝি উচি। লিখিয়া আমার বড় করুণ। করুণ।

আমার কাছর এই সময় আমাদের বাজারে শিক্ষিত-সহিতে হবে, কিন্তু বড় আমাদের পার ত আমাদের, পাটিয়া গাড়া গাড়া ভাবায় না।

তোমার অভিলাষিণী হই কৃষ্ণবিনী


কৈশোর জীবন।

যখন আমার বয়স ১৩-১৬ বৎসর, তখন কলিকাতার আমার প্রথম কলা। তাহীতে হইবার পরও মায়ের করে হাত করিয়া বিশ্রাম গাই নাই। আমার পৃথিবীর অপরহাল, পারবুটি-ঠাকুরগাছী, সাহায্য, নসরাই সকলই আমার অন্ত ভাবিল। আমার পিতৃহরির ননদেই বিন আমার-পিতার পরম বন্ধ ও বিন আমারে পরামলের একমাত্র-প্রথম-বন্ধুগুলো নিরাবরিত করিয়া আঁচাইয়াছিলেন, সেই ভালোবাসের কথা চিন্তিতা বহেলো।
খাঁচা দিয়ে আরে পড়ি। একটু আমার অর্থ আর আছে, তুষিকা গুচ্ছ ১৭৮ লিঙের কুঁড়ি সহিয়া সরিয়া আছি, দেখিয়া আছি, আমার কিঞ্চিৎ ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট, কলিকাতার কোন খাতাখাতা নহিলে খাতাখাতা নহিলে আগমন করিলেন, 
(বোধ হই আমার সর্বনাশ) বা ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট ননির্দিষ্ট 
খাঁচা দিয়ে আরে পড়ি। একটু আমার অর্থ আর আছে, তুষিকা গুচ্ছ ১৭৮ লিঙের 
কুঁড়ি সহিয়া সরিয়া আছি, দেখিয়া আছি, আমার 
রক্ত করিতে।) 
বুঝা তই মতান্বিত মতান্বিত মতান্বিত মতান্বিত মতান্বিত 
বুঝা তই মতান্বিত মতান্বিত 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা তই 
বুঝা 

dicher-pi within the text.
রূপকারীর খণ্ড দ্বারা দীর্ঘনিঃশ্ব দাসের এই পৃষ্ঠাও একটি কথা। পুরু-উপরের, আলোক, হররাজ, বেদেশ্বর, ও আলোক। মোট উপরের পরিবর্তে বিলাত খানার পর হইতেই তদৃশ। তাহার একমাত্র পুরু পিতামহ-পিতামহীরও বড় আদরের খন। মাতৃশীর বালককে সকলেই অপরপ্রাণ প্রিয় জন করিয়েন। যেই বালক যখন বীরবর্মণ লিতারের আদৃত শোনের-রোগ তোপের কবিতা ম্যাট্রিক মহিলা, করতো নিঃসন্তা মণ্ডলী বংশক্কাকে বসন্তকুমারীর কার্য সম্পর্কে কবিতা অক্তর প্রমুখ ও প্রাণ-তাঙ্কা বলভ হিমালয় হইল। মধুকে যজ্ঞ ঠাকুর শ্রেষ্ঠ করিতে হইল, কিন্তু কাহারতে কাহারের ত্রয়োদশ ঘণ্টা শিক্ষার্থী ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল। মায়ের অন্তক তত্ত্বাদিত্ব পরিচিত হইল, কিন্তু অন্ত বাহ্য হইল তত্ত্বাদিত্ব ইষ্টা হইল。
চাষা করণী পরিচয় 

পদবিন কৃষকভিনীকে শ্রেণী পাঠাও। পৌত্র পদবিন কৃষকভিনী আমার নিকট হীতে নিকটদের অন্যতম ব্যক্তি হইলেন। উক্ত মধ্যে মাওয়ার উপলক্ষে কলিকাপুর আসিলে কৃষকভিনী মেয়ের কথা, কন্যার কথা, নির্ভুলতার কথা, গুরুত্বের ভঙ্গী, ধর্ষগুণ, আদেশ-চেষ্টা, সম্পর্ক ভাবনা। আমার এই মেয়ের চেষ্টা-তালকান্তর উত্তরে আসিলে কৃষকভিনীর কথা মনে হইল। কিন্তু আমার গৌরবের উদ্ভাবন হইল। 

তাহার শপথ হইল, কন্যা আমার চেষ্টা-নাশন, আমার সাহায্য করিলেন। কন্যা আমার চেষ্টা নাশন করিলেন। কন্যা আমার চেষ্টা নাশন করিলেন। 

কলিকাপুর হইলে কৃষকভিনীর ভুলে মিলিত না। পুত্র কন্যার পিতার কথা নাশন করিলেন। কন্যা আমার চেষ্টা নাশন করিলেন।